টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন

বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

(২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ)

জুন ২০১৮

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd

মুখবন্ধ

নব্বইয়ের দশকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পর থেকে বাংলাদেশ সামাজিক সূচকে ঈর্ষণীয় অগ্রগতিসহ টেকসই প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখেছে। এ সময়ে দেশের মাথাপিছু আয় যেমন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে দারিদ্রের হার। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সফলতার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের পথে যাত্রা শুরু করেছে। এবছর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সকল মানদন্ড অর্জন করেছে- যা আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় একটি বিশিষ্ট মাইলফলক।

উন্নয়ন চিন্তকগণ এ বিষয়ে একমত যে, বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব- যা নারী, শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং সমাজের অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের প্রতিশ্রুতিসমূহ জাতীয় পরিকল্পনা এবং জলবায়ু সংক্রান্ত নীতি কাঠামোতে বিধৃত হয়েছে। দেশের পরিবর্তিত উন্নয়ন অগ্রাধিকারের প্রেক্ষাপটে **জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)** প্রণয়ন এবং এ কর্মকৌশলে চিহ্নিত বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়ার অধীন কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব উৎস থেকে **বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)** গঠন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। অধিকন্তু, জলবায়ু অর্থায়নকে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সংগ্রথিত করার পথনক্সা হিসেবে ২০১৪ সালে সরকার **বাংলাদেশ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (বিসিসিএফ)** প্রণয়ন করে- যা বাজেট বরাদ্দকে জলবায়ু বিষয়ক নীতি-কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রযাত্রা। এসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ সম্মাননা "চ্যাম্পিয়ন্স অব আর্থ" এ ভূষিত করা হয়।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, অর্থ বিভাগ প্রথম "জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট প্রতিবেদন ২০১৭-১৮"-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এবছর ২০টি মন্ত্রণালয়ের উপর দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। গতবছরের ন্যায় এবারও এ কাজে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ইউএনডিপি-র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন **জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ (আইবিএফসিআর)** প্রকল্প হতে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

পূর্ববর্তী বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে একটি সর্বতোমুখী (comprehensive) পদ্ধতি ব্যবহার করে এবছরের প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি, পূর্ববর্তী বছরগুলো থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা আগামী বছরগুলোতে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিশ্লেষণকে সমৃদ্ধতর করে তোলায় যথেষ্ট সহায়ক হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের নীতি-প্রণেতাসহ যেসব এনজিও, সিভিল সোসাইটি সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজন যাঁরা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের জন্য **টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়নঃ বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯** প্রকাশনাটি অত্যন্ত উপযোগী হবে। অর্থ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ আইবিএফসিআর প্রকল্প ও ইউএনডিপি-র যাঁরা প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আমি তাঁদের সকলকে এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা

ভৌগোলিক দিক থেকে তিনটি নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা নিম্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বিরুপ প্রভাব এদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় একটি চ্যালেঞ্জ। দেশের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন জোরালো নীতি ও কৌশল।

দেশের উন্নয়ন এজেন্ডার উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব থাকার কারণে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় বদ্ধপরিকর। ২০০৮ সালে সরকার **জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি)** গ্রহণ করে এবং ২০০৯ সালে তা সংশোধন করে। পাশাপাশি সরকার **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (বিসিসিটি)** গঠন করে এর আওতায় বিসিসিএসএপি-তে চিহ্নিত বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়ার অধীন কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব উৎস থেকে **বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)** গঠন করে। এগুলো জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এছাড়া, সরকার ২০১২ সালে **ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ (সিপিইআইআর)** শীর্ষক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু বিষয়ক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরে। ২০১৪ সালে **ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (সিএফএফ)** প্রণয়নের মাধ্যমে জলবায়ু সংবেদনশীল সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা (পিএফএম) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সিএফএফ আমাদের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াসহ সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আরও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক ইউএনডিপি-র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন **জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ (আইবিএফসিআর)** প্রকল্পে এসব কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের চলমান প্রয়াসকে সহায়তা দেবে।

টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়নঃ বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ শীর্ষক প্রকাশনাটি গত বছর ৬টি মন্ত্রণালয় নিয়ে প্রণীত এবং জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত প্রথম জলবায়ু বাজেট রিপোর্টের ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত। এবার আরও ১৪টি মন্ত্রণালয়সহ ২০টি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রতিবেদনের আওতাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে যেসকল তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে তা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ব্যয়ের তুলানামূলক বিশ্লেষণ এবং তার আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। জলবায়ু অর্থায়নকে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার চলমান উদ্যোগকে শক্তিশালী করতে এটি নিঃসন্দেহে সহায়তা করবে।

আমি নিশ্চিত যে, এই প্রকাশনাটি জলবায়ু পরিবর্তনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মোকাবেলায় সরকারের প্রয়াস সম্পর্কে নীতি-প্রণেতা, এনজিও, সিভিল সোসাইটি সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক এবং অন্যান্য অংশীজনদেরকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিবেদন প্রণয়নে নিবেদিত অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহকর্মিবৃন্দ, আইবিএফসিআর প্রকল্প এবং ইউএনডিপি-র সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ প্রকাশনার উৎকর্ষ সাধনে প্রদত্ত যেকোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী
সচিব
অর্থ বিভাগ

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ

১. ভূমিকা ১

১.১ পটভূমি ১
১.২ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তিসমূহ ৩
১.৩ আইনি ও নীতি কাঠামো ৪
১.৪ বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের দৃশ্যপট ৭
১.৫ বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের অবস্থা ৭
১.৬ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ৮
১.৭ জলবায়ু অর্থায়নে সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা ৮
১.৮ জলবায়ু নীতি ও কৌশলকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্তকরণ ৯
১.৯ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ৯
১.১০ অনুসৃত পদ্ধতি, আওতা এবং সীমাবদ্ধতা ১০

২. নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ ১৩

২.১ সার্বিক পর্যালোচনা ১৩
২.২ মন্ত্রণালয়ভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন ১৭
২.২.১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ১৭
২.২.২ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০
২.২.৩ কৃষি মন্ত্রণালয় ২২
২.২.৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২৫
২.২.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২৭
২.২.৬ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৩০
২.২.৭ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৩২
২.২.৮ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩৪
২.২.৯ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ৩৬
২.২.১০ স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩৮
২.২.১১ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪০
২.২.১২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪৩
২.২.১৩ ভূমি মন্ত্রণালয় ৪৫
২.২.১৪ শিল্প মন্ত্রণালয় ৪৭

২.২.১৫ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ৪৯
২.২.১৬ বিদ্যুৎ বিভাগ ৫১
২.২.১৭ খাদ্য মন্ত্রণালয় ৫৩
২.২.১৮ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ৫৪
২.২.১৯ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫৭
২.২.২০ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৫৯

৩. জলবায়ু সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা এবং তহবিল ৬১

৩.১ সিআইপি-র জন্য পরিবেশ, বন ও ক্লাইমেট চেঞ্জ এর বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থপ্রবাহ নিরূপণ ৬১
৩.২ জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান (এনডিসি) এর অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থপ্রবাহ নিরূপণ ৬৩
৩.৩ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড ৬৪
৩.৪ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড ৬৬
৩.৫ গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড ৬৭

৪. উপসংহার ও পরবর্তী পদক্ষেপ ৬৯

পরিশিষ্ট ৭১

পরিশিষ্ট-১: জলবায়ু অর্থপ্রবাহ চিহ্নিত করার পদ্ধতি ৭১
পরিশিষ্ট-২: নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ড ৭৫
পরিশিষ্ট-৩: বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়া ও প্রোগ্রামের সাথে সিআইপি-র ম্যাপিং ৭৭
পরিশিষ্ট-৪: নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বাজেট প্রোফাইল ৮০

শব্দপঞ্জি ৮৫

সারণির তালিকা

সারণি ১: ২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ধারা ১৪
সারণি ২: বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়াসমূহে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ১৫
সারণি ৩ : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ১৮
সারণি ৪ : বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ১৮
সারণি ৫ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ২০
সারণি ৬ : বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২১
সারণি ৭: কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ২৩
সারণি ৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২৩
সারণি ৯: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ২৫
সারণি ১০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২৬
সারণি ১১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ২৮
সারণি ১২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২৯
সারণি ১৩: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৩১
সারণি ১৪: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ৩১
সারণি ১৫: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৩৩
সারণি ১৬: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ৩৩
সারণি ১৭: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৩৫
সারণি ১৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ৩৫
সারণি ১৯: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৩৭
সারণি ২০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ৩৭
সারণি ২১: স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৩৯
সারণি ২২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ৪০
সরণি ২৩ : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৪১
সারণি ২৪ : বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ৪২
সারণি ২৫: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৪৩
সারণি ২৬ : বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৪৪
সারণি ২৭: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৪৫
সারণি ২৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ৪৬
সারণি ২৯: শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৪৭
সারণি ৩০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ৪৮

সারণি ৩১: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৪৯
সারণি ৩২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ৫০
সারণি ৩৩ : বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৫১
সারণি ৩৪ : বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ৫২
সারণি ৩৫ : খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৫৩
সারণি ৩৬ : বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ৫৪
সারণি ৩৭ : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৫৫
সারণি ৩৮ : বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ৫৬
সারণি ৩৯ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৫৭
সারণি ৪০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ৫৮
সারণি ৪১ : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা ৫৯
সারণি ৪২ : বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ৬০
সারণি ৪৩ : ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সিআইপি কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ। ৬২
সারণি ৪৪ : এনডিসি-র অন্তর্ভুক্ত অভিযোজন কার্যক্রমসমূহে বরাদ্দ ৬৩
সারণি ৪৫ : এনডিসি-র অন্তর্ভুক্ত প্রশমন কার্যক্রমসমূহে বরাদ্দ ৬৪
সারণি ৪৬: বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এযাবৎ অনুমোদিত প্রকল্পে বরাদ্দ ৬৫
সারণি ৪৭: বিসিসিআরএফ-এর বিনিয়োগ প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ ৬৬

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: ২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ধারা ১৩
চিত্র ২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে ২০টি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ১৫
চিত্র ৩: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়াসমূহে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট শতকরা বরাদ্দ ১৬
চিত্র ৪: বিসিসিএসএপির থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ১৯
চিত্র ৫: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২২
চিত্র ৬: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২৪
চিত্র ৭: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২৭
চিত্র ৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ৩০

প্রতিবেদনের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের তালিকা

১. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

২. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩. কৃষি মন্ত্রণালয়

৪. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৬. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৭. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৮. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৯. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১০. স্থানীয় সরকার বিভাগ

১১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৩. ভূমি মন্ত্রণালয়

১৪. শিল্প মন্ত্রণালয়

১৫. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

১৬. বিদ্যুৎ বিভাগ

১৭. খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

১৯. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সারসংক্ষেপ

টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক দ্বিতীয় প্রতিবেদন। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ২০টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বরাদ্দসহ এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করাই হ'ল এ প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য।

নির্বাচিত ২০টি মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ হ'ল ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট জাতীয় বাজেটের ৪৫.৮৪ শতাংশ এবং এর ৮.৮২ শতাংশ হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়ন। এ সকল মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ০.১৯ শতাংশ বিন্দু বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের ১১.৬২ শতাংশ ছিল জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দ, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৪৮ শতাংশে। তবে একই সময়ে উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দ ৫.৩৭ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই পাঁচ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বরাদ্দের অঙ্ক ১০,১১৩.৩৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮,৯৪৮.৭৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জিডিপি-র শতকরা ০.৭৫ ভাগ।

প্রতিবেদনটিতে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী মন্ত্রণালয়গুলোর বরাদ্দের বিভাজন দেখানো হয়েছে। এতে আরো দেখানো হয়েছে যে ছয়টি থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য' বাবদ সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের অঙ্কের দিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে 'অবকাঠামো' এবং 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা'।

এই ২০টি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক যে বরাদ্দ নিহিত আছে তা আলাদা করার জন্য নতুন বাজেট ও হিসাব শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থা এবং সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির (আইবাস++) শক্তিশালী তথ্যপ্রযুক্তি প্লাটফর্ম এর সহায়তায় একটি উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাজে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট কাঠামোগুলো (এমবিএফ) থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি-ইএফসিসি) এবং জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদানসমূহ (এনডিসি) এর সাথে বিসিসিএসইপি এর একটি যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পিলার ও কর্মসূচিসমূহে বরাদ্দকৃত অর্থ চিহ্নিত করা হয়েছে।

এছাড়া, এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের সামগ্রিক ঝুঁকিসমূহ, জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তি, আইন ও নীতিসমূহ, বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন দৃশ্যপট এবং জলবায়ু অর্থায়নের অবস্থা, বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিলের পরিচালন ব্যবস্থাসহ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (সিএফএফ) এর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বিধৃত জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের অর্থসংস্থানের চিত্র ব্যাপক সংখ্যক অংশীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। সেইসাথে তাঁরা তথ্য সরকারি অঙ্গন থেকে যেসব তথ্য প্রকাশ আশা করেন এই প্রতিবেদন তা পূরণে সহায়ক হবে এবং জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে তাঁদের চিন্তাকে উদ্দীপিত করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়েও প্রতিবেদনটি জনগণকে আশ্বস্ত করবে।

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ শিকার। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে এদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরম বিপন্ন। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম নদীর মোহনায় গঠিত হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত হওয়ার প্রবণতা বেশি। অধিকন্তু, এই ভূ-খন্ড এশিয়ার বৃষ্টিবহুল এলাকা দ্বারাও পরিবেষ্টিত। এ দেশের ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উপরে। HCCPR (Headley Center for Climate Prediction and Research) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সালে ৪০ সেন্টিমিটার (১৫ ইঞ্চি) বৃদ্ধি পাবে (Streatfield, ২০১৮)। জার্মানভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'জার্মানওয়াচ' এর সর্বশেষ (২০১৭) গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ।

বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু চলকসমূহের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। PRECIS (Providing Regional Climates for Implact Studies) প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৯৬১-১৯৯০ কালপর্বের তুলনায় ২০৩০, ২০৫০ এবং ২০৭০ সালে যথাক্রমে প্রায় ৪, ২.৩ এবং ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এ প্রক্ষেপণে আরো দেখা যায় যে, মাসিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০৩০ সালে -১.২ থেকে ৪.৭ ডিগ্রি, ২০৫০ সালে -১.২ থেকে ২.৫ ডিগ্রি এবং ২০৭০ সালে -১.২ থেকে ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পরিবর্তন হতে পারে। সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SMRC) কর্তৃক পরিচালিত অন্য এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০৩০ এবং ২০৭০ সালে গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ১.৩ ডিগ্রি সে. এবং ২.৬ ডিগ্রি সে.। আরো জানা যায় যে, পরিবর্তিত তাপমাত্রায় একটা ঋতুগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে, যেমন: ২০৩০ সালে শীত ও বর্ষাকালে যথাক্রমে ১.৪ ডিগ্রি সে. এবং ০.৭ ডিগ্রি সে.। ২০৭০ সালে শীত ও বর্ষাকালে এর তারতম্য হবে যথাক্রমে ২.১ ডিগ্রি সে. এবং ১.৭ ডিগ্রি সে.। সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, বর্ষার মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে বন্যা এবং শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে খরা পরিলক্ষিত হবে। General Circulation Model (GCM)-এর প্রক্ষেপণ অনুসারে ২১০০ সালে বাংলাদেশে তাপমাত্রা ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাত ৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রক্ষেপিত জলবায়ু চলকের পরিমাণে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও এগুলো আমাদের দেশের ভবিষ্যতের উপর একটি অশনি সংকেত।

বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, প্রতি ৩ থেকে ৫ বছরে বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয় এবং তাতে অবকাঠামো, বাসস্থান, কৃষি এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ঝড় জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিতেও থাকে। গড়ে প্রতি তিন বছরে একবার বর্ষা মৌসুমের শুরুতে অথবা শেষে একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখায় আঘাত হানে এবং প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে যা মাঝে মাঝে ১০ মিটারের বেশি উচ্চতাসম্পন্ন হয়। উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ও মাটির স্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ এবং জলাবদ্ধতার কারণে জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১] IPCC (Inter governmental planel on climate

[১] World Bank (2010) Economics of Adaptation to Climate Change, Bangladesh

change) এর এক প্রাক্কলনে দেখানো হয়েছে যে ২০৫০ সালে বাংলাদেশ তার ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারাবে (Planetizen ২০০৮; The Independent, ২০০৮)। শহরাঞ্চলে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইতোমধ্যে একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ বৃষ্টিপাত বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাঁদের ঘর-বাড়ি ও জমি জায়গা ত্যাগ করে শহরে এসে বস্তিতে বসবাস করবেন। এর ফলে শহরাঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকার মত অতি ঘনবসতিপূর্ণ শহরে সংকট আরো তীব্র হবে।

বিনিয়োগের দৃশ্যপট সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার অবকাঠামোগত (পোল্ডার, সাইক্লোন সেন্টার, সাইক্লোন প্রতিরোধী গৃহায়ণ) এবং অ-অবকাঠামোগত (পূর্বাভাস ও সচেতনতা কার্যক্রম) দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এ বিনিয়োগের ফলে চরম জলবায়ুগত সমস্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে হতাহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্ধিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সত্ত্বেও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বিপর্যয়ের ফলে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে যেমন- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ছে। ১৯৯৮ এর বন্যায় বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভূ-খন্ড পানির নীচে তলিয়ে যায় এবং ২ বিলিয়ন ডলারের উপর আর্থিক ক্ষতি হয় যা দেশজ মোট উৎপাদ (জিডিপি) এর ৪.৮ শতাংশ। একইভাবে, ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডর এর ক্ষতির অঙ্ক ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপির ২.৬ শতাংশ। বিগত এক দশকে অবকাঠামো, জীবিকা এবং ফসলের ক্ষতির হিসাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাতীয় অর্থনীতিতে গড় ক্ষতির পরিমাণ জিডিপির ০.৫ থেকে ১.০ শতাংশের সমান হবে। এই পরিসংখ্যানে ক্ষতির হিসাবে বিপুল সংখ্যক অমূল্য প্রাণহানির বিষয়টি ধরা হয়নি। এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি যে সমস্ত এলাকায় দরিদ্র লোকের বসবাস সেসব এলাকায় বেশি ঘটেছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায় যে, বর্তমান বিনিয়োগের কারণে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসজনিত ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে এমন একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে যার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকা হ্রাস করা যাবে। তবে বর্তমান বিনিয়োগ এক্ষেত্রে যেসব ঝুঁকি রয়েছে তা মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং ভবিষ্যতে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হবে তা মোকাবেলার জন্যও অনেক অপ্রতুল। ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনসহ জলোচ্ছ্বাসজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় মোট বিনিয়োগ বাবদ ৫৫১৬ মিলিয়ন এবং আবর্তক ব্যয় হিসাবে ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে।[২]

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকিসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত এবং প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ নীতির বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সরকার 'জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছে।

জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার ২০০৯ সালে জলবায়ু বিষয়ক সকল কার্যক্রমকে সমন্বয়ের লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan (BCCSAP) চূড়ান্ত করে। এছাড়া, ২০১২ সালে Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) সম্পন্ন করা হয়। এ প্রতিবেদনে জলবায়ু কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়। CPEIR-এ প্রদত্ত সুপারিশমালা অনুসরণ করে সরকার ২০১৪ সালে Climate Fiscal Framework (CFF) প্রণয়ন করে। প্রণীত CFF এর উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে (ক) জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে বৃহত্তর জাতীয় স্বত্ব (national ownership) প্রতিষ্ঠা করা, (খ) সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের প্রসার,

[২] প্রাগুক্ত

(গ) ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, (ঘ) পারস্পরিক জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, (ঙ) অভিঘাতসহিষ্ণু উন্নয়ন এবং সবুজ প্রবৃদ্ধির সুযোগ সম্প্রসারণ। CFF এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে 'জলবায়ু অন্তর্ভুক্তিমূলক' (Climate Inclusive) সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার (PFM) ভিত রচিত হয়েছে এবং তার আলোকে অর্থ বিভাগ কর্তৃক Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

১.২ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তিসমূহ

কোন কোন রাষ্ট্রের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রবল আকাঙ্খার কারণে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বনভূমি উজাড়করণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হওয়ায় বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ উদঘাটনের জন্য গত কয়েক দশক যাবৎ গবেষণা কার্যক্রম চলছে। ১৯৯০ সাল থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার এবং প্রকৃতি ধ্বংস করে স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রবণতা রোধে আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বব্যাপী জনগণকে শিল্পোন্নত দেশসমূহসৃষ্ট বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ এখানে তুলে ধরা হলো।

জাতিসংঘ ১৯৭২ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে United Nations Environment Program (UNEP) স্থাপন করে। ১৯৯২ সালে ১৫৪টি জাতির প্রতিনিধিবৃন্দ রিও ধরিত্রী সম্মেলনে United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) স্বাক্ষর করে। এতে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক সাড়া হিসেবে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসকরণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কনভেনশনের ৩.১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পক্ষসমূহের জলবায়ু সুরক্ষার জন্য 'সাধারণ কিন্তু পৃথক দায়িত্বের ভিত্তিতে' (Common but differentiated responsibility) কাজ করা উচিত এবং উন্নত দেশসমূহের জলবায়ু সমস্যা সমাধানে 'নেতৃত্ব গ্রহণ' (Take the lead) করা উচিত। UNFCCC আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে কার্যকর হয়। UNFCCC প্রচেষ্টার পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে কিয়োটো প্রটোকল। ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জাপানের কিয়োটো শহরে অনুষ্ঠিত সভায় শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের হার ১৯৯০ সালের হারের নিচে নামিয়ে আনতে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে ১৯৯০ সালকে ভিত্তিবছর হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কারণ এ বছর জাতিসংঘ কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল।[৩] UNFCCC কার্যকর হওয়ার পরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকিতে সাড়াদান কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের জন্য মিলিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কতিপয় উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে, Durban Platform for Enhanced Action 2011, ওয়ারশতে ১৯তম Conference of Parties (COP), প্যারিসে COP-21 ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে পক্ষসমূহ জাতীয়ভাবে উপযোগী জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন পরিকল্পনা হাতে নেয়ার জন্য সুস্পষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত হয়।

রিও ধরিত্রী সম্মেলনের দ্বিতীয় অর্জন হচ্ছে Convention on Biological Diversity (CBD) এতে জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার্থে জলবায়ু সংরক্ষণের উপায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্যারিস সম্মেলনে স্বীকৃত হয় যে, জীব-বৈচিত্র্য

[৩] Decision of CBD Conference of the Parties held in Cancun, Mexico on 10 December 2016

সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, প্রশমন ও বিপর্যয় হ্রাস কার্যক্রমের সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা এক্ষেত্রে সক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং বিভিন্ন প্রকারের সাফল্য এনে দেয় এমন পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করে। এতে আরো স্বীকৃত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সেক্টরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ইকোসিস্টেমভিত্তিক অভিযোজন ও প্রশমন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রিও সম্মেলনের তৃতীয় অর্জন হচ্ছে যে, UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), যা ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়নে মরুকরণ প্রতিরোধ/ভূমি ক্ষয়রোধ এবং অনাবৃষ্টি/খরার ফলাফল হ্রাসকরণে বৈশ্বিক যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ। এই কনভেনশনে ১৯৫টি দেশ শুষ্ক এলাকায় জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ, ভূমি ও জমির উৎপাদনশীলতা সুরক্ষা ও ফিরিয়ে আনা এবং খরার ক্ষতি কমানোর জন্য একত্রে কাজ করার বিষয়ে সম্মত হয়। ক্রমবর্ধমান মরুকরণের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি সামগ্রিক জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে গুরুত্ব পায়।

১.৩ আইনি ও নীতি কাঠামো

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হতে জনগণকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের নীতি, পরিকল্পনা, আইন, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হলোঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (বিইসিএ) ১৯৯৫ এ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যেরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তিনি বিবেচনা করবেন তা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে যেকোন ব্যক্তিকে সেই মর্মে লিখিত নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন (ধারা ৪.১)। পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে এমন কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান মতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে কিংবা ক্ষতির আশংকা দূর করার লক্ষ্যে আবেদন করতে পারবেন (ধারা ৮.১)। এভাবে প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহাপরিচালক গণশুনানির ব্যবস্থা করতে পারেন কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) যাতে স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করা যায় এবং এর অর্থায়নে পরিচালিত কোন প্রকল্পের সুফল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ যথাযথভাবে লাভ করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয়তা থেকে **জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড আইন ২০১০ (সিসিটিএফএ)** প্রণয়ন করা হয়। সিসিটিএফ এর অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে - জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপদগ্রস্ত কোন এলাকা বা অঞ্চলের জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, এবং জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, ঝুঁকি হ্রাসকরণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং অর্থায়ন ও বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। এই আইনের সহায়ক যেসব বিধি-বিধান এবং গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে তাতে প্রকল্পের প্রস্তাব পেশকরণ, অনুমোদন, সংশোধন এবং অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারের প্রয়োগিক পদ্ধতিসমূহ (operational procedures) বিধৃত হয়েছে।

উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং নিম্ন কার্বন নি:সরণ নীতি অনুসরণ করে কিভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে **প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১)** সরকারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিবেশগত ঝুঁকিসহ জলবায়ুর পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর প্রধান

প্রধান কৌশলসমূহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ধারন করা হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬ - ২০২০) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে কতিপয় কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সমগ্র সরকারের জন্য একটি সার্বিক পন্থা অনুসরণ, পরস্পরের বোঝাপড়া, জ্ঞান, দক্ষতা এবং সমন্বয়ের উন্নতি সাধন, কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রম অর্থায়নের আওতা সম্প্রসারণ, প্রকল্প প্রণয়নে জেন্ডার সমতার বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, দৈব-দুর্বিপাক ও দুর্যোগ মোকবেলা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৮ সালে প্রণয়ন করা হয় যা ২০০৯ সালে সংশোধন করা হয়। এতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে, যা ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হচ্ছে (১) খাদ্য, নিরাপদ আবাসন, এবং দরিদ্রতম ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ইত্যাদির মত মৌলিক সেবাসমূহের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা (২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (৩) বিদ্যমান অবকাঠামো যেমনঃ নদী ও উপকুলীয় বাঁধ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং শহর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ (৪) গবেষণা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (৫) কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং নিম্ন কার্বন মাত্রা বজায় রাখা, এবং (৬) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দেশীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপিইএফসিসি) গ্রহণ করা হয়েছে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। সিআইপিইএফসিসি বাংলাদেশে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেশীয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি কৌশলগত কাঠামো প্রদান করেছে। এটি একটি পাঁচ বৎসর মেয়াদি পরিকল্পনা যেখানে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন (ইএফসিসি) সেক্টরসমূহের অধীনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক যেসব কর্মকৌশল এবং লক্ষ্যমাত্রা ইউএনএফসিসিসি-এ দাখিল করা হয়েছে তাও এই সিআইপিইএফসিসি-তে উল্লেখ করা হয়েছে। সিআইপিইএফসিসি-এর সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের টেকসই উন্নয়নে ইএফসিসি-এর অবদান বৃদ্ধি করা, দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করা, পরিবেশগত ও মানব স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা, এবং জলবায়ুর পরিবর্তনগত প্রভাব কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ুর পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন এবং পরিবেশ বিষয়ে দক্ষ নেতৃত্ব বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক হতে পারে। সিআইপিইএফসিসি ৪টি স্তম্ভের আওতায় ১৪টি সুসংহত ও সমন্বিত বিনিয়োগ কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে। স্তম্ভসমূহ হলঃ স্তম্ভ ১ - টেকসই উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা; স্তম্ভ ২ - পরিবেশ দূষণ হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ; স্তম্ভ ৩ - জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা, অভিযোজন ও প্রশমন এবং স্তম্ভ ৪ - পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার ভারসাম্যতা, মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন। সিআইপিইএফসিসি-এর মোট অর্থায়ন ১১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নিরূপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ সরকারের নিজস্ব রাজস্ব ও উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা দ্বারা অর্থায়ন করা হবে। অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ অর্থায়ন ঘাটতি রয়েছে যার অঙ্ক প্রায় ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত বাংলাদেশের অবদান (Nationally Determined Contribution of Bangladesh)- বাংলাদেশ কাঙ্খিত উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত না করে ক্রমবর্ধমান নি:সরণ ব্যবস্থাপনা করতে এবং শিল্পায়নপূর্ব যুগের থেকে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অথবা সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখতে জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত

বাংলাদেশের অবদান বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রস্তুত করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম UNFCCC-তে জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদানের প্রতিশ্রুতি পেশ করে। শর্তহীনভাবে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ, পরিবহন, শিল্প এসব উচ্চমাত্রার কার্বন নিঃসরণকারী খাতে প্রচলিত মাত্রার নিঃসরণ থেকে ৫ শতাংশ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে আর্থিক, কারিগরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পর্যাপ্ত সহায়তা পেলে বাংলাদেশ ৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রাকে ১৫ শতাংশে উন্নীত করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ন্যূনতম হিস্যা থাকা সত্ত্বেও (যেখানে বৈশ্বিক পর্যায়ে মোট কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র ০.৩৫ শতাংশ) বাংলাদেশ নিম্ন কার্বন মাত্রাসম্পন্ন ভবিষৎ গঠনে এর অংগীকার প্রকাশ করছে। অধিকন্ত, নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদানের ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তা সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যোগকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরছে। বাংলাদেশ ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর প্যারিস চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করে এবং দেশের এনডিসি এখন ইউএনএফসিসি এর অন্তর্বর্তীকালীন রেজিস্ট্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০- বাংলাদেশ বদ্বীপে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ পরিকল্পনায় যেমন বাংলাদেশকে একদিকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণসহ চরম দরিদ্র দূরীকরণের মত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে; অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পানি, প্রতিবেশ, পরিবেশ এবং ভূসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মত দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলোও এ পরিকল্পনায় আনা হয়েছে। খসড়া পরিকল্পনায় সহনীয় মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিবছর জিডিপির ১.৬ শতাংশ ও চরম মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জিডিপির ২.০ শতাংশ ক্ষতি হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। পরিবেশের ঋণাত্মক প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজন বিনিয়োগ সহায়ক নীতি পদক্ষেপ। সঠিক নীতি পদক্ষেপ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব মোকাবেলা করে ২০৩১ সালে বাংলাদেশ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং পরিবেশের প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিবছর গড়ে প্রায় জিডিপির ১.৭ শতাংশ সমপরিমাণ অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট- দারিদ্র্য দূরীকরণ, ধরিত্রী সুরক্ষা এবং সকল মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার সার্বজনীন আহবানের প্রতি সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ বৈশ্বিক লক্ষ্য নামে সমধিক পরিচিত **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)** (১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বাস্তবায়নের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে এসডিজি-তে অন্যান্য অগ্রাধিকারের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, উদ্ভাবন, পরিমিত ভোগ, শান্তি ও ন্যায়বিচার ইত্যাদি নতুন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় একটির সাফল্য অন্যান্য লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। এসডিজিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনসমূহের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার সমগ্র সমাজকে অন্তর্ভুক্তির কৌশল অবলম্বন করেছে। এসডিজি কর্মকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসডিজিস ইমপ্লিমেন্টশন এন্ড মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে যা এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

১.৪ বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের দৃশ্যপট

সাধারণত জলবায়ু অর্থায়ন বলতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন ও এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে অর্থপ্রবাহকে বুঝায়। আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন চিন্তাকোষ (Think Tanks), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকার ও সরকারি খাতের সংস্থাসমূহ জলবায়ু অর্থায়নের বহুবিধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের প্রধান উৎসসমূহ হল: Global Environmental Facility (GEF), Adaptation Fund (AF), Least Developed Countries Fund (LDCF), Adaptation of Smallholder Agriculture Program (ASAP), Global Climate Change Alliance (ACCA), Climate Investment Fund, UN-REDD Readiness Program এবং সাম্প্রতিক সময়ে স্থাপিত Green Climate Fund (GCF)। বর্তমানে GCF হল উন্নত দেশ হতে অর্থ সংগ্রহ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে জলবায়ু অর্থায়নের প্রধান উৎস।

জলবায়ু অর্থায়নের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে অর্থপ্রাপ্তি একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের জটিল কাঠামো বাংলাদেশের মত দেশের জন্য এ বাবদ অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থ সরবরাহ পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশ ও যোগানদাতা সংস্থা আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল উচ্চ মানসম্পন্ন আর্থিক পদ্ধতি এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা অনুসরণ করায় উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এ তহবিল হতে অর্থ প্রাপ্তির একটি পূর্বশর্ত। আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চা ও স্বচ্ছতা অপরিহার্য।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জলবায়ু অর্থায়ন প্রাপ্তির সামর্থ্য সৃষ্টির জন্য বহুপাক্ষিক অনেক উন্নয়ন সহযোগী বৈশ্বিক প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জিআইজেড, ইউএনডিপি এবং জিসিএফ প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে ফোকাল পয়েন্ট ও এনডিএ (National Designated Authority) এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য সৃষ্টি, সম্ভাব্য এনআইই (National Implementing Entity) চিহ্নিতকরণ, কৌশলগত নীতি-কাঠামো প্রণয়ন ও উপযুক্ত প্রকল্প তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের ব্যাপকতা এবং জলবায়ু অর্থায়ন সরাসরি প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতি দেশের সক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

১.৫ বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের অবস্থা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু অর্থায়ন বলতে অভিযোজন এবং স্বল্পপরিসরে প্রশমনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের জন্য অর্থ প্রবাহকে নির্দেশ করে।[৪] তবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে অভিযোজন এবং প্রশমন উভয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তার সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। দেখা গেছে যে, জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে সরকার উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করছে। বর্তমানে সরকার প্রতিবছর প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে ব্যয় করছে যা বার্ষিক জাতীয় বাজেটের শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ। দেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশ আসে নিজস্ব রাজস্ব থেকে, বাকিটা আসে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে। সৌরশক্তির প্রকল্প, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বনায়ন কর্মসূচি, কয়লা জ্বালানি নির্ভর ইট-ভাটার পরিবর্তে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি প্রশমনের ক্ষেত্রে প্রতি বছর সরকার অর্থ বিনিয়োগ করছে।

[৪] Finance Division (2014). *Climate Fiscal Framework*. Ministry of Finance, Dhaka.

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ এক সমীক্ষার ভিত্তিতে ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে জলবায়ু অর্থায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনরীক্ষণ (CPEIR) শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যেসকল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জলবায়ু স্পর্শকাতর বিষয়ে কাজকর্ম পরিচালনা করছে তাদের নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক বিষয়াদি CPEIR- এ পর্যালোচনা করা হয়। এই সমীক্ষায় মূলতঃ সরকারের আর্থিক নীতি এবং কার্যাবলীর উপর জোর দেয়া হলেও একই সাথে বিভিন্ন সোসাইটি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকার উপরও এই সমীক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১.৬ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জীবন ও জীবিকার প্রতি হুমকি ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনীতিতে যে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে তা অত্যন্ত ব্যাপক। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কতিপয় দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বার্ষিক শতকরা ৪ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। সেকারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহ ক্রমবর্ধমান হারে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে অর্থ আহরণ করছে এবং তা জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমে ব্যবহার করছে। এই ক্রমবর্ধমান অর্থপ্রবাহ চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্যই ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (সিএফএফ) প্রণয়ন করা হয়। জলবায়ু অর্থায়নের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থপ্রবাহকে সর্বোচ্চ দক্ষতা এবং কার্যকারিতার সাথে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে প্রস্তুত রাখার জন্য ২০১৪ সালে প্রণীত বিদ্যমান সিএফএফ এক অনন্য উদ্যোগ। এটি এমন একটি কাঠামো যার উদ্দেশ্য হচ্ছে - (১) জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে গৃহীত নীতি ও কৌশলের সাথে যথাযথভাবে সমন্বিত করার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নে বৃহত্তর জাতীয় স্বত্ব প্রতিষ্ঠা, (২) সরকারি, এনজিও এবং বেসরকারি সেক্টরের মধ্যে সমন্বয়কে শক্তিশালী করার কাজে সহায়তা করা, (৩) জলবায়ু অর্থায়নের ফলাফলকে উন্নততর ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা, (৪) পারস্পরিক জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করা, এবং (৫) বাংলাদেশে জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণু উন্নয়নের সুযোগকে প্রসারিত করা। উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করার লক্ষ্যে জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেসব পরিবর্তন ঘটছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান সিএফএফে-কে হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

১.৭ জলবায়ু অর্থায়নে সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা

জলবায়ু অর্থায়নকে বিশ্বব্যাংক যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে তাহলো ‘‘জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বাড়তি ব্যয় ও ঝুঁকি মোকাবেলা, সহনীয় পরিবেশ তৈরি এবং অভিযোজন ও প্রশমনের পাশাপাশি গবেষণা উৎসাহিতকরণ, উন্নয়ন এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অর্থায়ন।’’ তবে জলবায়ু অর্থায়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণের পথে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা এবং তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতার অভাব। একারণে বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, মন্ত্রণালয়/সংস্থার পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশন ও সংসদীয় আর্থিক কমিটিসমূহের উচ্চতর নজরদারি ব্যবস্থায় জলবায়ু মাত্রাকে যুক্ত করার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এছাড়া, প্রচার মাধ্যম, সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং এনজিও-র তদারকি এবং উচ্চতর নজরদারি ব্যবস্থায়ও জলবায়ুর বিষয়কে যুক্ত করা যেতে পারে। স্বচ্ছতার স্বার্থে জলবায়ুর অর্থবরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জনসাধারণের অভিগম্যতা নিশ্চিত

করাও গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে আইবিএফসিআর প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো-র পাশাপাশি মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২০টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো-তে (এমবিএফ) জলবায়ুর বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় নিরীক্ষা ব্যবস্থায় ক্লাইমেট পারফরমেন্স অডিটকে নতুন অডিট প্রটোকল হিসেবে চালু করেছে।

১.৮ জলবায়ু নীতি ও কৌশলকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে একীভূতকরণ

জলবায়ু অর্থায়নে সুষ্ঠুপরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কাজে জলবায়ু নীতি ও কৌশলকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে একীভূত করা অত্যন্ত জরুরী। সিপিইআইআর ২০১২ তে সরকারের ৩৭ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ শতাধিক সরকারি সংস্থাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো জলবায়ু অর্থায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর মাত্রাকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এমবিএফ-এর বিদ্যমান কাঠামো পরিবর্তন করার বিষয়ে সিএফএফ ২০১৪ তে সুপারিশ করা হয়। এমবিএফ-এ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অগ্রাধিকার ও কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ডেস্ক কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করে বাজেট সার্কুলার-১ এর ফরমেটে অপরিহার্য কতিপয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি)-এ চিহ্নিত ৬ টি থিমেটিক এরিয়া (১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, (২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, (৩) অবকাঠামো, (৪) গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট, (৫) প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট, এবং (৬) দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ-এর আলোকে এমবিএফ-এর কাঠামোতে এসংক্রান্ত পরিবর্তন আনা হয়েছে। একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে জলবায়ু বিষয়টিকে নতুন বাজেট এন্ড একাউন্টস ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম (বিএসিএস) এবং iBAS++ এর সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। তবে, অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কৌশলগত দিকনির্দেশনা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ এ লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার প্রধান চালিকাশক্তি।

১.৯ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য

এই প্রতিবেদনের মূল উদ্দেশ্য হল সরকারি ব্যয়ের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার ব্যয়কে শতকরা হারে প্রকাশ করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের অঙ্গীকার তুলে ধরা। প্রতিবেদনের অপর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কে বাংলাদেশের অংশীজনদের ধারণা ও জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করা যাতে তাঁরা এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কাজে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে ও অবদান রাখতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। ২০টি মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে।

১.১০ অনুসৃত পদ্ধতি, আওতা এবং সীমাবদ্ধতা

জলবায়ু অর্থায়ন চিহ্নিতকরণে অনুসৃত পদ্ধতি

গত বছর জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে জলবায়ু প্রাসঙ্গিক কী পরিমাণ ব্যয় নিহিত আছে তা নিরূপণের জন্য একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়। পদ্ধতিটি ঐ সময়কার চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়। এবারের বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়নের একটি বিশেষত্ব এই যে, এই প্রতিবেদনে জলবায়ু অর্থায়নে অভিযোজন ও প্রশমনের সম্পৃক্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে একটি সুদৃঢ় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে এর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল গ্রহণযোগ্য হয়। এই পরিচ্ছেদে জলবায়ু অর্থপ্রবাহ চিহ্নিতকরণে যে পদ্ধতি ও পন্থা প্রয়োগ করা হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু জলবায়ু অর্থপ্রবাহ নিরূপণের ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত কোন পদ্ধতি নেই সেহেতু এই বিষয়ে যেসব গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে তা পর্যালোচনা করে একটি ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework) তৈরি করা হয়েছে, যাতে কাঠামোটি একটি বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি পায় (পরিশিষ্ট-১)।

এ পদ্ধতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে OECD "RIO MARKERS" অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পদ্ধতিটিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট আইন, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি), ২০১২ সালের ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইন্সটিটিউশনাল রিভিউ (সিপিইআইআর), ২০১৪ সালের বাংলাদেশ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (সিএফএফ), বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত দলিলপত্রাদি যেমন: বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ম্যানুয়াল, বিসিসিআরএফ বার্ষিক প্রতিবেদন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক লোকাল কনসাল্টেটিভ গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত সক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন কার্যক্রম বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন, অন্যান্য পলিসি ব্রিফ এবং উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পদ্ধতি প্রণয়নের পর্যায়ে অর্থবিভাগের iBAS++ টিমের সাথে বেশ কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি বাজেট প্রণয়নের সাথে যুক্ত অর্থবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে অন্তত ৫টি কর্মশালার আয়োজন করে পদ্ধতিটি বিকাশের পন্থা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। পদ্ধতিটির খসড়ার উপর অর্থবিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রায় ২০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া এ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য খুলনা জেলার অন্তর্গত পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে বসবাসকারী বিপন্ন মানুষদের সাথে আলোচনাসহ ২টি ফোকাসগ্রুপ ডিসকাশন (একটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে এবং অপরটি বিভিন্ন পেশা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে) পরিচালনা করা হয়। এসব আলোচনা থেকে উঠে আসা পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণকে ব্যবহার করে পদ্ধতিকে বাস্তবায়নযোগ্য ও সর্বতোমুখী (comprehensive) করা হয়। এই পদ্ধতিটির মূল বৈশিষ্টের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতাকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যানের থিমেটিক এরিয়া ও কর্মসূচির সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

- নির্দিষ্টভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গৃহীত সকল প্রকল্প ও কার্যক্রমকে ১০০% জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা হয়েছে। এভাবে মোট ৫১টি জলবায়ু প্রাসঙ্গিক মানদন্ড স্থির করা হয়েছে যার মধ্যে প্রতিটি বিসিসিএসএপি কার্যক্রমের বিপরীতে একটি করে ৪৪টি, প্রতিটি থিমেটিক এরিয়াতে জলবায়ুর জন্য নির্দিষ্টভাবে গৃহীত প্রকল্পের বিপরীতে একটি করে ৬টি এবং জলবায়ু অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন ১টি মানদন্ড অন্তর্ভুক্ত আছে।
- ক্লাইমেট ডাইমেনশন ও জলবায়ু প্রাসঙ্গিক মানদন্ডের সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় Weight নির্ধারণ করা হয়েছে।
- Criteria ভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতাকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে, যেমন: (ক) জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক (৮১%-১০০%), (খ) তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক (৬১%-৮০%), (গ) মধ্যম পর্যায়ের প্রাসঙ্গিক (৪১%-৬০%), (ঘ) কিছুটা প্রাসঙ্গিক (২১%-৪০%), (ঙ) প্রচ্ছন্নভাবে প্রাসঙ্গিক (৬%-২০%), (চ) প্রাসঙ্গিক নয় (০%-৫%)।
- যেসব প্রকল্প এবং কর্মসূচি একাধিক জলবায়ু প্রাসঙ্গিক Criteria-র সাথে মিলে যায় সেগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে (এক্ষেত্রে যে Criteria-র বিপরীতে জলবায়ু প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ অধিক তা প্রথমে বিবেচিত হবে)। যেসব প্রকল্প / কর্মসূচি জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ততা নেই সেসব কর্মসূচির জন্য একটি ননক্লাইমেট ফিন্যান্স ক্রাইটেরিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- একটি প্রতিনিধিত্বকারী Relevance Weight প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি (sample distribution, standard deviation, Weighted Reciprocal Ranking) প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন Relevance Criteria সম্পন্ন প্রকল্পের জলবায়ু অর্থায়ন Weighted Reciprocal Ranking অনুযায়ী ভাগ করে দেয়া হয়েছে।
- জলবায়ুর অর্থপ্রবাহ নিরূপণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন বাজেট (প্রকল্প ও কর্মসূচি) এবং পরিচালন বাজেট (পূর্বে অনুন্নয়ন বাজেট হিসাবে পরিচিত) বিবেচনা করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেট (সাধারণ কার্যক্রম, সহায়ক কার্যক্রম, বিশেষ কার্যক্রম ও স্থানান্তর)-এর জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতা মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যবন্টন, প্রকল্প ও কর্মসূচির পোর্টফলিও এবং এগুলোর জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে অবদান-এসব বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জলবায়ুর অর্থপ্রবাহ নিরূপণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি অর্থায়নকেই বিবেচনায় আনা হয়েছে। আগামীতে হালনাগাদকৃত ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে বেসরকারি অর্থায়ন ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাও এই পদ্ধতির আওতায় নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

আওতা

জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার রয়েছে এরুপ ২০ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নিয়ে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়গুলো হলো- কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বছরের বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

যদিও গতবছরের তুলনায় এ বছরের প্রতিবেদনের আওতা বেশ ব্যাপক, তবু সকল মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদনের আওতা বাড়িয়ে এর ব্যাপকতা প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট নতুন বাজেট ও হিসাবের শ্রেনিবিন্যাস কাঠামো ব্যবহার করে প্রণয়নের অগ্রাধিকার থাকায় নতুন শ্রেনিবিন্যাস কাঠামোতে উত্তরণে এবং তার ফলে iBAS++ সমর্থিত বিদ্যমান আইটি প্লাটফর্ম পুনর্গঠনের কাজে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (পিইএমএসপি)-এর জনবল পূর্ণকালীন নিয়োজিত থাকায় প্রতিবেদনের ব্যাপ্তি ২০টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে। যাহোক, পুনর্গঠিত iBAS++ এর প্রাথমিক সমস্যা দূরীভূত হলে আগামী বছর সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নিয়ে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২. নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বিশ্লেষণ

২.১ সার্বিক পর্যালোচনা

এই প্রতিবেদনে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের হালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সম্পৃক্ত মোট বরাদ্দ আমাদের জাতীয় বাজেটের শতকরা ৪৫.৮৯ ভাগ। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কাজে অর্থায়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমন কী ধরণের প্রভাব রাখে তা বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত একটি সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এই পর্যালোচনাটি সম্পন্ন করা হয়। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তার আলোকে প্রণীত একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিয়ে একই বিষয়ে এর আগের বছরের পর্যালোচনাটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। জলবায়ু অর্থায়ন চিহ্নিতকরণের কাজে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়াকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এ বছর পদ্ধতিটিকে উন্নত করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ হ্রাস পেয়ে তাদের মোট বরাদ্দের ৮.৮২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা গতবছর ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের[৫] ক্ষেত্রে ছিল ১৯.২০ শতাংশ। এ বছরের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত নতুন ১৪টি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও গভীরতার স্বল্পতা এবং একই সাথে কতিপয় মন্ত্রণালয়/বিভাগে অধিক বরাদ্দই মূলতঃ এর প্রধান কারণ। উদাহরণস্বরূপ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মোট ২৪,৩৮০.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দের মাত্র ০.৫৮ শতাংশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট ২৪,৮৯৬.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দের মাত্র ১.২৯ শতাংশ জলবায়ু সংশ্লিষ্ট।

চিত্র ১: ২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ধারা

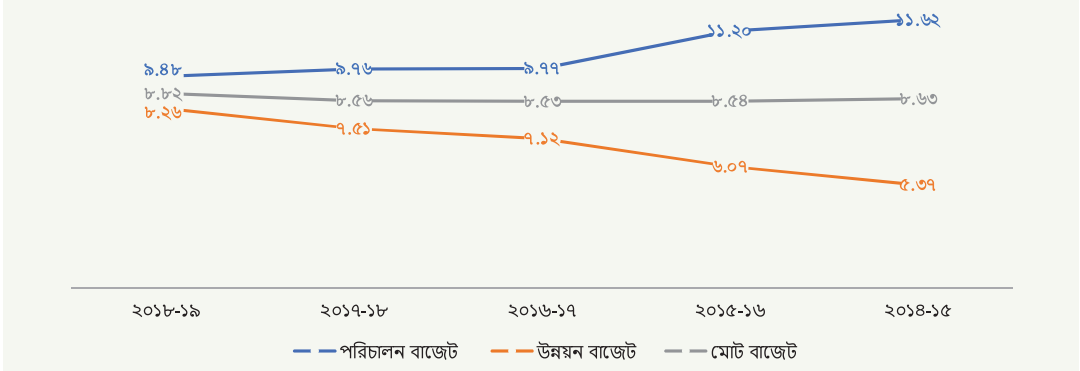

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

[৫] পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

চিত্র-১ এ নির্বাচিত ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের উন্নয়ন এবং পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের প্রবাহ দেখানো হয়েছে। এ সময়ে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট মোট বরাদ্দ সামান্য (০.১৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১১.৬২ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যেখানে উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্র ১ হতে আরো দেখা যায় যে, উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ৫.৩৭ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.২৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

সারণি ১: ২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৯৮২৫৩.০৯	৮৯১৮২.১৮	৮৫৭২৭.৮৮	৬৪৫৩৪.৭২	৬১১০৯.১৫
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৯৩১৫.৯১	৮৭০৪.৯৩	৮৩৭৭.৭৭	৭২২৭.৩৯	৭০৯৯.৭৪
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৯.৪৮	৯.৭৬	৯.৭৭	১১.২০	১১.৬২
উন্নয়ন বাজেট	১১৬৫৯৮.৬০	১০১৩৮০.৯০	৭৬১২৬.২৭	৬৯৩৫৪.৮৩	৫৬১৩৫.২০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৯৬৩২.৮৩	৭৬১৩.০৫	৫৪২৩.৬৪	৪২০৬.৭৯	৩০১৩.৬৫
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৮.২৬	৭.৫১	৭.১২	৬.০৭	৫.৩৭
মোট বাজেট	২১৪৮৫১.৬৯	১৯০৫৬৩.০৯	১৬১৮৫৪.১৫	১৩৩৮৮৯.৫৫	১১৭২৪৪.৩৫
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৮৯৪৮.৭৬	১৬৩১৭.৯৯	১৩৮০১.৪২	১১৪৩৪.১৮	১০১১৩.৩৯
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৮.৮২	৮.৫৬	৮.৫৩	৮.৫৪	৮.৬৩
জিডিপি-র শতকরা হার	০.৭৫	০.৭৩	০.৭০	০.৬৬	০.৬৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-১ হতে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ মোট অঙ্কে (in absolute terms) ছিল ১০,১১৩.৩৯ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮,৯৪৮.৭৬ কোটি টাকায়। উভয় বছরে এ বরাদ্দ জিডিপি'র যথাক্রমে ০.৬৭ এবং ০.৭৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে এ সময়ে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ উন্নয়ন বাজেটে ২১৯.৬৪ শতাংশ এবং পরিচালন বাজেটে ৩১.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকারি প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়েছে।

চিত্র ২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে ২০টি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

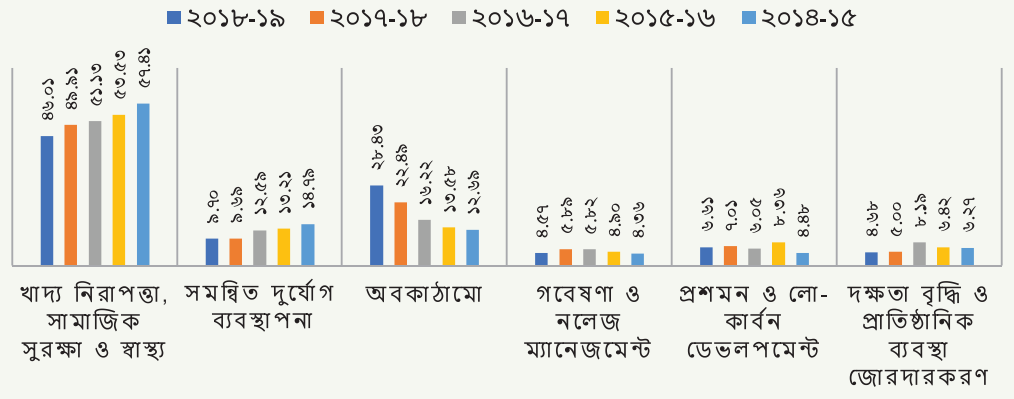

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র-২ এর সাহায্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি-র ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বরাদ্দের ধারণা পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে যে, থিমেটিক এরিয়াসমূহের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য এরিয়ায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার পরই রয়েছে অবকাঠামো এবং সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এরিয়া।

সারণি ২: বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়াসমূহে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ (কোটি টাকা)				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৮৭১৮.৮০	৮১৪৪.৯৫	৭০৫৬.৬৩	৬১২১.২৮	৫৮০৫.৮৮
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪৬.০১	৪৯.৯১	৫১.১৩	৫৩.৫৩	৫৭.৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৪.০৬	৩.৭৯	৩.২৯	২.৮৫	২.৭০
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৮৩৮.১৬	১৫৮১.৭৫	১৭৩৭.২৬	১৫১০.৬৩	১৪৯৫.৩৫
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৯.৭০	৯.৬৯	১২.৫৯	১৩.২১	১৪.৭৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৮৬	০.৭৪	০.৮১	০.৭০	০.৭০
অবকাঠামো	৫৩৮৬.২৩	৩৬৭০.০৬	২২৩৮.৯৬	১৫৫২.৫৬	১২৮৩.৮৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৮.৪৩	২২.৪৯	১৬.২২	১৩.৫৮	১২.৬৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৫১	১.৭১	১.০৪	০.৭২	০.৬০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	৮৬৫.৯১	৯৬১.৯৪	৮০২.৭০	৫৬০.২৫	৪৪০.৯৫
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.৫৭	৫.৮৯	৫.৮২	৪.৯০	৪.৩৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৪০	০.৪৫	০.৩৭	০.২৬	০.২১

প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	১২৫২.১৬	১১৪৩.৫০	৮৩৫.২৫	৯৫৫.৮৫	৪৫৩.০০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৬.৬১	৭.০১	৬.০৫	৮.৩৬	৪.৪৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৫৮	০.৫৩	০.৩৯	০.৪৫	০.২১
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৮৮৭.৫০	৮১৫.৮০	১১৩০.৬২	৭৩৩.৬২	৬৩৪.৩৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.৬৮	৫.০০	৮.১৯	৬.৪২	৬.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৪১	০.৩৮	০.৫৩	০.৩৪	০.৩০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৮৯৪৮.৭৬	১৬৩১৭.৯৯	১৩৮০১.৪২	১১৪৩৪.১৮	১০১১৩.৩৯
	৮.৮২	৮.৫৬	৮.৫৩	৮.৫৪	৮.৬৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়াসমূহে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বরাদ্দ প্রদর্শন করা হয়েছে। বরাদ্দের দিক দিয়ে ৬টি থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে এবং এর পরই রয়েছে অবকাঠামো। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, এবং অবকাঠামো-এর হিস্যা যথাক্রমে ৪৬.০১ শতাংশ এবং ২৮.৪৩ শতাংশ।

চিত্র ৩: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়াসমূহে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট শতকরা বরাদ্দ

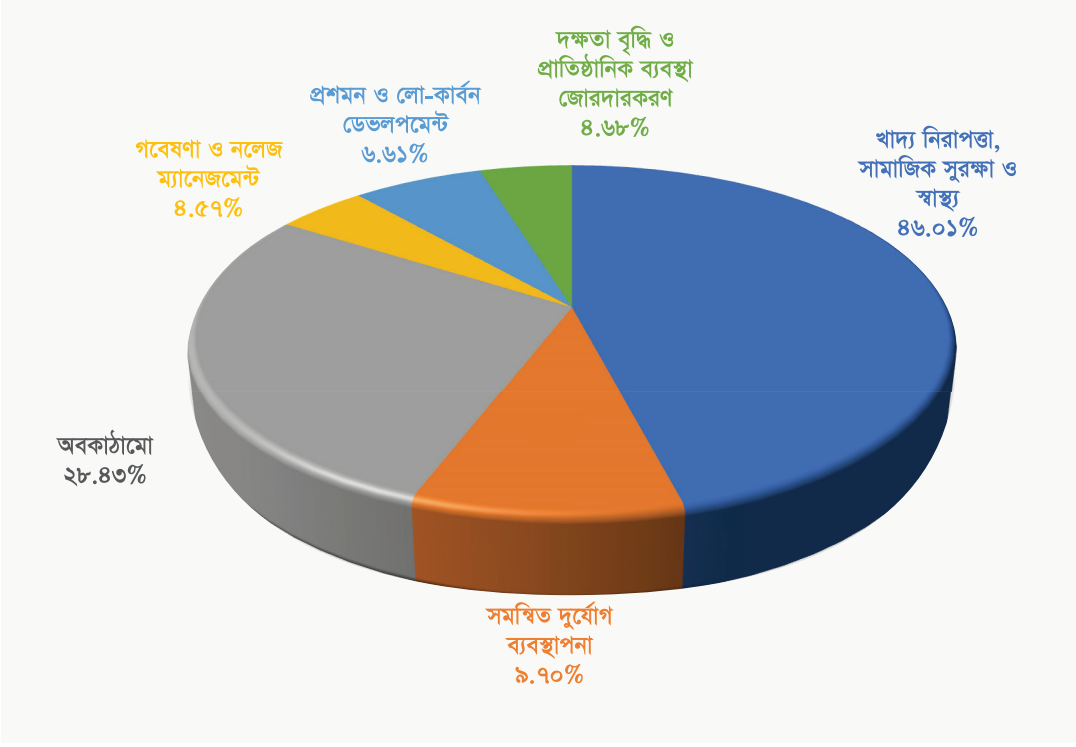

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়াসমূহে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট শতকরা বরাদ্দ চিত্র-৩ এ প্রদর্শন করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, মোট বরাদ্দের মধ্যে ৮.৮২ শতাংশ জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ। ৬টি বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে বন্টন হতে দেখা যায় খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য এর বরাদ্দ সর্বাধিক। চিত্র হতে আরো দেখা যায় যে গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট, এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ এরিয়ায় সবচেয়ে কম বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা যথাক্রমে ৪.৫৭ শতাংশ এবং ৪.৬৮ শতাংশ।

সারাংশ সারণিতে (পরিশিষ্ট-৪) নির্বাচিত ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বিস্তারিত বাজেট বিশ্লেষণ এবং তাদের উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ২০ শতাংশের অধিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২.২ মন্ত্রণালয়ভিত্তিক জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ

২.২.১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়নে এ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ভূমিকার মধ্যেই এর গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ও টেকসই পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত মিশন। এর প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে দুটি কাজ যেমন: পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন, এর গুণগতমান এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রটোকল বাস্তবায়ন সরকারের লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে এর ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে। এই মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য যেমন: জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমন, বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপ্তি পরিমাপের মানদন্ডের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামোতে উল্লিখিত মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার কর্মসূচিসমূহ হাতে নিয়েছে। এগুলো হলো:

- জলবায়ু পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলা
- বন সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রায় সকল প্রকল্পই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এসব প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন, চর ডেভলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪, ইন্টিগ্রেটিং কমিউনিটি বেইজড এডাপটেশন ইনটু এ্যাফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ, এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইভলিহুডস (সিআরইএল), জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক।

সারণি ৩: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৭৮৯.৬৮	৫৩৫.৯৭	৬১৫.৪৯	৫৩১.৭৫	৪৯২.২১
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪৮৬.৮৮	২৭০.৫৯	৩০২.৫৬	২৭০.০৭	৩১৪.৫৩
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৬১.৬৬	৫০.৪৯	৪৯.১৬	৫০.৭৯	৬৩.৯০
উন্নয়ন বাজেট	৪৮১.৩৭	৫৮৪.৫৯	৪১৮.০১	৪৮৮.৫০	৪১৯.৬৬
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৮২.৭০	১৪৯.৩২	১১৭.৫৭	৬৯.২৪	৫১.৩৬
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩৭.৯৫	৫০.৪৯	৪৯.১৬	৫০.৭৯	১২.২৪
মোট বাজেট	১২৭১.০৫	১১২০.৫৬	১০৩৩.৫০	১০২০.২৫	৯১১.৮৭
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৬৬৯.৫৮	৪১৯.৯১	৪২০.১৩	৩৩৯.৩১	৩৬৫.৮৯
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৫২.৬৮	৩৭.৪৭	৪০.৬৫	৩৩.২৬	৪০.১৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-৩ এ দেখা যায় যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের অঙ্ক ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের অঙ্ক হল ৩৬৫.৮৯ কোটি টাকা-যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৬৯.৫৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৫২.৬৮ শতাংশ বরাদ্দ জলবায়ু সংশ্লিষ্ট।

সারণি ৪: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	১০২.৫৫	৩৮.০১	৪৮.১৭	৩৩.১০	৬৬.১০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৫.৩২	৮.০৯	১১.৪৭	৯.৭৫	১৮.০৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৮.০৭	৩.৩৯	৪.৬৬	৩.২৪	৭.২৫
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২০১.০০	৬৭.০০	৬৭.০০	৬৭.০০	১৩৪.০০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩০.০২	১৫.৯৬	১৫.৯৫	১৯.৭৫	৩৬.৬২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১৫.৮১	৫.৯৮	৬.৪৮	৬.৫৭	১৪.৭০
অবকাঠামো	১০৩.৬৩	৫১.৫৬	৪৬.৬২	৩০.৫৮	২৭.০৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৫.৪৮	১২.২৮	১১.১০	৯.০১	৭.৪০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৮.১৫	৪.৮১	৪.৫১	৩.০০	২.৯৭
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	৩০.৩৭	২০.৪৩	৩০.২৪	৫.৪৯	৩.৮১
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.৫৪	৪.৮৭	৭.২০	১.৬২	১.০৪

মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৩৯	১.৮২	২.৯৩	০.৫৪	০.৪২
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	২০৪.২২	২০৯.৬৮	১৪৫.১৭	১১৫.৮৫	৯৭.৯৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩০.৫০	৪৯.৯৩	৩৪.৫৫	৩৪.১৪	২৬.৭৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১৬.০৭	১৮.৭১	১৪.০৫	১১.৩৬	১০.৭৪
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	২৭.৮১	৩৩.২৪	৮২.৯৩	৮৭.৩০	৩৬.৯৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.১৫	২.৬৫	১৯.৭৪	২৫.৭৩	১০.১১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.১৯	২.৯৭	৮.০২	৮.৫৬	৪.০৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৬৬৯.৫৮	৪১৯.৯১	৪২০.১৩	৩৩৯.৩১	৩৬৫.৮৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৪-এ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বাজেট বরাদ্দের বিসিসিএসএপি এর থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বিভাজন দেখানো হয়েছে। টাকার অঙ্ক এবং শতকরা হিসাবে থিমেটিক এরিয়াগুলোর মধ্যে প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট-এ সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে অবকাঠামোতে।

চিত্র ৪: বিসিসিএসএপির থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

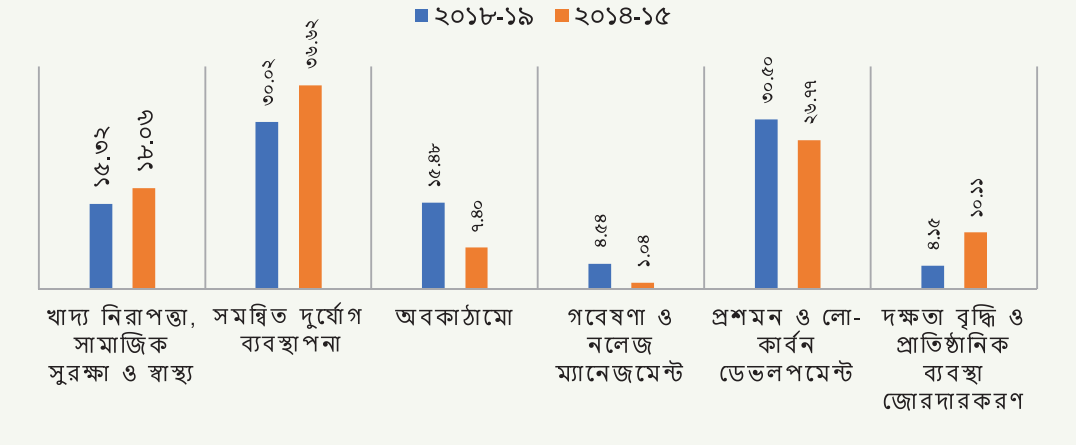

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র ৪-এ ২০১৪-১৫ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বরাদ্দের তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট থিমেটিক এরিয়ায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ হল ৩০.৫০ শতাংশ-যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ২৬.৭৭ শতাংশ। গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট-এ বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১.০৪ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪.৫৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২.২.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার জন্য পানির চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এই মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত মিশন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো (এমবিএফ) তে উল্লিখিত এই মন্ত্রণালয়ের আটটি প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে তিনটি কাজ সরাসরি জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো হচ্ছে :

- সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গন রোধে নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং লবণাক্ততা ও মরুকরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ সংক্রান্ত সকল কাজ
- নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা ও হাইড্রোলজিক্যাল জরিপ ও উপাত্ত সংগ্রহ

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যেসব প্রকল্প 'জোরালোভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত' সেগুলো হল: চর উন্নয়ন ও জীবিকায়ন প্রকল্প-৪, নোয়াখালী অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষির পানি ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশে (পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায়) বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন।

সারণি ৫: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	১,৪৮৬.৮০	১,২৫১.৭৩	৯৫৪.০০	৮২৪.০০	৭৮৮.০০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫৯০.৮৬	৪৯৮.০৩	৩৭৭.৬৫	৩২৭.৩৫	৩১৪.০৫
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩৯.৭৪	৩৯.৭৯	৩৯.৫৯	৩৯.৭৩	৩৯.৭৪
উন্নয়ন বাজেট	৫,৬০৬.০০	৪,৬৭৪.৭১	৩,৭৫৯.১৭	৩,০৬২.০০	২,৮৩১.০০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২,৩৩৮.৯১	১,৮৭২.৯৮	১,১২৩.৮৩	৬৫৪.৪২	৫৭৪.৬৫
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৪১.৭২	৪০.০৭	২৯.৯০	২১.৩৭	২০.৩০
মোট বাজেট	৭,০৯২.৮০	৫,৯২৬.৪৪	৪,৭১৩.১৭	৩,৮৮৬.০০	৩,৬১৯.০০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২,৯২৯.৭৭	২,৩৭১.০০	১,৫০১.৪৮	৯৮১.৭৭	৮৮৮.৭০
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৪১.৩১	৪০.০১	৩১.৮৬	২৫.২৬	২৪.৫৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৫-এ দেখা যায় যে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ছিল ৮৮৮.৭০

কোটি টাকা (২৪.৫৬ শতাংশ) যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৯২৯.৭৭ কোটি টাকা (৪১.৩১ শতাংশ)। এ সময়ে উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪ গুণ হয়েছে।

সারণি ৬: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	২১২.২৪	২৩৫.৭৪	১৬৭.১৬	১০৭.১৭	৬০.৪৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৭.২৪	৮.০৫	১৪.৯৯	১০.৯২	৬.৮০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৯৯	৩.৯৮	৩.৫৫	২.৭৬	১.৬৭
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২২৮.৩৭	১৭৭.৫৭	১১৬.৭৫	১১০.২৭	১০৪.১৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৭.৭৯	৭.৪৯	৭.৭৮	১১.২৩	১১.৭২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩.২২	৩.০০	২.৪৮	২.৮৪	২.৮৮
অবকাঠামো	২,৩৪০.৩৫	১,৮২৩.২৩	১,০৮৫.৩০	৬৬৫.৫১	৬২১.৫১
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৭৯.৮৮	৭৬.৯০	৭২.২৮	৬৭.৭৯	৬৯.৯৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩৩.০০	২৫.৭১	২৩.০৩	১৭.১৩	১৭.১৭
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	২৮.৫৯	২৬.০৫	৩০.৭৩	৯.৪৮	১২.৪৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৯৮	১.১০	২.০৫	০.৯৭	১.৪১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৪০	০.৪৪	০.৬৫	০.২৪	০.৩৫
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১২০.২২	১০৮.৪২	১০১.৫৪	৮৯.৩৫	৯০.১১
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.১০	৪.৫৭	৬.৭৬	৯.১০	১০.১৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৭০	১.৮৩	২.১৫	২.৩০	২.৪৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**২,৯২৯.৭৭**	**২,৩৭১.০০**	**১,৫০১.৪৮**	**৯৮১.৭৭**	**৮৮৮.৭০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৬-এ বিসিসিএসএপি এর থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বরাদ্দের বিভাজন দেখানো হয়েছে। থিমেটিক এরিয়া অবকাঠামোতে মোট টাকার অঙ্ক ও শতাংশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের বিবেচ্য সময়ে এ থিমেটিক এরিয়াতে ক্রমবর্ধমান বরাদ্দ পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৫: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

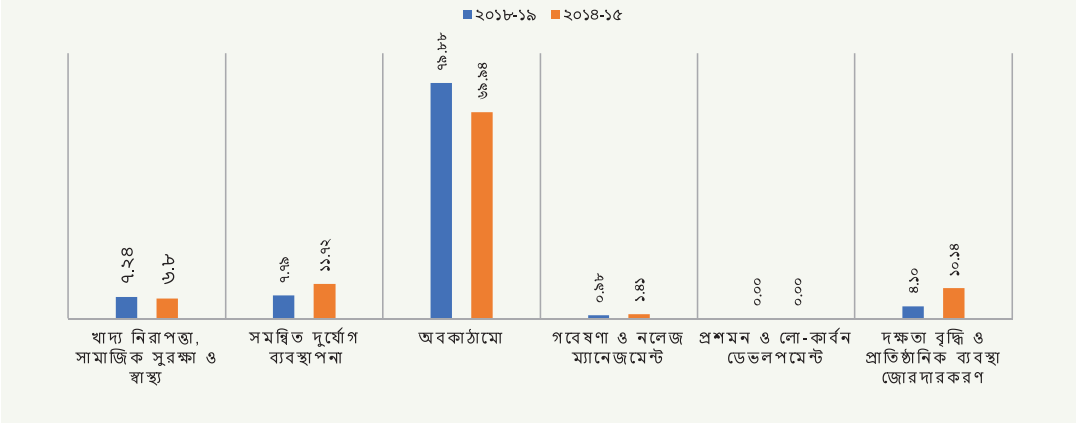

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র ৫-এ ২০১৮-১৯ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক তুলনা দেখানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ ও ২০১৪-১৫ উভয় অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ৬৫ শতাংশের বেশি থিমেটিক এরিয়া অবকাঠামোতে প্রদান করা হয়েছে। অন্য সকল থিমেটিক এরিয়াতে এ সময়ে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে দেখা যায়।

২.২.৩ কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, শস্য খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ফসলের বহুমুখিকরণ এবং অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ফসল বেশি উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোয় (MBF) উল্লিখিত ৮টি প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে ৫টিই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো হলো :

- কৃষি গবেষণা এবং শিক্ষা কর্মসূচি
- কৃষি সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ
- গুণগত মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, মান প্রমিতকরণ, প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ
- কৃষি সহায়তা এবং পুনর্বাসন
- ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচি

মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোতে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় অনেক বিনিয়োগ প্রকল্প / কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোতে উল্লিখিত প্রকল্প ও কর্মসূচির মধ্যে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার উল্লেখ রয়েছে।

সারণি ৭: কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	১১,৯৫৫.৫১	১১,৭১০.৮৬	১১,৭৫৭.৫৬	১০,৭২৫.০৪	১০,৬৫২.০০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪,৫৮৯.৮৯	৪,৫৩৮.০০	৪,৫৪১.৯৬	৪,১৯৪.৮০	৪,১৬৯.৭৯
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩৮.৩৯	৩৮.৭৫	৩৮.৬৩	৩৯.১১	৩৯.১৫
উন্নয়ন বাজেট	১,৯৫৯.১৬	১,৮৯৩.৩০	১,৯২১.২৯	১,৯৭৮.৫১	১,৭৪৪.১০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৮৬৪.৯১	৭৮৩.৮৬	৫১৯.০৮	৩১৮.৬১	১৫৪.০৬
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৪৪.১৫	৪১.৪০	২৭.০২	১৬.১০	৮.৮৩
মোট বাজেট	১৩,৯১৪.৬৭	১৩,৬০৪.১৬	১৩,৬৭৮.৮৫	১২,৭০৩.৫৫	১২,৩৯৬.১০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫,৪৫৪.৮১	৫,৩২১.৮৬	৫,০৬১.০৪	৪,৫১৩.৪১	৪,৩২৩.৮৫
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩৯.২০	৩৯.১২	৩৭.০০	৩৫.৫৩	৩৪.৮৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৭-এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু বাজেট বরাদ্দের ধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪-১৫ হতে মোট টাকার অঙ্কে (absolute term) জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪,৩২৩.৮৫ কোটি টাকা; ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই বরাদ্দ দাঁড়ায় ৫,৪৫৪.৮১ কোটি টাকায়। মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার পুরো সময়ব্যাপী ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে উন্নয়ন বাজেটের শতকরা হারে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ৪৬১.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫,০৭০.৬২	৪,৯০৩.৬৬	৪,৬৯৩.৬৭	৪,২৮৯.২২	৪,১৪১.৯৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৯২.৯৬	৮৯.৯০	৯২.৭৪	৯৫.০৩	৯৫.৭৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩৬.৪৪	৩৬.০৫	৩৪.৩১	৩৩.৭৬	৩৩.৪১
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৫৪.৫৩	৮৯.৪৩	৭০.৭৮	৪৪.০২	৪২.৯৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২.৮৩	১.৬৮	১.৪০	০.৯৮	৫.৮৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.১১	০.৬৬	০.৫২	০.৩৫	২.৫৬
অবকাঠামো	১০.০৩	৫২.৪৫	৫৩.৮৮	৩১.১৮	৩.৪৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.১৮	০.৯৯	১.০৬	০.৬৯	০.০৮

মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৭	০.৩৮	০.৩৯	০.২৫	০.০৩
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	১১৪.২৯	১৪১.৯৩	১০৩.৬২	৭১.৩৩	৬২.২৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২.১০	২.৬৭	২.০৫	১.৫৮	১.৪৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৮২	১.০৪	০.৭৬	০.৫৬	০.৫০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	৭.১২	০.৯৪	০.৮৬	০.৫৫	০.৫১
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.১৩	০.০২	০.০২	০.০১	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৫	০.০১	০.০১	০.০০	০.০০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৯৮.২২	১৩৩.৪৬	১৩৮.২২	৭৭.১১	৭২.৬৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.৮০	২.৫১	২.৭৩	১.৭১	১.৬৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৭১	০.৯৮	১.০১	০.৬১	০.৫৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৫,৪৫৪.৮১**	**৫,৩২১.৮৬**	**৫,০৬১.০৪**	**৪,৫১৩.৪১**	**৪,৩২৩.৮৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৮-এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়ার বিপরীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। টাকার অঙ্ক এবং শতকরা হিসাবে 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এরপরই রয়েছে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপন' এবং 'গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট'- এর জন্য বরাদ্দ। এই সময়ে 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য'- এর জন্য মোট বাজেটের প্রায় ৯০ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ৬: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

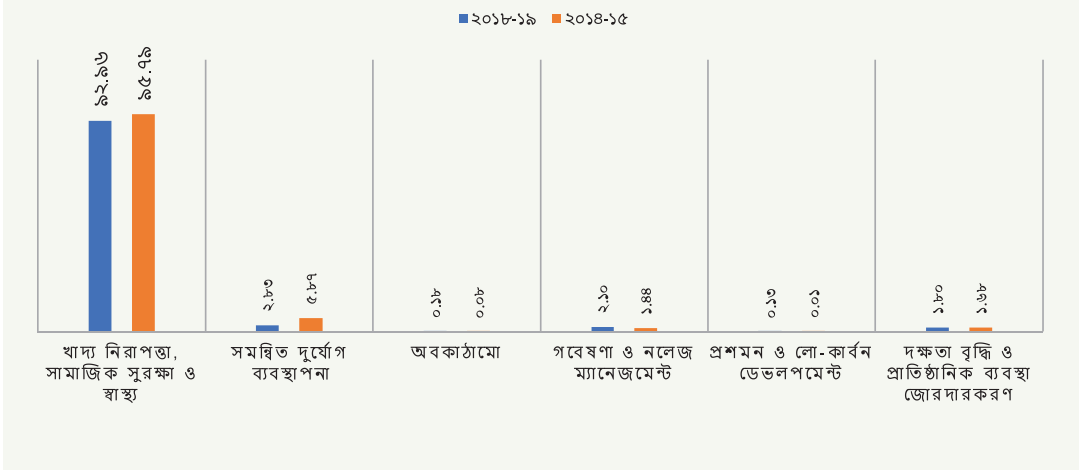

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র ৬-এ ২০১৪-১৫ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য' থিমেটিক এরিয়ায় উভয় অর্থবছরেই সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল ৯৫.৭৯ শতাংশ- যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ৯২.৯৬ শতাংশে।

২.২.৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মিটানো। এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোয় উল্লিখিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- মাছের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে মৎস্য খাতে পরিবর্তিত জীবিকা গ্রহণে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি
- প্রাণিসম্পদ, দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে পরিবর্তিত জীবিকা গ্রহণে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জীবিকার নিরাপত্তা বিধান
- প্রাণিসম্পদের জিনগত সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোতে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য যেসব জলবায়ু পরিবর্তনসংশ্লিষ্ট প্রকল্প রয়েছে তার মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হচ্ছে- ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেমস এন্ড লাইলিহুডস (সিআরইএল) প্রকল্প, এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ (ইকোফিস) প্রকল্প, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেইজ-২ প্রকল্প, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, হ্যাচারিসহ স্থানীয় হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন (৩য় পর্যায়), হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

সারণি ৯: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৯৮৫.০০	৯১৪.৩৪	৯৯১.৮৫	৬৮৮.৯৮	৬৪০.৫৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২৬০.৫২	২৩৬.৮৫	২৬৩.২৯	১৭৯.৬৭	১৬৯.৫৯
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২৬.৪৫	২৫.৯০	২৬.৫৫	২৬.০৮	২৬.৪৮
উন্নয়ন বাজেট	৮৮৩.৬৭	১,০১৪.৭৫	৮১০.২৯	৮০০.৪৩	৭০৩.৮৯
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৮৫.৩০	২৩২.৯৯	১৭৩.৪৭	১৩৬.৪৬	৯০.০৩
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২০.৯৭	২২.৯৬	২১.৪১	১৭.০৫	১২.৭৯
মোট বাজেট	১,৮৬৮.৬৭	১,৯২৯.০৯	১,৮০২.১৪	১,৪৮৯.৪১	১,৩৪৪.৪৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪৪৫.৮২	৪৬৯.৮৪	৪৩৬.৭৬	৩১৬.১৩	২৫৯.৬২
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২৩.৮৬	২৪.৩৬	২৪.২৪	২১.২৩	১৯.৩১

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৯-এ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু বাজেট বরাদ্দের ধারা বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ হতে মোট টাকার অঙ্কে (absolute term) এবং শতকরা হারে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৫৯.৬২ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪৫.৮২ কোটি টাকায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ জলবায়ু সম্পৃক্ত কাজে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৪০৭.৩৮	৪১৪.৩৬	৩৪২.৯৫	২৩৬.৮৯	১৯৯.১৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৯১.৩৮	৯২.৯৪	৭৮.৫২	৭৪.৯৩	৭৬.৭০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২১.৮০	২১.৪৮	১৯.০৩	১৫.৯০	১৪.৮১
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫১.৮৩	২৫.০৯	৪.২৯	৬.৪৫	৮.৭৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৮৫	১.৪০	০.২২	০.৩৫	০.৪৭
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	১২.১১	১০.০০	১৩.০৩	১৮.২৯	৫.৩৫
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	২৬.৩৪	৪৫.৪৯	৮০.৭৯	৬০.৯৬	৫৫.১৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫.৯১	৯.৬৮	১৮.৫০	১৯.২৮	২১.২৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৪১	২.৩৬	৪.৪৮	৪.০৯	৪.১০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৪৪৫.৮২**	**৪৬৯.৮৪**	**৪৩৬.৭৬**	**৩১৬.১৩**	**২৫৯.৬২**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১০-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়ার বিপরীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। মোট টাকার অঙ্ক এবং শতকরা হিসাবে 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য' বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 'সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ' দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত হলেও এই সময়ে এ খাতের বরাদ্দ প্রবাহ নিম্নগামী ছিল।

চিত্র ৭: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

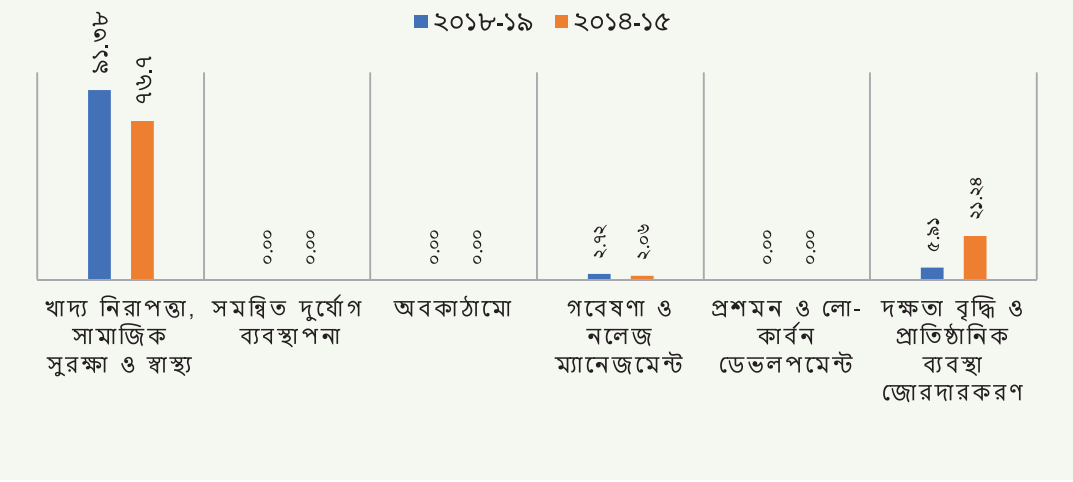

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র ৭-এ অর্থবছর ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য'- এই থিমেটিক এরিয়াতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৯১.৩৮ শতাংশ এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দের দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে 'সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ' খাত।

২.২.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগকালীন সময়ে সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের, বিশেষ করে, দরিদ্র এবং বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে দক্ষ ও সক্ষম জরুরি দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর কৌশল প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ, এবং সমন্বয়, তদারকি এবং মূল্যায়ন। মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (এমবিএফ)-র কৌশলগত উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে এসব কার্যাবলীর প্রতিফলন আছে। যে দুটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের মানদন্ড সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তা নিম্নরুপ:

- ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং আগাম সতর্কীকরণের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ

এই সময়ে বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন জলবায়ু সম্পৃক্ত কয়েকটি প্রকল্প হলো- উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং সারাদেশ জুড়ে বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-২ ও ৩), বন্যা উপদ্রুত এবং নদীবহুল এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (ফেজ-৩) প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, লবণাক্ত পানি শোধন প্লান্ট ক্রয় প্রকল্প প্রভৃতি।

সারণি ১১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৬,১৬২.৭৬	৫,৮৬৬.৮৩	৫,৪০৭.৬৫	৫,১০৯.৮৫	৪,৮৬১.৪৯
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১,২৫২.১০	১,১৮৭.০৮	১,১১০.১৩	১,০৩৫.৬৫	১,০১১.৫০
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২০.৩২	২০.২৩	২০.৫৩	২০.২৭	২০.৮১
উন্নয়ন বাজেট	৩,৪৯৫.৭৫	২,৯৮৬.৩০	২,৫৯৭.৭৩	২,৩৩০.৬৫	২,৪২৫.৩৯
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৯১৫.৪২	৩৭১.৫৩	৫৩৭.৮৭	৪৭৪.১৮	৪৭০.৬০
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২৬.১৯	১২.৪৪	২০.৭১	২০.৩৫	১৯.৪০
মোট বাজেট	৯,৬৫৮.৫১	৮,৮৫৩.১৩	৮,০০৫.৩৮	৭,৪৪০.৫০	৭,২৮৬.৮৮
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২,১৬৭.৫২	১,৫৫৮.৬১	১,৬৪৭.৯৯	১,৫০৯.৮৪	১,৪৮২.১০
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২২.৪৪	১৭.৬১	২০.৫৯	২০.২৯	২০.৩৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১১-তে উপস্থাপিত ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে বাজেটের ধারা অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত শতকরা হারে বরাদ্দ প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ১,৪৮২.১০ কোটি টাকা যা কিছুটা বেড়ে ২০১৮-১৯ সালে দাঁড়ায় ২,১৬৮.৫২ কোটি টাকায়। ২০১৪-১৫ সাল থেকে এ সময় পর্যন্ত বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ জলবায়ু সম্পৃক্ত কর্মকান্ডে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৮৩৪.৭৩	৬৩৭.২০	৬৩৬.০৭	৫৭৪.২৫	৬০৫.২৫
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩৮.৫১	২৯.৪০	৩৮.৬০	৩৮.০৩	৪০.৮৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৮.৬৪	৭.২০	৭.৯৫	৭.৭২	৮.৩১
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৯৬২.৪৫	৬১৩.২৪	৮৫৬.৬১	৮১৪.৬৩	৭৭২.২৮
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪৪.৪০	৩৯.৩৫	৫১.৯৮	৫৩.৯৫	৫২.১১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৯.৯৬	৬.৯৩	১০.৭০	১০.৯৫	১০.৬০
অবকাঠামো	২২৩.৮৯	১৮১.২১	৫.৬৩	৩.৬২	৩.৩২
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১০.৩৩	১১.৬৩	০.৩৪	০.২৪	০.২২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৩২	১.৮৮	০.০৭	০.০৫	০.০৫
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	৮৮.৬২	৮৬.৪৬	৭৮.২১	৭৬.৩২	৭৩.০৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.০৯	৫.৫৫	৪.৭৫	৫.০৫	৪.৯৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৯২	০.৯৮	০.৯৮	১.০৩	১.০০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৫৭.৮৩	৪০.৫১	৭১.৪৮	৪১.০১	২৮.১৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২.৬৭	২.৬০	৪.৩৪	২.৭২	১.৯০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৬০	০.৪৬	০.৮৯	০.৫৫	০.৩৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**২,১৬৭.৫২**	**১,৫৫৮.৬১**	**১,৬৪৭.৯৯**	**১,৫০৯.৮৪**	**১,৪৮২.১০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১২-তে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়ার বিপরীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। টাকার অঙ্ক এবং শতকরা হিসাবে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত এই এরিয়াতে বরাদ্দ প্রায় ৫০ শতাংশ ছিল। পরবর্তীতে এ খাতের বরাদ্দ শতকরা হারে হ্রাস পেলেও টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

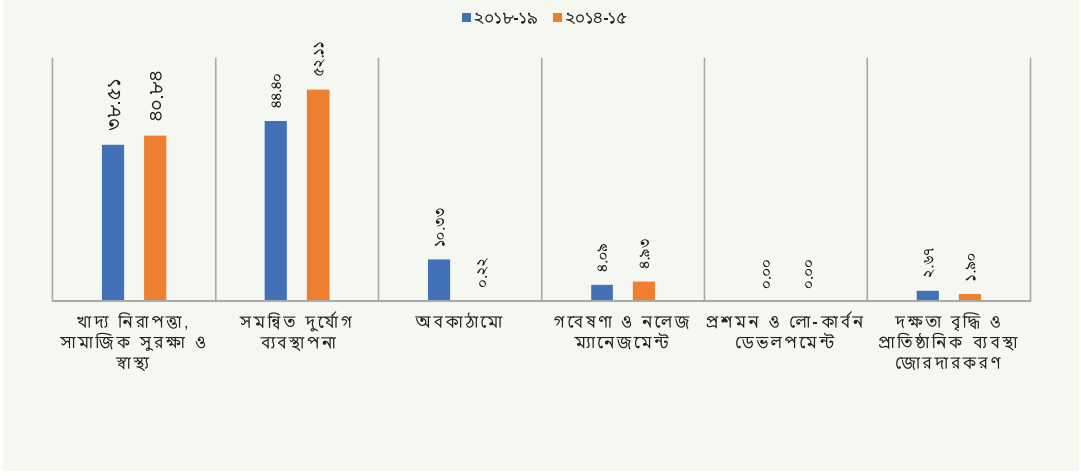

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

উপরের চিত্রে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য'এবং 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা'- এই দু'টি থিমেটিক এরিয়ার সম্মিলিত হিস্যা ২০১৪-১৫ এবং ২০১৮-১৯ উভয় অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা ৮০ ভাগের অধিক।

২.২.৬ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সু-সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি, সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম এবং নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মিশন বিবৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে জলবায়ু সহিষ্ণুতাকে মূল ধারায় নিয়ে আসা এ বিভাগের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান কাজ। এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় যেসব কার্যক্রম চিহ্নিত আছে তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার মত বেশ কিছু কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব কার্যক্রম হলো নিম্নরূপ:

- গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সহিষ্ণুতা তৈরি করা
- দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
- গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য নীতি-কাঠামো শক্তিশালী করা

এই বিভাগের অধীন সমবায় বিভাগ, বিআরডিবি, বিএআরডি, এবং আরডিএ-এর আওতায় বাস্তবায়িত কতিপয় প্রকল্প হলো- চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (২য় ফেজ), একটি বাড়ি একটি খামার, বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, এসিস্টেন্ট টু স্মল ফারমার্স ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (২য় ফেজ), Community retting and fish culture এর মাধ্যমে পরিত্যক্ত পুকুর পুনঃখন এবং মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য বিমোচন, এবং শস্য সংগ্রহপরবর্তী ব্যবসায় সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি।

সারণি ১৩: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের ববিরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৫১৩.৯০	৪৭০.৫৩	৪৫৮.৪৫	৩২৭.৬৭	৩৩০.০১
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫১.৩৯	৪৭.৮১	৪৬.৩৭	৩৩.২১	৩৩.০২
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১০.০০	১০.১৬	১০.১২	১০.১৪	১০.০১
উন্নয়ন বাজেট	১,৬৯৫.১১	১,৪১৪.৩৭	৯১৯.২৪	১,০২৩.১৭	১,১৮৬.৬৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২৮৮.১০	২৫৫.০৩	১৩১.৩৯	১৪৪.৭৯	১৫২.০৬
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১৭.০০	১৮.০৩	১৪.২৯	১৪.১৫	১২.৮১
মোট বাজেট	২,২০৯.০১	১,৮৮৪.৯০	১,৩৭৭.৬৯	১,৩৫০.৮৪	১,৫১৬.৬৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৩৩৯.৫০	৩০২.৮৫	১৭৭.৭৭	১৭৮.০১	১৮৫.০৯
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১৫.৩৭	১৬.০৭	১২.৯০	১৩.১৮	১২.২০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১৩-তে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে বাজেটের ধারা অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৮৫.০৯ কোটি টাকা যা বেড়ে ২০১৮-১৯ সালে দাঁড়ায় ৩৩৯.৫০ কোটি টাকায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ শতকরা হারে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১৪: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	২৯৫.৭০	২৬০.৭১	১৩৮.৬৫	১৫৩.৬৪	১৬২.৬৮
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৮৭.১০	৭৬.৭৯	৭৭.৯৯	৮৬.৩১	৮৭.৮৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১৩.৩৯	১৩.৮৩	১০.০৬	১১.৩৭	১০.৭৩
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০.৬০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০.৩৪	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০.০৪	০	০
অবকাঠামো	৫.৯৯	৭.৮৭	২.৩০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.৭৭	২.৬০	১.২৯	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২৭	০.৩৬	০.১৭	০	০

গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০.০৩	০.০৩	০.০৩	০.০২	০.০২
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	৬.৩০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.৮৬	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২৯	০	০	০	০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৩১.৪৮	৩৪.২৪	৩৬.২০	২৪.৩৫	২২.৩৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৯.২৭	১১.৩১	২০.৩৬	১৩.৬৮	১২.০৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৪২	১.৮২	২.৬৩	১.৮০	১.৪৮
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৩৩৯.৫০**	**৩০২.৮৫**	**১৭৭.৭৭**	**১৭৮.০১**	**১৮৫.০৯**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১৪-তে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়ার বিপরীতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। মোট টাকার অঙ্ক এবং শতকরা হিসাবে 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য' বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২.২.৭ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সুষ্ঠু পরিকল্পনা, গবেষণা এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে টেকসই ও নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সাশ্রয়ী আবাসন এবং পরিকল্পিত নগরায়ন-কে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মিশন বিবৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলীতে সুনির্দিষ্টভাবে জলবায়ু সম্পৃক্ত কোন কার্যক্রমের উল্লেখ না থাকলেও মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্যের জলবায়ু সম্পৃক্ততা নিম্নরূপঃ

- পরিকল্পিত নগরায়ন
- বিভিন্ন শ্রেণির আয়ের মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে গৃহায়ণের ব্যবস্থাকরণ
- নগরায়ণ, গৃহায়ণ, স্থাপনা নির্মাণ, নির্মাণ সামগ্রী ও কলাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন

এই মন্ত্রণালয়ের অধীন জলবায়ু সম্পৃক্ত প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে- আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট, বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন, টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট টু আপগ্রেড স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি অব বিল্ডিংস ইন ডেন্সলি পপুলেটেড আরবান এরিয়াস এন্ড ইটস স্ট্র্যাটেজিক ইমপ্লিমেন্টেশন টুয়ার্ডস রেজিলিয়েন্ট সিটিস ইন বাংলাদেশ, এবং ফেরোসিমেন্ট টেকনোলজি ইন রুরাল হাউজিং এন্ড ব্রিক অলটানেটিভ ইনোভেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট।

সারণি ১৫: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	১,৪৪৪.৮৬	১,১৬৫.৮৪	১,২৬৬.৭৫	৯৯৫.২৩	৯৫১.৬৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪৪.৭১	৩৬.০৫	৩৬.৭১	২৯.০৮	২৭.৭৩
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩.০৯	৩.০৯	২.৯০	২.৯২	২.৯১
উন্নয়ন বাজেট	৩,৫১৯.৬৯	২,৫৬৯.০০	১,৮৫৩.৫৩	১,৯২৪.৪৩	১,১০৭.৮২
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫৭১.১৬	৯০.১৪	৭৩.৬৩	১৮.৮৯	৭.২৮
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১৬.২৩	৩.৫১	৩.৯৭	০.৯৮	০.৬৬
মোট বাজেট	৪,৯৬৪.৫৫	৩,৭৩৪.৮৪	৩,১২০.২৮	২,৯১৯.৬৬	২,০৫৯.৪৬
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৬১৫.৮৬	১২৬.১৯	১১০.৩৪	৪৭.৯৭	৩৫.০১
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১২.৪১	৩.৩৮	৩.৫৪	১.৬৪	১.৭০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১৫-তে উপস্থাপিত গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোনায় দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় (১.৭০ শতাংশ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ (১২.৪১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে বাজেটের ধারা অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫.০১ কোটি টাকা যা বেড়ে ২০১৮-১৯ সালে দাঁড়ায় ৬১৫.৮৬ কোটি টাকায়। লক্ষ্যণীয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে মোট বাজেটের শতকরা হারে জলবায়ু অর্থায়ন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত দু'বছরে তা প্রায় চারগুণ হয়েছে।

সারণি ১৬: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫.৪১	৫.৪১	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৮৮	০.৮৮	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১১	০.১৪	০	০	০
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
অবকাঠামো	৫৮৮.৩৫	১০৩.১৯	৯২.২৬	৩৩.৪৭	২২.৬৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৯৫.৫৩	৮১.৭৭	৮৩.৬১	৬৯.৭৮	৬৪.৬৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১১.৮৫	২.০৮	২.৯৬	১.১৫	১.১০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	২.৬০	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১

মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৪২	০	০	০.০১	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৫	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	১৬.৬৭	১৩.১৪	১২.৩০	১০.৭২	৯.৪৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২.৭১	১০.৪১	১১.১৫	২২.৩৬	২৬.৯৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৯	০.৩৭	০.৪৬
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	২.৮৪	৪.৪৪	৫.৭৮	৩.৭৭	২.৯৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৪৬	৩.৫২	৫.২৪	৭.৮৫	৮.৪০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৬	০.১২	০.১৯	০.১৩	০.১৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৬১৫.৮৬**	**১২৬.১৯**	**১১০.৩৪**	**৪৭.৯৭**	**৩৫.০১**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১৬-তে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়ার বিপরীতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। মোট টাকার অঙ্ক এবং শতকরা হিসাবে 'অবকাঠামো' খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ে 'প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট' এরিয়াতে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.২.৮ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মিশন হচ্ছে নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ। যদিও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার কার্যক্রমের সাথে জড়িত নয়, তথাপি এই মন্ত্রণালয়ের এমন কয়েকটি কার্যক্রম রয়েছে যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- সারাদেশে ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় দুস্থ মহিলাদেরকে খাদ্য সহায়তা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা'দের ভাতা, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দারিদ্র্য মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, পুষ্টিহীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দরিদ্র মহিলাদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধনের (আইজিএ) নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলাদের জীবিকা সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

সারণি ১৭: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	২,৯৮১.১৩	২,২৭৩.৭৬	১,৯৫১.০০	১,৪৮০.৫৬	১,৩৫৬.৮০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৩৫০.৯০	৩০৬.৯৫	২৫৮.২২	২১৫.৮৬	১৯৫.৩৯
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১১.৭৭	১৩.৫০	১৩.২৪	১৪.৫৮	১৪.৪০
উন্নয়ন বাজেট	৫০৯.০৩	৩০২.০৯	২০০.৩০	১৯৮.৭৭	২২৩.৮৫
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫২.৪৫	৪৯.৭৫	২৭.৬৫	১০.৫৩	৬.৭৪
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১০.৩০	১৬.৪৭	১৩.৮১	৫.৩০	৩.০১
মোট বাজেট	৩,৪৯০.১৬	২,৫৭৫.৮৫	২,১৫১.৩০	১,৬৭৯.৩৩	১,৫৮০.৬৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪০৩.৩৬	৩৫৬.৭০	২৮৫.৮৭	২২৬.৩৯	২০২.১৩
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১১.৫৬	১৩.৮৫	১৩.২৯	১৩.৪৮	১২.৭৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১৭-তে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা প্রদর্শন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ছিল ২০২.১৩ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ সালে ৪০৩.৩৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে বর্ণিত সময়ে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ছিল গড়ে ১৩ শতাংশ।

সারণি ১৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	২৮০.৫৬	২৪৯.০৬	১৮৫.৯৯	১৪৮.৮৮	১৩৩.৮৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৬৯.৫৬	৬১.৭৫	৬৫.০৬	৬৫.৭৬	৬৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৮.০৪	৯.৬৭	৮.৬৫	৮.৮৭	৮.৪৭
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১১৬.৬৭	১০১.৯৪	৯৩.২২	৭৩.০৭	৬২.৮৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৮.৯৩	২৮.৫৮	৩২.৬১	৩২.২৮	৩১.১২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩.৩৪	৩.৯৬	৪.৩৩	৪.৩৫	৩.৯৮
অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০

গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৬.১২	৫.৭০	৬.৬৫	৪.৪৪	৫.৪০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.৫২	১.৬০	২.৩৩	১.৯৬	২.৬৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১৮	০.২২	০.৩১	০.২৬	০.৩৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৪০৩.৩৬**	**৩৫৬.৭০**	**২৮৫.৮৭**	**২২৬.৩৯**	**২০২.১৩**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১৮-এ ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি-র ৬টি থিমেটিক এরিয়া অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ প্রদর্শন করা হয়েছে। বরাদ্দের দিক দিয়ে ৬টি থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য -এর জন্য সর্বোচ্চ ২৮০.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ৬৯.৫৬ শতাংশ। এর পরই রয়েছে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (২৮.৯৩ শতাংশ)।

২.২.৯ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এর বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, আহরণ, আমদানি, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অভিষ্ট লক্ষ্য। এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোয় উল্লেখিত সাতটি কার্যাবলির মধ্যে দুটিই জলবায়ু সম্পর্কিত, যা নিম্নরূপ:

- তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল পেট্রোলিয়াম পদার্থ ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন ও বিধি প্রণয়ন
- পেট্রোলিয়াম জ্বালানি, গ্যাস ও তেজস্ক্রিয় খনিজ ব্যতীত অন্যান্য খনিজ পদার্থ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নমূলক সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন

এ বিভাগের নিম্নোক্ত মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের সাথে জলবায়ু সম্পৃক্ততা রয়েছেঃ

- জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- দেশের সকল অঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- তেল ও গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণ ও অনুসন্ধান

এ বিভাগের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন জলবায়ু সম্পৃক্ত প্রকল্পগুলির হচ্ছে: তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন, চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ, এবং রিহ্যাবিলিটেশন

এ্যান্ড এক্সপানশন অব এক্সিংটিং সুপারভাইজারি কন্ট্রোল এ্যান্ড ডাটা একুইজিশন (স্কাডা) সিস্টেম অব ন্যাশনাল গ্যাস গ্রীড আন্ডার জিটিসিএল (কম্পোনেন্ট বি অব ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট ডেভেলপমেন্ট)।

সারণি ১৯: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	১৬৪.৭১	১১৩.০৪	৬২.২৫	৪৩.৪৪	৩৩.৩১
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪.৪৬	৩.৩৭	৩.৩৫	২.০৭	১.৪৭
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২.৭১	২.৯৮	৫.৩৯	৪.৭৭	৪.৪১
উন্নয়ন বাজেট	১,৮১৯.৯১	২,১১১.২৯	১,৯১১.০০	১,৯৯৩.৯৭	২,২২২.৯২
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২১৫.০৫	১৯২.০৮	৩৪.০৫	৪৬.০৪	২৫.৫৬
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১১.৮২	৯.১০	১.৭৮	২.৩১	১.১৫
মোট বাজেট	১,৯৮৪.৬২	২,২২৪.৩৩	১,৯৭৩.২৫	২,০৩৭.৪১	২,২৫৬.২৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২১৯.৫০	১৯৫.৪৪	৩৭.৪১	৪৮.১২	২৭.০২
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১১.০৬	৮.৭৯	১.৯০	২.৩৬	১.২০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১৯-এ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে মোট বাজেটের বিপরীতে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১.২০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১.০৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের অঙ্ক ২৭.০২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২১৯.৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ বিভাগের মোট উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ বিবেচ্য সময়ের মধ্যে ৭৪১.৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে একই সময়ে পরিচালন বাজেটের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ বেড়েছে ২০৩.৪০ শতাংশ।

সারণি ২০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০

অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	২০৯.৯০	১৯৩.৩৮	৩৪.৫৬	৪৬.৪৮	২৫.৯৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৯৫.৬৩	৯৮.৯৫	৯২.৪০	৯৬.৬০	৯৫.৯৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১০.৫৮	৮.৬৯	১.৭৫	২.২৮	১.১৫
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৯.৬০	২.০৬	২.৮৪	১.৬৩	১.০৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.৩৭	১.০৫	৭.৬০	৩.৪০	৪.০৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৪৮	০.০৯	০.১৪	০.০৮	০.০৫
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**২১৯.৫০**	**১৯৫.৪৪**	**৩৭.৪১**	**৪৮.১২**	**২৭.০২**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২০-এ ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি-র ৬টি থিমেটিক এরিয়া অনুসারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ প্রদর্শন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট টাকার অঙ্ক ও শতাংশ উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট থিমেটিক এরিয়ায় (৯৫.৬৩ শতাংশ)। এর পরেই রয়েছে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ খাত (৪.৩৭ শতাংশ)।

২.২.১০ স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, গ্রাম ও নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে স্থানীয় সরকার বিভাগের মিশন বিবৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আটটি মূল কর্মকান্ডের মধ্যে দুটি যথা সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র পানিসম্পদ কাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন সরাসরি জলবায়ু সম্পৃক্ত। স্থানীয় সরকার বিভাগ অনেক কার্যক্রম নিয়েছে যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন:

- পানি নিষ্কাশন ও সেচের জন্য খাল খনন ও পুন:খনন
- বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য রেগুলটরস, ক্রস ড্যাম এবং ড্যাম নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে নিম্নোক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ রাখা হয়েছে:

- চর উন্নয়ন এবং স্যাটেলাইট প্রকল্প-৪
- জলবায়ু সহিষ্ণু পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প
- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

সারণি ২১: স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৩,৬৮৫.০০	৩,১৪৭.৮৮	২,৭৭৪.০৩	২,২১৮.৩৭	১,৯৩৮.৭৭
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২৯৫.৫২	২৫৭.৯৮	২২৫.৫২	১৭৫.৩৫	১৫৯.৬১
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৮.০২	৮.২০	৮.১৩	৭.৯০	৮.২৩
উন্নয়ন বাজেট	২৫,৪৬৮.১৯	২১,৫২৬.২৩	১৮,৫৫২.২৫	১৬,৬৫৩.৫৩	১৩,৫২৯.২৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১,৭২৯.২১	১,৫২২.৮২	১,১৮৬.৫৫	৯৭৪.০২	৬৪২.২৪
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৬.৭৯	৭.০৭	৬.৪০	৫.৮৫	৪.৭৫
মোট বাজেট	২৯,১৫৩.১৯	২৪,৬৭৪.১১	২১,৩২৬.২৮	১৮,৮৭১.৯০	১৫,৪৬৮.০০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২,০২৪.৭৩	১,৭৮০.৮০	১,৪১২.০৭	১,১৪৯.৩৭	৮০১.৮৪
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৬.৯৫	৭.২২	৬.৬২	৬.০৯	৫.১৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২১-এ স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা প্রদর্শন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ছিল ৮০১.৮৪ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০২৪.৭৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৫.১৮ শতাংশ ছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ৬ শতাংশের কিছু উপরে ছিল।

সারণি ২২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৪৮৭.৮২	৪৬৯.৬৭	৩৩৮.৩৭	২৫৮.৯২	১৭২.৩৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৪.০৯	২৩.২০	২৩.৯৬	২২.৫৩	২১.৫০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৬৭	১.৯০	১.৫৯	১.৩৭	১.১১
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৯৩.৩২	৯৪.৭৭	২৭.৪৬	২৯.০৫	২৬.৬৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.৬১	৭.৫৫	১.৯৪	২.৫৩	৩.৩২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৩২	১.৪৯	০.১৩	০.১৫	০.১৭
অবকাঠামো	১,৪০৮.২৫	১,১০১.৪৩	৮৭৩.২২	৬৯৯.৩৩	৫৩১.১৮
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৬৯.৫৫	৬১.৮৫	৬১.৮৪	৬০.৮৪	৬৬.২৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৪.৮৩	৩.৭৮	৪.০৯	৩.৭১	৩.৪৩
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০	৭৭.০৯	১২০.৪৮	১৪৪.৬৭	৫৯.৫১
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	৪.৩৩	৮.৫৩	১২.৫৯	৭.৪২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০.৩১	০.৫৬	০.৭৭	০.৩৮
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	২০.০৮	২০.৫২	১২.৫০	৫.৮৯	৫.১৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৯৯	১.১৫	০.৮৯	০.৫১	০.৬৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৭	০.০৮	০.০৬	০.০৩	০.০৩
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১৫.২৫	১৭.৩১	৪০.০৪	১১.৫১	৬.৯৫
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৭৫	০.৯৭	২.৮৪	১.০০	০.৮৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৫	০.০৭	০.১৯	০.০৬	০.০৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**২,০২৪.৭৩**	**১,৭৮০.৮০**	**১,৪১২.০৭**	**১,১৪৯.৩৭**	**৮০১.৮৪**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২২-এ ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি-র ৬টি থিমেটিক এরিয়া অনুসারে স্থানীয় সরকার বিভাগের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ প্রদর্শন করা হয়েছে। বরাদ্দের দিক দিয়ে ৬টি থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবকাঠামো এরিয়াতে সর্বোচ্চ ১৪০৮.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ৬৯.৫৫ শতাংশ। এর পরই রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য -এর জন্য বরাদ্দ (২৪.০৯ শতাংশ)।

২.২.১১ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জণকল্যাণমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার হল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মিশন। জনগণের শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি সেবা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অনগ্রসর এলাকা। এ এলাকা ভূমি ধ্বস, আকস্মিক বন্যা প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন।

এ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত অথবা বাস্তবায়নাধীন জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো হল - বান্দরবন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক নির্মান, বান্দরবন জেলায় বিভিন্ন গ্রামীন অবকাঠামো নির্মাণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ, বান্দরবন জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উপজেলা সদরের সাথে দুর্গম এলাকার সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

সরণি ২৩: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৩২০.০৯	৩০০.৯৩	২৯৪.৯৭	২৬৮.৬৩	২৫৯.১৭
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৩২.৫৮	৩০.৭৬	৩০.৮৭	২৭.২৩	২৬.৩১
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১০.১৮	১০.২২	১০.৪৭	১০.১৪	১০.১৫
উন্নয়ন বাজেট	৯৮৯.০৪	৮৪৯.২৬	৫৪৪.৬৬	৫১০.৪০	৪৭৫.৯৬
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫০.২৬	৪১.৪২	৪৮.০৬	২৭.৬২	২২.৫০
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৫.০৮	৪.৮৮	৮.৮২	৫.৪১	৪.৭৩
মোট বাজেট	১,৩০৯.১৩	১,১৫০.১৯	৮৩৯.৬৩	৭৭৯.০৩	৭৩৫.১৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৮২.৮৪	৭২.১৮	৭৮.৯২	৫৪.৮৫	৪৮.৮১
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৬.৩৩	৬.২৮	৯.৪০	৭.০৪	৬.৬৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২৩-এ দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু বিষয়ক বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে এ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা প্রায় ৭ শতাংশ জলবায়ুসম্পৃক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ বিবেচ্য সময়ে ১২৩.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ২৪: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫৩.৮৭	৩৫.৯১	৩১.৯৫	২৯.৪৪	২৫.৫৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৬৫.০৩	৪৩.৩৫	৪০.৪৯	৫৩.৬৭	৫২.৩০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৪.১১	৩.১২	৩.৮১	৩.৭৮	৩.৪৭
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৯.৫৫	১৮.২৩	১৭.০১	১৬.৮২	১৬.১৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৩.৬০	২৫.২৬	২১.৫৬	৩০.৬৭	৩৩.০৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৪৯	১.৫৯	২.০৩	২.১৬	২.১৯
অবকাঠামো	০	১.১৮	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	১.৬৩	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০.০৯	০	০	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০.০৩	০.০৩	০.০৩	০.০২	০.০২
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০৪	০.০৪	০.০৩	০.০৪	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	৬.০৩	১৩.৩১	২৪.৪৮	৬.৪৬	৪.৯২
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৭.২৮	১৮.৪৪	৩১.০২	১১.৭৯	১০.০৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৪৬	১.১৬	২.৯২	০.৮৩	০.৬৭
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৩.৩৬	৩.৫২	৫.৪৫	২.১১	২.২১
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.০৫	৪.৮৮	৬.৯১	৩.৮৪	৪.৫৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২৬	০.৩১	০.৬৫	০.২৭	০.৩০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৮২.৮৪**	**৭২.১৮**	**৭৮.৯২**	**৫৪.৮৫**	**৪৮.৮১**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি-২৪ এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য থিমেটিক এরিয়ায় টাকার অঙ্ক ও শতকরা অংশ হিসেবে প্রতি বছরই সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলাপমেন্ট থিমেটিক এরিয়াগুলোতে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২.২.১২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত মিশন হচ্ছে গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সকলের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। যদিও এই মন্ত্রণালয় সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার কার্যক্রমের সাথে জড়িত নয়, তথাপি এই মন্ত্রণালয়ের এমন কয়েকটি কার্যক্রম রয়েছে যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় স্কুলফিডিং কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসহ সারাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করছে। একইভাবে 'বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প উপকুলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের আশ্রয় নিশ্চিত করছে।

সারণি ২৫: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	১৪,১৫৪.১৯	১৩,২৭১.৪০	১৪,৪৫২.৮২	৮,৯৬২.৭০	৭,৮৯৮.৪৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫৪২.০৭	৫২৭.৪৬	৫৭৫.৪৯	৩৫৫.৮৬	৩১৪.১২
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩.৮৩	৩.৯৭	৩.৯৮	৩.৯৭	৩.৯৮
উন্নয়ন বাজেট	৮,৩১২.০২	৮,৭৫১.৮৮	৭,৭০৯.৭৬	৫,৫৪১.৭০	৫,৭৭৮.০৯
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৬৯২.৭৮	৭২৭.০৮	৫৩৯.৫৯	৪৪১.৫৬	৪১৮.৪৫
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৮.৩৩	৮.৩১	৭.০০	৭.৯৭	৭.২৪
মোট বাজেট	২২,৪৬৬.২১	২২,০২৩.২৮	২২,১৬২.৫৮	১৪,৫০৪.৪০	১৩,৬৭৬.৫৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১,২৩৪.৮৫	১,২৫৪.৫৪	১,১১৫.০৮	৭৯৭.৪২	৭৩২.৫৭
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৫.৫০	৫.৭০	৫.০৩	৫.৫০	৫.৩৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২৫-এ দেখা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ছিল ৭৩২.৫৭ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,২৩৪.৮৫ কোটি টাকায়। এ সময়ে মোট বাজেটে শতকরা হিসাবে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ছিল ৫ শতাংশের ওপর। উন্নয়ন বাজেটে এসময়ে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৫.৫৬ শতাংশ বেড়েছে।

সারণি ২৬: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৫২.৭১	৪০.২৪	৩৩.৮৩	৪৩.৯৭	২৮.২৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪.২৭	৩.২৬	৩.০৩	৫.৫১	৩.৮৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২৩	০.১৮	০.১৫	০.৩০	০.২১
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	৩৬৮.৮৪	৪৫১.৯৫	৩৪১.৫০	৩১৭.২০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	২৯.৪০	৪০.৫৩	৪২.৮৩	৪৩.৩০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	১.৬৭	২.০৪	২.৩৫	২.৩২
অবকাঠামো	৬৪০.০৮	৩১৪.৭৭	৪৭.৮৬	৫১.৪৬	৬৪.৩৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫১.৮৩	২৫.০৯	৪.২৯	৬.৪৫	৮.৭৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৮৫	১.৪০	০.২২	০.৩৫	০.৪৭
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	৩৭০.১৮	৩৬৯.২৭	৩৩৬.১৮	১৯৭.৩২	১৮৫.১৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৯.৯৮	২৯.৪৩	৩০.১৫	২৪.৭৫	২৫.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৬৫	১.৬৮	১.৫২	১.৩৬	১.৩৫
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১৭১.৮৮	১৬১.৪২	২৪৫.২৬	১৬৩.১৬	১৩৭.৬৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৩.৯২	১২.৮৭	২১.৯৯	২০.৪৬	১৮.৭৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৭৭	০.৭৩	১.১১	১.১২	১.০১
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**১,২৩৪.৮৫**	**১,২৫৪.৫৪**	**১,১১৫.০৮**	**৭৯৭.৪২**	**৭৩২.৫৭**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২৬-এ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। 'অবকাঠামো' থিমেটিক এরিয়ায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত থিমেটিক এরিয়া যথাক্রমে গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা তৈরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

২.২.১৩ ভূমি মন্ত্রণালয়

স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিত করাই ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য। এ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোয় উল্লিখিত কার্যাবলিসমূহের মধ্যে দুটি জলবায়ু সম্পর্কিত কার্যাবলি রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- ভূমি ব্যবস্থাপনা আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ
- ভূমিহীন অতি দরিদ্র এবং নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের জলবায়ু সম্পৃক্ততা নিম্নরূপ:

- বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমি চিহ্নিতকরণ এবং ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

এ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন জলবায়ু সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহ হচ্ছে: গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহিবিলিটেশন) (২য় পর্যায়), চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প- ৪ (সিডিএসপি-৪), স্ট্রেনদেনিং এক্সেস টু ল্যান্ড এন্ড প্রপার্টি রাইটস টু অল সিটিজেনস অব বাংলাদেশ, ও স্ট্রেনদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট-বি): ডিজিটাল লেন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

সারণি ২৭: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	১,১০২.৯৩	৯৯৯.৯৩	১,০৭৭.৭৫	৬৮৭.৫৭	৬৫৯.৩৫
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৪.৮০	১৩.৬৬	১৫.৩৪	৯.৪৩	৯.০৫
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১.৩৪	১.৩৭	১.৪২	১.৩৭	১.৩৭
উন্নয়ন বাজেট	১,০১৭.৬২	৮৫৮.৬২	৪১৩.২৮	২০১.৮৮	১৭৪.৯০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৭৯.৬৫	১১৭.০০	২৬.৮২	০.৮৩	০.৭৫
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৭.৮৩	১৩.৬৩	৬.৪৯	০.৪১	০.৪৩
মোট বাজেট	২,১২০.৫৫	১,৮৫৮.৫৫	১,৪৯১.০৩	৮৮৯.৪৬	৮৩৪.২৫
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৯৪.৪৪	১৩০.৬৬	৪২.১৫	১০.২৬	৯.৮০
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৪.৪৫	৭.০৩	২.৮৩	১.১৫	১.১৭

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২৭-এ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের অঙ্ক দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের অঙ্ক ৯.৮০ কোটি টাকা থেকে ববৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯৪.৪৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের বিপরীতে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.০৩ শতাংশে। তবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪.৪৫ শতাংশে।

সারণি ২৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	১৮.০৫	১৬.৪১	১৩.৮০	৭.১৩	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৯.১১	১৭.৩৮	৩২.৭৪	৬৯.৪৭	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৮৫	০.৮৮	০.৯৩	০.৮০	০
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	৭৩.১৮	১১১.১৩	২৩.৩২	০	৬.৮৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৭৭.৪৯	৮৫.০৫	৫৫.৩৩	০	৬৯.৭২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৩.৪৫	৫.৯৮	১.৫৬	০	০.৮২
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৩.২১	৩.১২	৫.০৩	৩.১৩	২.৯৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩.৪০	২.৩৯	১১.৯৩	৩০.৫৩	৩০.২৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১৫	০.১৭	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৯৪.৪৪**	**১৩০.৬৬**	**৪২.১৫**	**১০.২৬**	**৯.৮০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২৮-এ ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি-র ৬টি থিমেটিক এরিয়া অনুসারে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ প্রদর্শন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট টাকার অঙ্ক ও শতাংশ উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট থিমেটিক এরিয়ায়। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের অঙ্ক বিবেচ্য সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.২.১৪ শিল্প মন্ত্রণালয়

দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, আমদানি পণ্য নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের টেকসই সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মিশন বিবৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশমন এবং অভিযোজনের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করে যুগোপযোগী শিল্প নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিকরণ এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন নিশ্চিতকরণ মন্ত্রণালয়ে অন্যতম প্রধান কাজ। মন্ত্রণালয়টির বেশ কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে যাদের মধ্যে কয়েকটি প্রকল্প জলবায়ু অভিঘাত অভিযোজন ও প্রশমনে অবদান রাখছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- 'সার বিতরণে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় ১৩টি নতুন বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প' যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি মোকাবেলায় ভূমিকা রাখছে। পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিল্পবর্জ্য শোধন প্লান্ট স্থাপন গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা করছে।

সারণি ২৯: শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	২৯৩.০০	৩০৪.৭৫	২৪১.৬৫	১৩৯.৭৬	১৭৩.৫৯
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১০.০১	১০.৫৮	৮.৩৯	৫.০৪	৫.৮৫
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩.৪২	৩.৪৭	৩.৪৭	৩.৬১	৩.৩৭
উন্নয়ন বাজেট	১,০৫৮.৫৭	১,৫২০.১৫	১,৪৭১.৬৩	১,২৩২.৫৭	১,৫৬১.৩৫
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪০.৫২	১৮.১১	১১.৬৮	০.৪৮	০.১৮
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩.৮৩	১.১৯	০.৭৯	০.০৪	০.০১
মোট বাজেট	১,৩৫১.৫৭	১,৮২৪.৯০	১,৭১৩.২৮	১,৩৭২.৩৩	১,৭৩৪.৯৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫০.৫৩	২৮.৬৯	২০.০৭	৫.৫২	৬.০৩
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩.৭৪	১.৫৭	১.১৭	০.৪০	০.৩৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ২৯-এ দেখা যায়, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে বাজেটের ধারা অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬.০৩ কোটি টাকা যা বেড়ে ২০১৮-১৯ সালে দাঁড়ায় ৫০.৫৩ কোটি টাকায়। একইভাবে, জলবায়ু সংশ্লিষ্ট মোট বরাদ্দ শতকরা হারে ২০১৪-১৫ সালের ০.৩৫ শতাংশ হতে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ সালে ৩.৭৪ শতাংশে এ দাঁড়িয়েছে।

সারণি ৩০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৯.৩৩	৯.০৪	৭.২৭	৪.৬৮	৩.৫৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১৮.৪৬	১৭.৮৯	৩৬.২২	৮৪.৬৮	৫৯.০৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৬৯	০.৫০	০.৪২	০.৩৪	০.২১
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২২.৬৬	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৪৪.৮৫	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.৬৮	০	০	০	০
অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০.০৮	০.০৭	০.০৭	০.০৪	০.০৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.১৫	০.২৩	৩০.১৫	০.৭১	০.৫৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০১	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	১৭.০৯	১৭.০৫	১১.১৬	০.০৪	০.০৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩৩.৮২	৫৯.৪৩	৫৫.৫৯	০.৬৫	০.৫২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১.২৬	০.৯৩	০.৬৫	০	০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১.৩৭	২.৫৩	১.৫৮	০.৭৭	২.৪০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২.৭২	৮.৮৩	৭.৮৬	১৩.৯৬	৩৯.৮২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১০	০.১৪	০.০৯	০.০৬	০.১৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৫০.৫৩**	**২৮.৬৯**	**২০.০৭**	**৫.৫২**	**৬.০৩**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩০-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়ার শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য' এরিয়ায় বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের শতকরা ০.২১ ভাগ হতে ২০১৮-১৯ সালে শতকরা ০.৬৯ ভাগে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা' খাতে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ৪৪.৮৫ শতাংশ যা সকল থিমেটিক এরিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।

২.২.১৫ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মিশন বিবৃতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এ বিভাগের কতিপয় কার্যক্রমকে জলবায়ু সংবেদনশীল করা হয়েছে যাতে তা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপদাপন্ন মানুষ বিশেষতঃ দরিদ্র নারী এবং শিশু যাদের এই সেবা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদেরকে উপকৃত করতে পারে। বিপদাপন্ন এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য ৫৩টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কার্যক্রম জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সহায়তা করছে। কমিউনিটি ক্লিনিক এবং বিশেষায়িত হাসপাতাল সমাজের চরম দরিদ্র জনগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন। মশা এবং অন্যান্য বাহক পরিবাহিত সংক্রামক রোগ-ব্যাধি যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃদ্ধি পায় সেসব নিয়ন্ত্রণে বিভাগটি কাজ করছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হচ্ছে যা দরিদ্রতম এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সংবেদনশীলতা সৃষ্টিতে সাহায্য করছে।

সারণি ৩১: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৯,১২৫.৬৮	৮,৩৫২.৭৯	৮,৫৫২.০০	৫,৫৩৫.১৪	৫,১৯২.৮৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১২৭.৬০	১১৩.৮৭	১৩১.১৪	৮৩.২৩	৭৮.৫৭
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১.৪০	১.৩৬	১.৫৩	১.৫০	১.৫১
উন্নয়ন বাজেট	৯,০৪০.৬৩	৭,৮৫০.৫৭	৫,৭৪১.২৪	৪,৬২৪.৫১	৩,৭৫২.৮৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪৩৪.০২	৩৭০.০১	৯৬.০০	৩৩.৩৫	২৪.৬৩
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৪.৮০	৪.৭১	১.৬৭	০.৭২	০.৬৬
মোট বাজেট	১৮,১৬৬.৩১	১৬,২০৩.৩৬	১৪,২৯৩.২৪	১০,১৫৯.৬৫	৮,৯৪৫.৬৬
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫৬১.৬২	৪৮৩.৮৮	২২৭.১৫	১১৬.৫৭	১০৩.২০
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩.০৯	২.৯৯	১.৫৯	১.১৫	১.১৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩১-এ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। এই সময়ে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য অঙ্কে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে বাজেটের ধারা অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল ১০৩.২০ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬১.৬২ কোটি টাকায়। ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ শতকরা ২ ভাগের কম হলেও ২০১৭-১৮ সালে লক্ষণীয় বৃদ্ধি দেখা যায়।

সারণি ৩২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৪৭৮.২৩	৪১৩.৭২	১৭২.২৪	৯১.৫০	৭৭.১০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৮৫.১৫	৭৩.৬৭	৭৫.৮৩	৭৮.৪৯	৭৪.৭২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৬৩	২.৫৫	১.২১	০.৯০	০.৮৬
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২.২৮	২.২৪	০.২০	০.১২	০.১২
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.৪১	০.৪৬	০.০৯	০.১০	০.১২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০১	০.০১	০	০	০
অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	৪৮.৯৩	৪২.৬৭	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৮.৭১	৮.৮২	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২৭	০.২৬	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০.৮৬	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০.১৮	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০.০১	০	০	০
সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৩২.১৮	২৪.৩৯	৫৪.৭১	২৪.৯৫	২৫.৯৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫.৭৩	৫.০৪	২৪.০৮	২১.৪০	২৫.১৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১৮	০.১৫	০.৩৮	০.২৫	০.২৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৫৬১.৬২**	**৪৮৩.৮৮**	**২২৭.১৫**	**১১৬.৫৭**	**১০৩.২০**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩২-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়ার বিপরীতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ তুলে ধরা হয়েছে। মোট টাকার অংক এবং শতকরা হিসাবে 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য'খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২.২.১৬ বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ বিভাগের মিশন হল বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। বিদ্যুৎ বিভাগের সাতটি প্রধান কার্যাবলির মধ্যে বেশ কয়েকটি জলবায়ু সংশ্লিষ্ট। যেগুলো হল- নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার এবং বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল কাজ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমন সংক্রান্ত এ বিভাগের বেশ কিছু কর্মকান্ড রয়েছে, যেমন: নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও তদারকি।

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) তার বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ২১.৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। বাণিজ্যিক জ্বালানি উৎসের পরিপূরক হিসেবে পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক এধরণের জ্বালানি থেকে ৩,১০০ মেগওয়াট বিদ্যুৎ উৎপদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে যেখানে গ্রিড লাইন সম্প্রসারণ বেশ ব্যয়বহুল।

সারণি ৩৩: বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৪৩.২৬	৪৯.১৫	২২.৭১	১৮.৪০	১১.২৮
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৪.৪৫	১৩.৪৫	৮.৮৩	৬.৫৭	২.৪১
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৩.৮৩	৩.৯৭	৩.৯৮	৩.৯৭	৩.৯৮
উন্নয়ন বাজেট	২২,৮৯২.৬০	১৮,৮৪৫.২৭	১৩,০৪০.০৯	১৬,৪৮৫.১৭	৯,২৭২.৮৯
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৬৮৭.৩৪	৫৮৩.১৭	৫১৭.৬৪	৭৫৮.৯৬	৩০৬.২৫
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৮.৩৩	৮.৩১	৭.০০	৭.৯৭	৭.২৪
মোট বাজেট	২২,৯৩৫.৮৬	১৮,৮৯৪.৪২	১৩,০৬২.৮০	১৬,৫০৩.৫৭	৯,২৮৪.১৭
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৭০১.৭৯	৫৯৬.৬৩	৫২৬.৪৭	৭৬৫.৫৪	৩০৮.৬৬
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৫.৫০	৫.৭০	৫.০৩	৫.৫০	৫.৩৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩৩-এ দেখা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পৃক্ত বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ছিল ৩০৮.৬৬ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭০১.৭৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে এ বিভাগের মোট বরাদ্দের মধ্যে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের হার ৫ শতাংশের বেশি ছিল।

সারণি ৩৪: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	৬৭৬.১২	৫৭৯.৯৯	৫১২.৬১	৭৫৪.২৭	২৯৯.৪০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৯৬.৩৪	৯৭.২১	৯৭.৩৭	৯৮.৫৩	৯৭.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৯৫	৩.০৭	৩.৯২	৪.৫৭	৩.২২
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	২৫.৬৬	১৬.৬৩	১৩.৮৬	১১.২৭	৯.২৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩.৬৬	২.৭৯	২.৬৩	১.৪৭	৩.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১১	০.০৯	০.১১	০.০৭	০.১০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৭০১.৭৯**	**৫৯৬.৬৩**	**৫২৬.৪৭**	**৭৬৫.৫৪**	**৩০৮.৬৬**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩৪-এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিদ্যুৎ বিভাগের মোট বরাদ্দের থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বিভাজন দেখানো হয়েছে। এ সময়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট থিমেটিক এরিয়ায়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণে।

২.২.১৭ খাদ্য মন্ত্রণালয়

সমন্বিত নীতি-কৌশল এবং সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সবার জন্য নিরাপদে পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মিশন। এ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ঝরবায়ু সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- খাদ্যশস্যের নিরাপদ মজুদ এবং কৃষকদের প্রণোদনামূল্য প্রদান নিশ্চিতকরণ
- দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনসাধারণের (বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের) জন্য খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করণ
- নিরাপদ খাদ্য পুষ্টি ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন
- খাদ্য নীতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

এই মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হল-নিরাপদ খাদ্যের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, ১.০৫ লক্ষ মেট্রিকটন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ এবং আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

সারণি ৩৫: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	১৫,২৬০.৬২	১৩,৯৭৮.৮৬	১১,৬৫৭.৫৭	১০,৫৯৩.৭৯	১০,৫৬৬.৯১
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৩৭৪.৭৫	৩৭১.৮১	২১৭.০৩	১১৬.৭৪	১১৪.০৩
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২.৪৬	২.৬৬	১.৮৬	১.১০	১.০৮
উন্নয়ন বাজেট	৭৬৪.৭৩	৪২৩.২৪	৪৩৯.৯২	৬২৪.৮৯	৫৮৪.১৯
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪৮.৬৫	২ ৭.৫৩	২৬.৯৫	৩৩.১৮	১০.৩২
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৬.৩৬	৬.৫০	৬.১৩	৫.৩১	১.৭৭
মোট বাজেট	১৬,০২৫.৩৫	১৪,৪০২.১০	১২,০৯৭.৪৯	১১,২১৮.৬৮	১১,১৫১.১০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪২৩.৪১	৩৯৯.৩৪	২৪৩.৯৮	১৪৯.৯১	১২৪.৩৫
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২.৬৪	২.৭৭	২.০২	১.৩৪	১.১২

উৎসঃ অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়

সারণি ৩৫-এ দেখা যায় যে ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ছিল ১২৪.৩৫ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৪২৩.৪১ কোটি টাকায়। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট বরাদ্দের অংশ হিসেবে জলবায়ু বরাদ্দের শতকরা হার উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ৩৬: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৩৬৮.৫৮	৩৬৬.২৮	২০২.৭১	১০৭.৭২	৯৬.৩৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৮৭.০৫	৮৬.৫১	৮৩.০৯	৭১.৮৬	৭৭.৪৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২.৩০	২.৫৪	১.৬৮	০.৯৬	০.৮৬
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
অবকাঠামো	৪৮.৬৫	২৭.৫৩	২৬.৯৫	৩৩.১৮	১০.৩২
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১১.৪৯	৬.৮৯	১১.০৫	২২.১৩	৮.৩০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৩০	০.১৭	০.২২	০.৩০	০.০৯
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৬.১৭	৫.৫৪	১৪.৩২	৯.০১	১৭.৬৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.৪৬	১.৩৯	৫.৮৭	৬.০১	১৪.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৪	০.০৪	০.১২	০.০৮	০.১৬
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৪২৩.৪১**	**৩৯৯.৩৪**	**২৪৩.৯৮**	**১৪৯.৯১**	**১২৪.৩৫**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩৬-এ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এসময়ে খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য থিমেটিক এরিয়ায় মোট টাকার অঙ্ক ও শতকরা হিসেবে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে অবকাঠামো থিমেটিক এরিয়ায়।

২.২.১৮ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টি করা হল এ বিভাগের মিশন। এ বিভাগের ৮টি প্রধান কার্যাবলির মধ্যে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট একটি কাজ হল - মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং শিক্ষাখাতের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

এ বিভাগের মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ জলবায়ু সংশ্লিষ্ট। জলবায়ু ঝুঁকিসম্পন্ন এলাকায় নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে বিদ্যালয়ভবনগুলো দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। একইসাথে এ বিদ্যালয়সমূহ দুর্যোগের জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় স্থায়ী তথ্যকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

এ বিভাগের বাস্তবায়িত কিংবা বাস্তবায়নাধীন জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ হল- ইমপ্রুভমেন্ট অব সল্ট অ্যান্ড সাবমারজেন্স টলারেন্ট রাইস থ্রু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাপ্রোচ টু রিং ফুড সিকিউরিটি উইথ এনভায়রনমেন্টাল সেফটি ইন বাংলাদেশ, ডেভলপমেন্ট অব স্ট্রেস টলারেন্ট পিনাট অ্যান্ড কাউপি ব্রিডিং, লাইনস ইউজিং মডার্ন বায়োটেকনোলজি, অ্যান্ড বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রডাকশন অব ব্যসিলাস থুরিংগিনেসিস বায়োপেসটিসাইডস ফর দি কন্ট্রোল অব মেজর ভেজিটেবল পেস্ট ইন বাংলাদেশ।

সারণি ৩৭ : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	১৮,৮৮২.০০	১৬,৯৭০.৫৬	১৬,৩৩৪.১১	১০,১০৩.০৩	৯,৩৫৩.৭৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৭৬.৩০	১৩৫.৯৩	১২২.৪৩	৭৮.৯৪	৭৩.২৬
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	০.৯৩	০.৮০	০.৭৫	০.৭৮	০.৭৮
উন্নয়ন বাজেট	৬,০১৪.১৭	৬,১৭৭.৩৯	৫,৪৯৩.৯৯	৩,৭৯১.২২	৩,৩২০.৮৯
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৪৫.৪৭	১০৯.৭৯	১৫০.২১	৪৮.০৪	৪৬.৩৬
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	২.৪২	১.৭৮	২.৭৩	১.২৭	১.৪০
মোট বাজেট	২৪,৮৯৬.১৭	২৩,১৪৭.৯৫	২১,৮২৮.১০	১৩,৮৯৪.২৫	১২,৬৭৪.৬৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৩২১.৭৭	২৪৫.৭১	২৭২.৬৫	১২৬.৯৮	১১৯.৬২
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১.২৯	১.০৬	১.২৫	০.৯১	০.৯৪

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩৭-এ দেখা যায় যে এ বিভাগের জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দের অঙ্ক ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দের অঙ্ক ছিল ১১৯.৬২ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩২১.৭৭ কোটি টাকায়। এ সময়ে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ১৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৩৮: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	০.০৫	০.৯১	০	০.৪০	০.৫১
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০.০২	০.২৮	০	০.৩২	০.৪৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২৮.৮২	৪৭.৯৮	৩৫.৬৭	১৪.১৪	১৮.৯৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৮.৯৬	১৯.৫৩	১৩.০৮	১১.১৪	১৫.৮৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১২	০.২১	০.১৬	০.১০	০.১৫
অবকাঠামো	১৭.০০	৫.৬৫	৪.৯৪	৪.২৪	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫.২৮	২.৩০	১.৮১	৩.৩৪	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০৭	০.০২	০.০২	০.০৩	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	৯৫.৩৬	৭৫.৫৪	৬৫.৯৪	৩৬.৬৭	৩১.৯৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৯.৬৪	৩০.৭৪	২৪.১৮	২৮.৮৭	২৬.৭৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৩৮	০.৩৩	০.৩০	০.২৬	০.২৫
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১৮০.৫৩	১১৫.৬৪	১৬৬.১০	৭১.৫৩	৬৮.১৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৫৬.১১	৪৭.০৬	৬০.৯২	৫৬.৩৩	৫৬.৯৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৭৩	০.৫০	০.৭৬	০.৫১	০.৫৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৩২১.৭৭**	**২৪৫.৭১**	**২৭২.৬৫**	**১২৬.৯৮**	**১১৯.৬২**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩৮-এ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ থিমেটিক এরিয়ায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ (৫৬.১১ শতাংশ) প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ (২৯.৬৪ শতাংশ) প্রদান করা হয়েছে গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা থিমেটিক এরিয়ায়। এ সময়ে এ দুই থিমেটিক এরিয়ায় শতকরা প্রায় ৫০ ও ২৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২.২.১৯ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন হল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মিশন। এ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ ; আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্যতার বিধান, সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে চরম সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ হল : সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন (এসসিএআর), বয়স্ক ভাতা, বিধবা, দু:স্থ ও নিপীড়িত মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচি ইত্যাদি।

সারণি ৩৯: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৫,৩৩৯.১০	৪,৬২৬.১১	৪,১০৫.৬৭	৩,০৪৪.০৫	২,৬৯৯.০৪
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৪৩.৭৮	৫২.৬৩	৫৩.৮৯	৪১.২৯	৪০.৫৮
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	০.৮২	১.১৪	১.৩১	১.৩৬	১.৫০
উন্নয়ন বাজেট	২৫৩.৯৭	২০৭.৬২	১৬৭.৫৮	২১৩.৪৭	২০৫.৫৬
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	২২.২৯	৩.৮১	০	০	০
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	৮.৭৮	১.৮৩	০	০	০
মোট বাজেট	৫,৫৯৩.০৭	৪,৮৩৩.৭৩	৪,২৭৩.২৫	৩,২৫৭.৫১	২,৯০৪.৬০
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৬৬.০৭	৫৬.৪৩	৫৩.৮৯	৪১.২৯	৪০.৫৮
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১.১৮	১.১৭	১.২৬	১.২৭	১.৪০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৩৯-এ দেখা যায় যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ বিবেচ্য সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের অঙ্ক ছিল ৪০.৫৮ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬.০৭ কোটি টাকায়। সর্বোপরি ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি এ মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দের মধ্যে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ ১ শতাংশের কিছু বেশি।

সারণি ৪০: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	৪০.৯৭	৪৮.৬২	৪৩.৮১	৩৪.৩৭	৩২.৭৮
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৬২.০০	৭৩.৫৯	৮১.৩০	৮৩.২৪	৮০.৭৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৭৩	১.০১	১.০৩	১.০৬	১.১৩
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৮.৫০	০.৫১	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১২.৮৬	০.৯০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১৫	০.০১	০	০	০
অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	০.৭৯	১.২৬	০.৮৩	০.৬০	০.৪৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.২০	২.২৩	১.৫৪	১.৪৬	১.১৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.০১	০.০৩	০.০২	০.০২	০.০২
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১৫.৮২	৬.০৫	৯.২৫	৬.৩২	৭.৩৩
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	২৩.৯৪	১০.৭২	১৭.১৭	১৫.৩০	১৮.০৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২৮	০.১৩	০.২২	০.১৯	০.২৫
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**৬৬.০৭**	**৫৬.৪৩**	**৫৩.৮৯**	**৪১.২৯**	**৪০.৫৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৪০-এ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এসময়ে 'খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য' থিমেটিক এরিয়াকে বিবেচ্য সময়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে 'দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ' থিমেটিক এরিয়াতে।

২.২.২০ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হল সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মিশন। সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণ পরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার বিপদসীমা বিবেচনা করা হচ্ছে। সড়ক নির্মাণ ও পুন:নির্মাণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক সেতু ও কালভার্ট নির্মাণকালে পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধাগ্রস্ত হয়ে যাতে জলাবদ্ধতা তৈরি না হয় সে বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। সমন্বিত দ্রুতগতিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনার মাধ্যমে নিম্নকার্বন নি:সরণ করা এ বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সারণি ৪১: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের ধারা

বাজেটের বিবরণ	বার্ষিক বাজেট *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
পরিচালন বাজেট	৩,৫৬২.৮৮	২,৮৭৬.৯৩	২,৭৪৯.৬০	২,২৩৬.৭৮	২,২৫০.০৩
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৫২.৩৬	৫২.০৮	৪৮.৬০	৩৯.৯৩	৩৮.৮৯
পরিচালন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	১.৪৭	১.৮১	১.৭৭	১.৭৯	১.৭৩
উন্নয়ন বাজেট	২০,৮১৭.৩৬	১৬,৮২০.২৮	৮,১৬১.৩১	৫,৬৭৫.০৫	৪,৬১৪.০৫
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	৮৮.৬৩	৯৪.৬৩	৮১.৬০	১৫.৫৭	৯.৬৪
উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	০.৪৩	০.৫৬	১.০০	০.২৭	০.২১
মোট বাজেট	২৪,৩৮০.২৪	১৯,৬৯৭.২১	১০,৯১০.৯১	৭,৯১১.৮৩	৬,৮৬৪.০৮
জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	১৪০.৯৯	১৪৬.৭১	১৩০.২০	৫৫.৫১	৪৮.৫৩
মোট বাজেটে জলবায়ু সম্পৃক্ততার শতকরা হার	০.৫৮	০.৭৪	১.১৯	০.৭০	০.৭১

উৎসঃ অর্থবি ভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৪১-এ দেখা যায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বরাদ্দ উল্লেখ্যযোগভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ বিভাগের জলবায়ু বরাদ্দ ছিল ৪৮.৫৩ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসে দাঁড়ায় ১৪০.৯৯ কোটি টাকায়। বিবেচ্য সময়ে উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দ প্রায় আটগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিচালন বাজেটে যা ৩৪.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪২: বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়াসমূহে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাজেট বরাদ্দ

বিসিসিএসএপি থিমসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন প্রাসঙ্গিক বরাদ্দ *(কোটি টাকা)*				
	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
অবকাঠামো	০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট	১.০০	০	০	০	০
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	১.০০	০	০	০	০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০	০	০	০	০
প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট	৮৮.৬৩	৯৪.৬৩	৮১.৬০	১৫.৫৭	৯.৬৪
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৬২.৮৬	৬৪.৫০	৬২.৬৭	২৮.০৫	১৯.৮৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.৩৬	০.৪৮	০.৭৫	০.২০	০.১৪
দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ	৫১.৬০	৫২.০৮	৪৮.৬০	৩৯.৯৩	৩৮.৮৯
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দের শতকরা হার	৩৬.৫৯	৩৫.৫০	৩৭.৩৩	৭১.৯৫	৮০.১৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.২১	০.২৬	০.৪৫	০.৫০	০.৫৭
মোট জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ	**১৪০.৯৯**	**১৪৬.৭১**	**১৩০.২০**	**৫৫.৫১**	**৪৮.৫৩**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ৪২-এ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিসিসিএসএপি থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। প্রশমন ও লো কার্বন ডেভেলপমেন্ট থিমেটিক এরিয়ায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের ৬০ শতাংশের অধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৩. জলবায়ুসংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা এবং তহবিল

এ অধ্যায়ে জলবায়ু সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান পরিকল্পনা ও তহবিলসমূহে অর্থায়নের ধারার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হ'ল এসব পরিকল্পনা ও তহবিলে সম্পদ সঞ্চালনের বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতি অংশীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তার জন্য কী সম্পদ প্রয়োজন এবং তা কী পরিমাণ সঞ্চালন করা হচ্ছে তার ওপর আলোকপাত করা।

- কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান ফর এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট্রি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইএফসিসিসিআইপি)
- জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান (এনডিসি)
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিএন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)
- গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রে বিধৃত অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে কতিপয় বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিসিসিএসএপি-র যে থিমেটিক এরিয়া ও কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে জলবায়ু অর্থায়ন নিরূপণ করা হয়েছিল তার সাথে এসব পরিকল্পনাকে সমানভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ (synchronized) করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ হ'ল বিসিসিএসএপি এবং এসব পরিকল্পনা তৈরির কালগত ব্যবধান ও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট।

৩.১ সিআইপি-র জন্য পরিবেশ, বন ও ক্লাইমেট চেঞ্জ এর বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থপ্রবাহ নিরূপণ

জলবায়ু অর্থপ্রবাহ নিরূপণ পদ্ধতিতে মোট ৫১টি মানদন্ড ব্যবহার করা হয়েছিল যার মধ্যে ৪৪টি ছিল বিসিসিএসএপি কর্মসূচির ওপর, ৬টি ছিল সম্পূর্ণভাবে জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে নিবেদিত কর্মসূচির ওপর এবং ১টি ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কর্মসূচির ওপর। তবে এসব মানদন্ডে সিআইপি-র পিলার-২ এ বর্ণিত পরিবেশ দূষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ইস্যুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এসব মানদন্ডকে সিআইপি কর্মসূচির সাথে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য একটি ম্যাপিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় - যার ভিত্তিতে সিআইপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রতি কর্মসূচির জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে যে অর্থপ্রবাহ হবে তা নিরূপণের জন্য একটি পদ্ধতি স্থির করা হয়। প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট-৩ এ ম্যাপিং এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত দু'টি মন্ত্রণালয় - পরিবেশ ও বন এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এর বাজেট পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে এ দুটো মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে সিআইপি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছে তার শতকরা ৯৫ ভাগই জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত মানদন্ডের আওতায় আনা যায়।

সিআইপি-র কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬-২০২১ পর্যন্ত যে অর্থের প্রয়োজন তার প্রাক্কলন দাঁড়ায় মোট ৯৮,১০৮ কোটি টাকা[৬] এবং এর ভিত্তিতে বার্ষিক যে অর্থের প্রয়োজন তা হ'ল মোট ১৯,৬২২ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর

[৬] ১ মার্কিন ডলার = ৮৪ টাকা

থেকে সিআইপি বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার ৪৯.৭১ শতাংশ (৪৮,৭২২ কোটি টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সিআইপি-র অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা দেখানো হ'লঃ

সারণি ৪৩: ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সিআইপি কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ।

সিআইপি স্তম্ভ ও কার্যক্রমসমূহ	প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ২০১৬-২১	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ
স্তম্ভ-১: টেকসই উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদব্যবস্থাপনা				
১.১ বন ও বনজসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং তা থেকে আহরিত আর্থ-সামাজিক সুবিধা	৭৪৩৪.০০	১৫২১.২০	১৩৩৪.৮৩	১০০১.৯৭
১.২ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	৪৫২৩.৪০	১৮৬.১০	১৬০.৭৬	১৪২.৮২
১.৩ জলাভূমি, নদী এবং সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম-এর টেকসই ব্যবস্থাপনা	৫৮২২.০৪	৩৭৮৩.৮৯	৩৫৭৫.৯৯	৩১৭৮.৯৮
১.৪ মৃত্তিকা ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনা	২৮৮৫.৪০	১৪৫৩.৪৫	১৩৯৮.৩৯	১২৪৮.৮৫
উপমোট	২০৬৬৪.৮৪	৬৯৪৪.৬৪	৬৪৬৯.৯৭	৫৫৭২.৬২
স্তম্ভ-২: পরিবেশ দূষণ হ্রাসকরণ ও নিয়ন্ত্রণ				
২.১ শিল্পদূষণ হ্রাসকরণ	৫৪৭৩.৪৪	-	-	-
২.২ পৌরসভা এবং গৃহস্থালীসংক্রান্ত দূষণ হ্রাসকরণ	২৪১০১.২৮	-	-	-
২.৩ কৃষি ও অন্যান্য উৎস থেকে সৃষ্ট দূষণ হ্রাসকরণ	১৬৬৮.২৪	-	-	-
উপমোট	৩১২৪২.৯৬	-	-	-
স্তম্ভ-৩: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন				
৩.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ	১৩৮৯৯.৪৮	৪২৪৩.২৭	৩৪৭৪.৩১	৩০৬০.৩৮
৩.২ টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন	১৮৫০০.১৬	২৬৯৬.৮৪	১৮১৯.৫৭	১২৭৩.৯৫
৩.৩ প্রশমন ও নিম্ন কার্বন নিঃসরণ সহায়ক উন্নয়ন	৬৫৭৯.৭২	১১৫২.০৬	১০১৪.৪৪	৭২৫.০৮
৩.৪ কমিউনিটি পর্যায়ে সহণক্ষমতা বৃদ্ধি	২১১৩.৪৪	২৭০৬.১৩	২৩৫৩.৬২	২০০৮.৫৮
উপমোট	৪১০৯২.৮০	১০৭৯৮.৩০	৮৬৬১.৯৩	৭০৬৭.৯৯
স্তম্ভ-৪: পরিবেশবিষয়ক সুশাসন, জেন্ডার সক্ষমতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি				
৪.১ আইনি, নিয়ন্ত্রণ ও নীতি কাঠামোর উন্নয়ন	৬৯৩.০০	১০৬.৮৮	১১১.৪৬	২৬০.৩২
৪.২ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সেক্টরে অংশীজনদের অংশগ্রহণ ও জেন্ডার সমতার উন্নয়ন	৩৪৯৮.৬০	৩২৯.০৯	৪০৯.২৭	৩৮০.২৩
৪.৩ সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন	৯১৫.৬০	৫৬৯.৮৫	৫৬৯.৩৪	৫২০.২৭
উপমোট	৫১০৭.২০	১০০৫.৮১	১০৯০.০৭	১১৬০.৮২
সর্বমোট	৯৮১০৭.৮	১৮৭৪৮.৭৬	১৬২২১.৯৮	১৩৮০১.৪৩

৩.২ জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান (এনডিসি) এর অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থপ্রবাহ নিরূপণ

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জরুরি প্রয়োজনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। চিহ্নিত অভিযোজন কার্যক্রমসমূহ জলবায়ুর অভিঘাত সহিষ্ণুতা বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত জরুরি। এনডিসি-তে বর্ণিত অভিযোজন কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মেয়াদে মোট ১,৮০,৭৭৭ কোটি টাকা অর্থাৎ বার্ষিক ১২,০৫২ কোটি টাকা প্রয়োজন। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে এযাবৎ এনডিসির অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মোট প্রয়োজনীয় অর্থের শতকরা ৩০ ভাগ (৫২,৯৫০ কোটি টাকা) বাজেটের মাধ্যমে যোগান দেয়া হয়েছে। নিচের সারণিতে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দেখানো হ'ল।

সারণি ৪৪: এনডিসি-র অন্তর্ভুক্ত অভিযোজন কার্যক্রমসমূহে বরাদ্দ

এনডিসি অভিযোজন কার্যক্রমসমূহ	প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ২০১৫-৩০	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ
খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা (পানির নিরাপত্তাসহ)	১৩৭,৭৭৫.০০	৪৭৯৩.৫৯	১২৩১.১৬	৩৯৩৪.৯১	৩৫১৩.২৩
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০,৮৫৫.০০	৪০৩২.০১	৪৩৯৭.৮৯	৩৪৯০.৪০	৩২৩১.১৬
লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং উপকুল সুরক্ষা	৫,০১০.০০	১৫৯৯.৭০	১১৫০.৭১	১০৯৭.৬৮	৭৬৫.৮৬
বন্যা এবং নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ	৫,২৬০.৫০	৯৯৬.৪৮	১০৬.০১	৩৩১.১৯	২৫৬.০৭
জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ	১০,০২০.০০	৯৩৭.৭০	২৬০.৮৮	৪৯৫.০১	৩১১.২১
পল্লী বিদ্যুতায়ন	৫,০১০.০০	২৪৪.৫৬	১৪২.৪১	১৬৯.৪৭	২৪৫.৪৬
জলবায়ু সহিষ্ণু নগরায়ন	২,০৮৭.৫০	১৩৭০.৫৪	১০৫৭.৯১	৫৯১.৩০	৬৮৪.৪৭
প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন (বন সহব্যবস্থাপনা সহকারে)	২,২৫৪.৫০	৯৩১.১০	৬৬০.৩০	৬৫২.২০	৫১৯.৬১
সমাজভিত্তিক জলাভূমি ও উপকুলীয় এলাকা সংরক্ষণ	৮৩৫.০০	১৪৩৩.৩২	৩৬৫.১১	৮৬৫.১৩	৭১৩.০১
নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১,৬৭০.০০	১৫৩৬.৬০	১১৩৬.৫৬	১৬৪৭.৩৯	১০৪৮.৮৪
মোট	**১৮০,৭৭৭.৫০**	**১৭৮৭৫.৬১**	**১০৫০৮.৯৬**	**১৩২৭৪.৬৮**	**১১২৮৮.৯৩**
মোট বরাদ্দের শতাংশ		**৯.৮৯**	**৫.৮১**	**৭.৩৪**	**৬.২৪**

এনডিসি-র অন্তর্ভুক্ত প্রশমন কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০১১ সাল থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মোট ২,২৬,৮০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে, অর্থাৎ এ বাবদ বার্ষিক প্রয়োজন ১১,৩৪০ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ সাল থেকে এযাবৎ সরকার জলবায়ু প্রশমন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিপরীতে ৪,৬৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। লক্ষ্যণীয় যে, ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত উন্নত জ্বালানি দক্ষতার জন্য বরাদ্দ রয়েছে ২,৮০৮.৮৭ কোটি টাকা যা এক্ষেত্রে অন্যান্য খাতের বরাদ্দগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। তুলনামূলকভাবে কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নসহ (৮৪.২২ কোটি টাকা), কৃষিজমি থেকে কম কার্বন নি:সরণ (৪.৫৫ কোটি টাকা) এবং নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় (১৩.১৮ কোটি টাকা)।

সারণি ৪৫: এনডিসি-র অন্তর্ভুক্ত প্রশমন কার্যক্রমসমূহে বরাদ্দ

জলবায়ু প্রশমন কার্যক্রমসমূহ	জলবায়ু প্রশমন সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকা)				
	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৪-১৫
সুনির্দিষ্ট জলবায়ু নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন অথবা জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থায়িত প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	১০.০০	৮.০০	৭.২৮	৪.৮০	১.৫২
জ্বালানি অধিকতর সাশ্রয়ী ব্যবহার	৬৯৩.৮০	৫৯৮.৯২	৪৮১.২৮	৭২৯.২৭	৩০৫.৬০
গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ ব্যবস্থাপনা	২০৮.৩৪	১৯১.৮৯	৩৪.৩৯	৪৬.৩৪	২৫.৮১
কয়লা উত্তোলন এবং কয়লাভত্তিকি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উন্নয়ন	৮৫.৪৩	৮৪.৬৮	১০৩.২৬	৩৫.৮৪	৬.৭১
নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন	১৫.৫১	২১.৭৮	২৯.৫৩	১২.০৯	৫.৩১
কৃষি জমি থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানো	১.৬৫	০.৯৫	০.৮৭	০.৫৬	০.৫২
নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৭.২৪	১.৩৩	৪.৫৮	০.০১	০.০১
বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রম	৯৬.৮০	১২৬.৪২	১০৭.৭৬	৬৮.০১	৫৯.১২
জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের দ্রুত সম্প্রসারণ যেমন (সিএফএল বাল্ব)	১৭.০০	১৬.৩২	১০.২০	০	০
নগর এলাকায় জ্বালানি ও পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার	১১৬.৩৯	৯২.২৯	৫৩.০৪	৫৫.৪৮	৪৪.৩৭
পরিবহন সেক্টরে বিদ্যমান জ্বালানি ব্যবহারের উন্নয়ন এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প প্রশমন পদ্ধতি	০	০.৯২	৩.০৫	৩.৪৪	৪.০২
মোট	**১,২৫২.১৬**	**১,১৪৩.৫০**	**৮৩৫.২৫**	**৯৫৫.৮৫**	**৪৫৩.০০**

উৎসঃ এনিডিসি রোডম্যাপ ও অর্থ বিভাগ

৩.৩ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্লান (বিসিসিএসএপি) ২০০৯ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছর সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করা হয়। এই ফান্ডকে আইনি ভিত্তি প্রদান করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ (বিসিসিটিএ) প্রবর্তন করা হয় এবং এর আওতায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট (বিসিসিটি) গঠন করা হয়। বিসিসিটিএফ-এর আওতায় সকল প্রকল্প বিসিসিএসএপি ২০০৯-এর থিমেটিক এরিয়াকে ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট-এর অধীনে ন্যস্ত ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনায় ক্রমান্বয়ে সক্ষমতা অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত এই ফান্ডে সরকারি ও বেসরকারি খাতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩২০০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এই ফান্ডের আওতায় ৫৬০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। যার মধ্যে ৪৯৭টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের এবং অবশিষ্ট ৬৩টি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সারণি ৪৬: বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড থেকে এযাবৎ অনুমোদিত প্রকল্পে বরাদ্দ

(কোটি টাকা)

ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মোট আনুমানিক বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তবায়িত প্রকল্প	মোট বরাদ্দ (%)
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১১৯.৫৭	৭৭২.২৪	১৩৪	৬৮	৩৮.৮৪
২	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৮৫৮.৩৭	৪৭২.৯৫	২৪০	৭১	২৯.৭৮
৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩৪৭.০০	২৫৩.৮২	৫২	২০	১২.০৪
৪	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩৩.৫৫	১০৭.০৩	১৮	১৪	৪.৬৩
৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১২০.০০	১১১.৩০	৭	৬	৪.১৬
৬	অন্যান্য মন্ত্রণালয়	২৭৯.২২	২৩৩.৭০	৪৬	২৩	৯.৬৯
৭	এনজিও-এর প্রকল্প	২৫.০৬	২৫.০৬	৬৩	৫৭	০.৮৭
	মোট	**২৮৮২.৭৬**	**১৯৭৬.১১**	**৫৬০**	**২৫৯**	**১০০**

উৎসঃ বিসিসিটিএফ

উপরের সারণিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনুমোদিত ১৩৪টি প্রকল্প নিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ ১১১৯.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-যা ২৪০টি অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে ৮৫৮.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে। বিসিসিএসএপি থিম অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দের ধারা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অবকাঠামো খাতে ৬৯ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে যা অন্যান্য সেক্টরের বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ। গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা খাতে হাল নাগাদ তথ্য অনুযায়ী ট্রাস্ট ১১৯.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা মোট প্রকল্প বিনিয়োগের ৪.১৫ শতাংশ। এই প্রকল্পগুলো বিভিন্ন গবেষণা সংগঠন এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেছে।

ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ যাবত ১৬.৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি উপকূলীয় সামুদ্রিক ডাইক এবং ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং ১১,৪১৫টি ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নদী ভাঙ্গন এলাকায় জনগণকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রায় ৩৫২.১২ কিলোমিটার বাঁধ এবং ১৬১.২৩ কিলোমিটার প্রটেক্টিভ ওয়ার্কস সম্পন্ন করা হয়েছে। কৃষি ব্যবস্থাপনা ও সেচের জন্য ৮৭২ কিলোমিটার খাল খনন / পুন:খনন করা হয়েছে এবং ৮২টি পানি নিয়ন্ত্রণকারী অবকাঠামো যেমন: রেগুলেটর, স্লুইস গেইট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া শহর এলাকায় জলাবদ্ধতা হ্রাস করার জন্য ২৬৩.৪৭ কিলোমিটার ড্রেনেজ সিস্টেম, ১১ কিলোমিটার কালভার্ট এবং ১.৭১ কিলোমিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

সুপেয় পানির সরবরাহের জন্য ৪,১৮৪টি গভীর নলকূপ, ৩০টি পন্ড স্যান্ড ফিল্টার, ৫০টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১,০৬১টি পানির উৎস এবং ৫৫টি বৃষ্টির পানির ধারক নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে ৪টি উপজেলায় কৃষি আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪,৫০০ মেট্রিক টন স্ট্রেস টলারেন্ট বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং কার্বন নিস:রণের হার হ্রাস করার জন্য উপকূলীয় এলাকায় ১৪৩ মিলিয়ন গাছ লাগানো হয়েছে এবং ৫১২১ হেক্টর জমি বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে। জ্বালানি কাঠ ব্যবহার নূন্যতম পর্যায়ে আনার জন্য ১২,৮১৩টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং ৫,২৮,০০০টি উন্নতমানের রান্নার চুলা বিতরণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রিডের এলাকার বাইরে অবস্থিত এলাকাসমূহের জন্য ১৭,১৪৫টি সোলার হোম সিস্টেম, ২,৪৫১টি পানি শোধনাগার, ১,১৮৮টি সৌর নগর বাতি এবং ১৭টি কম্পোস্ট প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৩.৪ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্লান (বিসিসিএসএপি)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য **বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)** গঠন করা হয় যার স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা সরকারে ন্যস্ত ছিল। বাংলাদেশ সরকার এবং ডেনমার্ক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এই চারটি উন্নয়ন সহযোগী দেশের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের মাধ্যমে ২০১০ সালের মে মাসে বিসিসিআরএফ গঠিত হয়। উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে সুইজারল্যান্ড এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০১২ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স এ্যান্ড ট্রেড (ডিএফটিএ) এবং ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টান্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এতে যোগদান করে। এই তহবিলের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত চলমান ছিল। একটি গভর্নিং কাউন্সিল (জিসি) এবং একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমসি) নিয়ে বিসিসিআরএফ-এর পরিচালন কাঠামো গঠিত। সরকারের কেবিনেট মন্ত্রীদের একটি কোর গ্রুপ, সিভিল সোসাইটি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গভর্নিং কাউন্সিল গঠিত যা বিসিসিআরএফ পরিচালনায় সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে গঠিত এই ফান্ড পরিচালনায় বিশ্বব্যাংক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে। গভর্নিং কাউন্সিল এর অনুমোদনক্রমে বিসিসিআরএফ-এর উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রকল্প এবং কার্যকমে অর্থায়ন করা হয়।

২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিসিসিআরএফ হতে মোট ৭১.১৩ মিলিয়ন মর্কিন ডলার ছাড় করা হয়। ছাড়কৃত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ নিচের সারণিতে প্রদর্শন করা হলোঃ

সারণি ৪৭: বিসিসিআরএফ-এর বিনিয়োগ প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ

ক্রমিক নং	প্রকল্প	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ছাড়কৃত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১	ইমার্জেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (ইসিআরএফ)	২৩.০৬
২	বিসিসিআরএফ সচিবালয়	০.৩০
৩	কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট	১২.৯৮
৪	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটোরী এ্যাফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন প্রজেক্ট (সিআরপিএআরপি)	২৯.৮৯
৫	রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন এন্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট ২ (আরইডিডি ২), সোলার ইরিগেশন প্রজেক্ট	৫.০০
৬	**মোটঃ**	**৭১.১৩**

উৎসঃ বিসিসিআরএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

৩.৫ গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু অর্থায়নের সর্ববৃহৎ উৎস যা জাতিসংঘের আঞ্চলিক গ্রুপ-এ প্রতিনিধিত্বকারী উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ হতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। বাংলাদেশের পক্ষে জিসিএফ-এ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) যা জাতীয় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ (এনডিএ) নামে পরিচিত। এনডিএ জাতীয় প্রাধিকারের সাথে সঙ্গতি রেখে কৌশলগত নজরদারির কাজ করে, অংশীজনদের সমাবেশের আয়োজন করে, জিসিএফ-এর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপযুক্ত জাতীয় সংস্থাকে মনোনীত করে, জিসিএফ হতে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প/কর্মসূচি নির্বাচন করে এবং জিসিএফ হতে অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশকে প্রস্তুত করার বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের এনডিএ মনোনীত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ৬টি প্রতিষ্ঠান- IDCOL, PKSF, DoE, BB, LGED এবং BCCT কে সম্ভাব্য National Implementing Entity (NIE)/ Direct Access Entity (DAE) হিসেবে চিহ্নিত করে, যাদের মধ্যে IDCOL এবং PKSF জিসিএফ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ যেসব ক্ষেত্রে জিসিএফ হতে প্রস্তুতিমূলক সহায়তা পাচ্ছে তা হ'ল এনডিএ সচিবালয়কে শক্তিশালীকরণ, জিসিএফ হতে তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, NIE হিসেবে স্বীকৃতির লক্ষ্যে সহায়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ইআরডি কর্তৃক নির্বাচিত সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের জিসিএফ স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘাটতি পর্যালোচনা ইত্যাদি। এনডিএ সচিবালয় বর্তমানে জিসিএফ-এর একটি কান্ট্রি প্রোগ্রাম এবং শক্তিশালী প্রকল্প পাইপলাইন তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে যা জিসিএফ হতে জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যবহারে বাংলাদেশের প্রস্তুতিকে জোরদার করবে। ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের ৮৫.৪২ মিলিয়ন ডলারের তিনটি প্রকল্প জিসিএফ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[৭]

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ জিসিএফ-এর এনডিএ হলেও জলবায়ু পরিবর্তন এবং তা অর্থায়নের সাথে অনেক সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, সামাজিক সংগঠন, বে-সরকারি সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী সংশ্লিষ্ট। একারণে প্রয়োজন উত্তম সমন্বয় ও সমগ্র সরকারের ভূমিকা। কাজেই, জিসিএফ-এ অভিগম্যতা কেবল একটি অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়, বরং জিসিএফ-এর এনডিএ হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের নতুন ভূমিকা ও দায়িত্ব সফলতার সাথে পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উত্তম সমন্বয়, সক্ষমতা বৃদ্ধি, কতিপয় ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

[৭] Updates from Bangladesh's NDA to GCF (May 31,2018)

৪. উপসংহার ও পরবর্তী পদক্ষেপ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় মোকাবেলায় রাজনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একারণে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোচনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহকে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গত দু'দশকে সহায়ক নীতি ও আইনি পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় এর অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে। এসব অঙ্গীকার বিদ্যমান ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসহ বিভিন্ন জাতীয় নীতি দলিলে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

গত অর্থবছর বরাদ্দের অঙ্কের দিক থেকে বৃহৎ ৬টি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রথমবারের মত **জলবায়ু সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট প্রতিবেদন ২০১৭-১৮** শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রথম প্রয়াসের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবছর ২০টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট নিয়ে প্রণীত বর্তমান প্রতিবেদনটি এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রকাশনা। পরিসরের বিচারে এবছরের প্রতিবেদন গত বছরের প্রতিবেদন অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এ প্রতিবেদনে যেসকল তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে তার প্রধান উৎস হচ্ছে নির্বাচিত মন্ত্রণালয়গুলোর **বাজেট কাঠামো (এমবিএফ)**।

এখন থেকে মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামোতে মন্ত্রণালয়সমূহের মোট ব্যয়ে নিহিত জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ব্যয় নিয়মিত আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হবে। মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ব্যয় পৃথকভাবে প্রদর্শনের ধাপ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাজেট সার্কুলার-১ জারী হবার পরই তা সম্পাদিত হবে।

গত বছরের প্রকাশনার মাধ্যমে অর্থবিভাগ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা এই প্রতিবেদন প্রণয়নে বিভিন্নভাবে সহায়ক হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রকাশনায় যেসকল সীমাবদ্ধতা ছিল তা পদ্ধতিগত উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম জোরদার করার সামর্থ বৃদ্ধির মাধ্যমে বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছে। নতুন বাজেট ও হিসাব শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা এবং অর্থ বিভাগের শক্তিশালী আইটি প্লাটফর্ম-এর সহায়তায় জলবায়ু অর্থায়ন চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে একটি উন্নত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (iBAS++) ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক বাজেটে নিহিত জলবায়ু অর্থায়নকে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

আশা করা যাচ্ছে, এই প্রতিবেদনের ব্যাপকতা বিস্তৃত পরিসরে অংশীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত নীতি ও কৌশলের আলোকে সম্পদ বন্টন সম্পর্কে ধারণা লাভ, সরকারি অঙ্গন হতে তথ্যপ্রাপ্তির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রকাশনাটি নানাভাবে তাঁদের ভাবনাকে উদ্দীপিত করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দুর্দশা লাঘব এবং তাঁদেরকে জলবায়ু সহিষ্ণু করার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতিবেদনটি জনগণকে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। একই সাথে এই প্রতিবেদন সরকারি অঙ্গনে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় সরকারের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি বৃহত্তর জনসাধারণ জেনে আশ্বস্ত হবেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘব এবং তাঁদের জলবায়ুসহিষ্ণু জীবিকায়ন নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১: জলবায়ু অর্থপ্রবাহ চিহ্নিত করার পদ্ধতি

ক. কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কঃ

প্রশমনের জন্য ১৯৯৮ সাল এবং অভিযোজনের জন্য ২০১০ সাল থেকে OECD কর্তৃক গৃহীত "RIO MARKERS" প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই কার্যক্রমকেই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে, যদি তা "সংশ্লিষ্ট দেশসমুহের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ, সক্ষমতা উন্নয়ন, নিয়ামক ও নীতি কাঠামো জোরদারকরণ কিংবা গবেষণার মাধ্যমে অর্জিতব্য সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে" (OCED 2011b)। এ পদ্ধতি অনুযায়ী কোন কার্যক্রমে জলবায়ু অভিযোজন/প্রশমন "মুখ্য উদ্দেশ্য", কিংবা "তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্য" অথবা "আদৌ কোন উদ্দেশ্যপূর্ণ নয়" এই তিনটি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে কোন কার্যক্রমের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতার স্কোরিং করা হয় (OCED 2011a)। কোন কার্যক্রমে অভিযোজন/প্রশমনকে "মুখ্য উদ্দেশ্য" হিসেবে চিহ্নিত করতে হলে এটি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, ঐ অভিযোজন/প্রশমনের উদ্দেশ্য না থাকলে এ কার্যক্রমে অর্থায়নই করা হতো না (OCED 2011a)। অন্যদিকে কোন কার্যক্রমে অভিযোজন/প্রশমনকে "তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্য" হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যেখানে জলবায়ুর বিষয় ছাড়াও অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

অভিযোজন কার্যক্রমে জলবায়ু অর্থপ্রবাহ নিরূপণ - অভিযোজন বলতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ুর তারতম্যের সাথে জড়িত ঝুঁকি এবং সৃষ্ট প্রভাবের কারণে মানুষ কিংবা প্রকৃতির বিপন্নতা হ্রাসের জন্য উভয়ের অভিযোজন সক্ষমতা ও সহিষ্ণুতা বাড়ানোকে বুঝায়। সাধারণত সেই কার্যক্রমকেই অভিযোজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা-

- মানুষ ও প্রকৃতির জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ু তারতম্যের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করে।
- মানুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত একটি সিস্টেমের জলবায়ুর প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা ও সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দেয়।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও তারতম্যে সাড়া দেয়ার মত সক্ষমতা তৈরি করে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে জলবায়ুর ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রমশন কার্যক্রমে জলবায়ু অর্থপ্রবাহ নিরূপণ - প্রশমন বলতে বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নি:সরণ হ্রাসকরণ অথবা বায়ুমন্ডল থেকে তা শুষে নেয়ার মাত্রাকে বুঝায়। কোন কার্যক্রমকে তখনই প্রশমন কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে যদি তা,

- প্রতি ইউনিট উৎপাদনে গ্রিনহাউজ গ্যাস তৈরির তীব্রতা হ্রাস করে।
- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সীমিত করে এবং কম কার্বন কিংবা নবায়নযোগ্য উৎস থেকে জ্বালানি ব্যবহার করে।
- পরিবহণ ব্যবস্থা এবং নগর উন্নয়নের উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
- নিম্নমানের বন কিংবা ভূমি ব্যবহার রীতির কারণে সৃষ্ট নি:সরণ হ্রাস করে।
- বন সংরক্ষণের মাধ্যমে কার্বন সঞ্চয় করে এবং টেকসই ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করে।

খ. ধাপসমূহঃ

এই পদ্ধতিটিতে ৫টি ধারাবাহিক ধাপ রয়েছে যা নিম্নরুপ-

ধাপ ১: জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডকে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়া এবং কর্মসূচিসমূহের সাথে যুক্তকরণ জলবায়ু অর্থায়ন চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়ার আওতায় নির্দিষ্ট কর্মসূচিসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে যা জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ড হিসেবে গৃহীত। সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৪-তে ব্যবহৃত জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডসমূহকে বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়া ও কর্মসূচির সাথে একীভূত করা হয়েছে।

ধাপ ২: প্রতিটি মানদন্ডের বিপরীতে জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার ভারযুক্ত মান নির্দিষ্টকরণ এ পর্যায়ে প্রতিটি জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডের বিপরীতে প্রধান প্রাসঙ্গিক ইন্টারভেনশনসমূহ চিহ্নিত করে তাদেরকে (ক) জলবায়ু সংবেদনশীলতা, এবং (খ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্টতা এই দু'টি বিবেচ্য বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। 'জলবায়ু পরিবর্তন ডাইমেনশনে' আরোপিত ভার হতে 'জলবায়ু সংবেদনশীলতা'-র জন্য আরোপিত ভার বিয়োগ করে প্রধান ইন্টারভেনশনসমূহের 'জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতা'-র ভার নির্ধারণ করা হয়।

এ উদ্দেশ্যে নিচের সারণিতে উল্লিখিত মান ব্যবহার করা হয়।

ক্রমিক	প্রাসঙ্গিকতার ক্যাটাগরি	প্রাসঙ্গিকতার ব্যপ্তি (%)
১	জোরালোভাবে প্রাসঙ্গিক	৮১ - ১০০
২	তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক	৬১ - ৮০
৩	মধ্যম পর্যায়ের প্রাসঙ্গিক	৪১ - ৬০
৪	কিছুটা প্রাসঙ্গিক	২১ - ৪০
৫	প্রচ্ছন্নভাবে প্রাসঙ্গিক	৬ - ২০
৬	প্রাসঙ্গিক নয়	০ - ৫

জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডের বিপরীতে একাধিক ইন্টারভেনশন থাকলে সর্বোচ্চ ইন্টারভেনশনের প্রাসঙ্গিকতা হতে প্রাসঙ্গিকতার ভারসমূহের আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation) বিয়োগ করে জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতা নিরুপণ করা হয়। জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতা নিরুপণের সূত্রঃ

১) একটি জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডের বিপরীতে নির্বাচিত ইন্টারভেনশনসমূহের মধ্য হতে সর্বোচ্চ প্রাসঙ্গিকতার ভার নির্ধারণ

$$MAX(x_1, x_2, \ldots\ldots x_n)$$

২) প্রাসঙ্গিকতার ভারসমূহের আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation) নিরুপণ

$$\sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{(n-1)}}$$

৩) 'জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডের' বিপরীতে জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার ভার নিরুপণ

$$MAX(x_1, x_2, \ldots\ldots x_n) - \sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{(n-1)}}$$

ধাপ ৩: প্রকল্প ও কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা

কোন প্রকল্প বা কর্মসূচির একটি প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ড থাকলে সেই প্রকল্প বা কর্মসূচির শতকরা (জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার) বার্ষিক বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে তার জলবায়ু প্রাসঙ্গিক অর্থায়নের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। যেক্ষেত্রে একটি প্রকল্প/কর্মসূচির বরাদ্দ একাধিক জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডের সাথে সম্পর্কিত সেক্ষেত্রে মানের নিম্ন ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ তিনটি প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'অ-জলবায়ু অর্থায়ন' মানদন্ডসহ) বিবেচনা করা হয়। অতঃপর ধাপ ২-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ঐ প্রকল্প/কর্মসূচির জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতা নিরুপণ করা হয়।

ধাপ ৪: একাধিক প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির জলবায়ু অর্থায়ন প্রাক্কলন

ধাপ ৩-এ নির্ণীত প্রকল্প/কর্মসূচির সামগ্রিক প্রাসঙ্গিকতার ভারকে এই পর্যায়ে প্রতিটি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে প্রাসঙ্গিকতার একাধিক মানদন্ডের মধ্যে বন্টন করা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত Weighted Reciprocal Rank (WRR) সূত্র ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়নকে বিভাজন করা হয়।

$$WRR_i = \frac{1}{R_i} / \sum_{i=1}^{n} 1/R_i$$

প্রাসঙ্গিকতা	র‍্যাঙ্ক	রেসিপ্রোকাল র‍্যাঙ্ক	ব্যক্তিগত ভার		
			৩টি প্রাসঙ্গিকতা	২টি প্রাসঙ্গিকতা	১টি প্রাসঙ্গিকতা
প্রাসঙ্গিকতা - ১	১	১.০০	০.৫৫	০.৬৭	১
প্রাসঙ্গিকতা - ২	২	০.৫০	০.২৭	০.৩৩	-
প্রাসঙ্গিকতা - ৩	৩	০.৩৩	০.১৮	-	-

কাজেই তিনটি প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা - ১, প্রাসঙ্গিকতা - ২ ও প্রাসঙ্গিকতা - ৩ এর বিপরীতে যথাক্রমে ৫৫ শতাংশ, ২৭ শতাংশ, ১৮ শতাংশ বরাদ্দ জলবায়ু প্রাসঙ্গিক হবে। দু'টি প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা - ১ ও প্রাসঙ্গিকতা - ২ এর বিপরীতে যথাক্রমে ৬৭ শতাংশ ও ৩৩ শতাংশ, বরাদ্দ জলবায়ু প্রাসঙ্গিক হবে। অপরদিকে, একটি প্রাসঙ্গিকতাযুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা - ১ এর বিপরীতে ১০০ শতাংশ বরাদ্দ জলবায়ু প্রাসঙ্গিক হবে।

ধাপ ৫: মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার নিরুপণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের জলবায়ুর প্রাসঙ্গিকতার ভার নিরুপণ করার যথার্থতা রয়েছে কারণ তা উন্নয়ন বরাদ্দ অপেক্ষা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মবন্টন (allocation of business), প্রকল্প/কর্মসূচি এবং জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে এগুলোর অবদান বিবেচনা করা হয়।

পরিশিষ্ট-২: নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ড

কোড	জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ড	জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতা (%)
০১	**খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য**	
০১০১	সুনির্দিষ্ট জলবায়ু নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন অথবা জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থায়িত খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম	১০০
০১০২	জলবায়ু সহনশীল জাতের ফসল (Cultivars) উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার প্রচার	৭৩
০১০৩	জলবায়ু সহনশীল চাষ পদ্ধতি ও উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন	৬৯
০১০৪	খরা, লবনাক্ততা, দাবদাহ, ও জলাবদ্ধতার সাথে অভিযোজন	৬৬
০১০৫	মৎস্য সেক্টরে অভিযোজন	৬২
০১০৬	প্রাণিসম্পদ সেক্টরে অভিযোজন	৪৮
০১০৭	স্বাস্থ্য সেক্টরে অভিযোজন	৪০
০১০৮	জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় পানি ও পয়ঃনিস্কাশন	৪৬
০১০৯	পরিবেশগতভাবে সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জীবিকার সুরক্ষা	৫২
০১১০	উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর (নারীসহ) জীবিকার সুরক্ষা	৩৮
০২	**সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**	
০২০১	সুনির্দিষ্ট জলবায়ু নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন অথবা জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থায়িত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	১০০
০২০২	বন্যা পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬১
০২০৩	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬৮
০২০৪	জলবায়ুর ঝুঁকি সহনশীলতা জন্য জনসচতেনতা বৃদ্ধি ও গনশিক্ষা কার্যক্রম	৪৬
০২০৫	আয় ও সম্পদের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৭৭
০৩	**অবকাঠামো**	
০৩০১	সুনির্দিষ্ট জলবায়ু নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন অথবা জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থায়িত অবকাঠামো বিষয়ক কার্যক্রম	১০০
০৩০২	বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেড়িবাঁধ মেরামত ও সংরক্ষণ	৬৮
০৩০৩	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত ও সংরক্ষণ	৭০
০৩০৪	বিদ্যমান উপকূলীয় পোল্ডার-এর মেরামত ও সংরক্ষণ	৮০
০৩০৫	নগর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬১
০৩০৬	বন্যার সাথে অভিযোজন	৭০
০৩০৭	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে অভিযোজন	৭২
০৩০৮	নদী শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নক্সা প্রণয়ন, ও নির্মাণ	৪৮
০৩০৯	দেশব্যাপী নদী ও খাল খনন, পুনখনন ও পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	৬৮

কোড	জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ড	জলবায়ু প্রাসঙ্গিকতা (%)
০৪	**গবষেণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট**	
০৪০১	সুনির্দিষ্ট জলবায়ু নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন অথবা জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থায়িত গবষেণা ও নলজে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কার্যক্রম	১০০
০৪০২	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কেন্দ্রে স্থাপন	৭০
০৪০৩	জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মডেল তৈরি	৯০
০৪০৪	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে অভিযোজনের জন্য প্রস্তুতিমূলক গবেষনা	৮৪
০৪০৫	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের পরিবর্তন এবং এর প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৪০
০৪০৬	সামষ্টিক ও সেক্টর পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব	৮৩
০৪০৭	ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ অভিবাসন/পরিবাসন এবং তাঁদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন পরিবেশে পুর্নবসতি স্থাপন করার সহায়তা প্রদান	৪৮
০৪০৮	বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রভাব পরিবীক্ষণ এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৩২
০৫	**প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট**	
০৫০১	সুনির্দিষ্ট জলবায়ু নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন অথবা জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থায়িত প্রশমন এবং লো-কার্বন ডেভেলপমেন্ট সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	১০০
০৫০২	জ্বালানি অধিকতর সাশ্রয়ী ব্যবহার	৬৯
০৫০৩	গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ ব্যবস্থাপনা	২৮
০৫০৪	কয়লা উত্তোলন এবং কয়লাভত্তিকি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উন্নয়ন	১২
০৫০৫	নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন	৮১
০৫০৬	কৃষি জমি থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানো	৬০
০৫০৭	নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৪৬
০৫০৮	বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রম	৬৯
০৫০৯	জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের দ্রুত সম্প্রসারণ যেমন (সিএফএল বাল্ব)	৬৮
০৫১০	নগর এলাকায় জ্বালানি ও পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার	৪৮
০৫১১	পরিবহন সেক্টরে বিদ্যমান জ্বালানি ব্যবহারের উন্নয়ন এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প প্রশমন পদ্ধতি	২৮
০৬	**দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ**	
০৬০১	সুনির্দিষ্ট জলবায়ু নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন অথবা জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থায়িত দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ বিষয়ক কার্যক্রম	১০০
০৬০২	জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবলোয় সেক্টরভিত্তিক নীতিসমূহ সংশোধন	৬৮
০৬০৩	জাতীয়, আঞ্চলিক ও সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনকে মূলধারায় অর্ন্তভুক্তকরণ	৭৭
০৬০৪	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪৮
০৬০৫	জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার অর্ন্তভুক্তি জোরদারকরণ	২৬
০৬০৬	জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬৬
০৬০৭	জলবায়ু পরিবর্তনকে গণমাধ্যমের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ	৩০
	জলবায়ু সংশ্লিষ্ট নয়	
০৭০১	জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নয়	০

পরিশিষ্ট-৩: বিসিসিএসএপি-র থিমেটিক এরিয়া ও প্রোগ্রামের সাথে সিআইপি-র ম্যাপিং

নিচের তালিকায় বিসিসিএসএপি-র ৪৪টি কার্যক্রম (জলবায়ু সংশ্লিষ্ট মানদন্ড) এর সাথে সিআইপি-র প্রতিটি স্তম্ভের আওতাধীন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, একটি জলবায়ু সংশ্লিষ্ট মানদন্ড সিআইপি-র এক বা একাধিক কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

স্তম্ভ-১: টেকসই উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদব্যবস্থাপনা

১.১ বন ও বনজসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং তা থেকে আহরিত আর্থ-সামাজিক সুবিধা

০৩০৭ - ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে অভিযোজন
০৫০৮ - ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে অভিযোজন

১.২ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ

০১০৫ - মৎস্য সেক্টরে অভিযোজন
০১০৯ - পরিবেশগতভাবে সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জীবিকার সুরক্ষা
০৪০৫ - পরিবেশগতভাবে সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জীবিকার সুরক্ষা

১.৩ জলাভূমি, নদী এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশ-এর টেকসই ব্যবস্থাপনা

০১০২ - জলবায়ু সহনশীল জাতের ফসল (Cultivars) উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার প্রচার
০১০৩ - জলবায়ু সহিষ্ণু চাষ পদ্ধতি ও উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন
০১০৫ - মৎস্য সেক্টরে অভিযোজন
০৩০৯ - দেশব্যাপী নদী ও খাল খনন, পুনখনন,ও পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহন, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন

১.৪ মৃত্তিকা ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবস্থাপনা

০১০২ - জলবায়ু সহিষ্ণুজাতের ফসল (Cultivars) উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার প্রচার
০১০৪ - খরা, লবণাক্ততা, দাবদাহ, ও জলাবদ্ধতার সাথে অভিযোজন
০৩০৯ - দেশব্যাপী নদী ও খাল খনন, পুনখনন,ও পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহন, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন

স্তম্ভ-২: পরিবেশ দূষণ হ্রাসকরণ ও নিয়ন্ত্রণ

২.১ শিল্পদূষণ হ্রাসকরণ

০৭০১ - জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নয়

২.২ পৌরসভা এবং গৃহস্থালীসংক্রান্ত দূষণ হ্রাসকরণ

০৭০১ - জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নয়

২.৩ কৃষি ও অন্যান্য উৎস থেকে সৃষ্ট দূষণ হ্রাসকরণ

০৭০১ - জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নয়

স্তম্ভ-৩: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন

৩.১ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ

০১০২ - জলবায়ু সহিষ্ণুজাতের ফসল (Cultivars) উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও তার প্রচার
০১০৩ - জলবায়ু সহনশীল চাষ পদ্ধতি ও উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন
০১০৪ - খরা,লবণাক্ততা, দাবদাহ, ও জলাবদ্ধতার সাথে অভিযোজন
০১০৭ - স্বাস্থ্য সেক্টরে অভিযোজন
০১০৮ - জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
০২০২ - বন্যা পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
০২০৩ - ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
০২০৫ - আয় ও সম্পদের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
০৩০২ - বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেড়িবাঁধ মেরামত ও সংরক্ষণ
০৩০৩ - ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত ও সংরক্ষণ
০৩০৬ - বন্যার সাথে অভিযোজন
০৪০৭ - ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ অভিবাসন/পরিবাসন এবং তাঁদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন পরিবেশে পুর্নবসতি স্থাপন করার সহায়তা প্রদান

৩.২ টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন

০১০৮ - জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় পানি ও পয়ঃনিস্কাশন
০৩০২ - বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেড়িবাঁধ মেরামত ও সংরক্ষণ
০৩০৪ - বিদ্যমান উপকূলীয় পোল্ডার-এর মেরামত ও সংরক্ষণ
০৩০৫ - নগর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন
০৩০৮ - নদী শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নক্সা প্রণয়ন, ও নির্মাণ
০৩০৯ - দেশব্যাপী নদী ও খাল খনন, পুনখনন,ও পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহন, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন
০৪০৮ - বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রভাব পরিবীক্ষণ এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৩.৩ প্রশমন ও নিম্ন কার্বন নিঃসরণ সহায়ক উন্নয়ন

০৪০৮ - বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রভাব পরিবীক্ষণ এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন
০৫০২ - জ্বালানি অধিকতর সাশ্রয়ী ব্যবহার
০৫০৩ - গ্যাস অনুসন্ধান ও মজুদ ব্যবস্থাপনা
০৫০৪ - কয়লা উত্তোলন এবং কয়লাভত্তিকি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উন্নয়ন
০৫০৫ - নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন
০৫০৬ - কৃষি জমি থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানো
০৫০৭ - নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
০৫০৯ - জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহারের দ্রুত সম্প্রসারণ যেমন (সিএফএল বাল্ব)
০৫০১০ - নগর এলাকায় জ্বালানি ও পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার
০৫০১১ - পরিবহন সেক্টরে বিদ্যমান জ্বালানি ব্যবহারের উন্নয়ন এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প প্রশমন পদ্ধতি

৩.৪ স্থানীয় পর্যায়ে সহণক্ষমতা বৃদ্ধি

০১০৬ - প্রাণিসম্পদ সেক্টরে অভিযোজন
০১০৭ - জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় পানি ও পয়ঃনিস্কাশন
০১০৯ - পরিবেশগতভাবে সঙ্কটাপন্ন এলাকায় জীবিকার সুরক্ষা
০২০২ - বন্যা পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
০২০৩ - ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
০২০৩ - জলবায়ুর ঝুঁকি সহনশীলতা জন্য জনসচতেনতা বৃদ্ধি ও গনশিক্ষা কার্যক্রম
০২০৪ - আয় ও সম্পদের ক্ষতিজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
০৩০৩ - ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত ও সংরক্ষণ
০৩০৬ - বন্যার সাথে অভিযোজন
০৩০৭ - ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে অভিযোজন
০৪০৭ - ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ অভিবাসন/পরিবাসন এবং তাঁদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন পরিবেশে পুনর্বসতি স্থাপন করার সহায়তা প্রদান

স্তম্ভ-৪: পরিবেশবিষয়ক সুশাসন, জেন্ডার সক্ষমতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৪.১ আইনি, নিয়ন্ত্রণ ও নীতি কাঠামোর উন্নয়ন

০৬০২ - জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবলোয় সেক্টরভিত্তিক নীতিসমূহ সংশোধন
০৬০৩ - জাতীয়, আঞ্চলিক ও সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনকে মূলধারায় অর্ন্তভুক্তকরণ

৪.২ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সেক্টরে অংশীজনদের অংশগ্রহণ ও জেন্ডার সমতার উন্নয়ন

০২০৪ - জলবায়ুর ঝুঁকি সহনশীলতা জন্য জনসচতেনতা বৃদ্ধি ও গনশিক্ষা কার্যক্রম
০৪০২ - জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কেন্দ্রে স্থাপন
০৬০৩ - মানব সম্পদ উন্নয়ন
০৬০৫ - জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার অর্ন্তভুক্তি জোরদারকরণ
০৬০৭ - জলবায়ু পরিবর্তনকে গণমাধ্যমের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

৪.৩ সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন

০৪০২ - জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কেন্দ্রে স্থাপন
০৪০৩ - জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মডেল তৈরি
০৪০৪ - সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে অভিযোজনের জন্য প্রস্তুতিমূলক গবেষনা
০৪০৬ - সামষ্টিক ও সেক্টর পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রভাব
০৬০৩ - জাতীয়, আঞ্চলিক ও সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনকে মূলধারায় অর্ন্তভুক্তকরণ
০৬০৪ - মানব সম্পদ উন্নয়ন
০৬০৬ - জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

পরিশিষ্ট-৪: নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বাজেট প্রোফাইল

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (কোটি টাকায়)														
	অর্থবছর ২০১৮-১৯			অর্থবছর ২০১৭-১৮			অর্থবছর ২০১৬-১৭			অর্থবছর ২০১৫-১৬			অর্থবছর ২০১৪-১৫		
	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৭৮৯.৬৮	৪৮১.৩৭	১,২৭১.০৫	৫৩৫.৯৭	৫৮৪.৫৯	১,১২০.৫৬	৬১৫.৪৯	৪১৮.০১	১,০৩৩.৫০	৫৩১.৭৫	৪৮৮.৫০	১,০২০.২৫	৪৯২.২১	৪১৯.৬৬	৯১১.৮৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৬২.১৩	৩৭.৮৭	১০০.০০	৪৭.৮৩	৫২.১৭	১০০.০০	৫৯.৫৫	৪০.৪৫	১০০.০০	৫২.১২	৪৭.৮৮	১০০.০০	৫৩.৯৮	৪৬.০২	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪৮৬.৮৮	১৮২.৭০	৬৬৯.৫৮	২৭০.৫৯	১৪৯.৩২	৪১৯.৯১	৩০২.৫৬	১১৭.৫৭	৪২০.১৩	২৭০.০৭	৬৯.২৪	৩৩৯.৩১	৩১৪.৫৩	৫১.৩৬	৩৬৫.৮৯
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	৩৮.৩১	১৪.৩৭	৫২.৬৮	২৪.১৫	১৩.৩৩	৩৭.৪৭	২৯.২৮	১১.৩৮	৪০.৬৫	২৬.৪৭	৬.৭৯	৩৩.২৬	৩৪.৪৯	৫.৬৩	৪০.১৩
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১,৪৮৬.৮০	৫,৬০৬.০০	৭,০৯২.৮০	১,২৫১.৭৩	৪,৬৭৪.৭১	৫,৯২৬.৪৪	৯৫৪.০০	৩,৭৫৯.১৭	৪,৭১৩.১৭	৮২৪.০০	৩,০৬২.০০	৩,৮৮৬.০০	৭৮৮.০০	২,৮৩১.০০	৩,৬১৯.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২০.৯৬	৭৯.০৪	১০০.০০	২১.১২	৭৮.৮৮	১০০.০০	২০.২৪	৭৯.৭৬	১০০.০০	২১.২০	৭৮.৮০	১০০.০০	২১.৭৭	৭৮.২৩	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৫৯০.৮৬	২,৩৩৮.৯১	২,৯২৯.৭৭	৪৯৮.০৩	১,৮৭২.৯৮	২,৩৭১.০০	৩৭৭.৬৫	১,১২৩.৮৩	১,৫০১.৪৮	৩২৭.৩৫	৬৫৪.৪২	৯৮১.৭৭	৩১৪.০৫	৫৭৪.৬৫	৮৮৮.৭০
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	৮.৩৩	৩২.৯৮	৪১.৩১	৮.৪০	৩১.৬০	৪০.০১	৮.০১	২৩.৮৪	৩১.৮৬	৮.৪২	১৬.৮৪	২৫.২৬	৮.৬৮	১৫.৮৮	২৪.৫৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	১১,৯৫৫.৫১	১,৯৫৯.১৬	১৩,৯১৪.৬৭	১১,৭১০.৮৬	১,৮৯৩.৩০	১৩,৬০৪.১৬	১১,৭৫৭.৫৬	১,৯২১.২৯	১৩,৬৭৮.৮৫	১০,৭২৫.০৪	১,৯৭৮.৫১	১২,৭০৩.৫৫	১০,৬৫২.০০	১,৭৪৪.১০	১২,৩৯৬.১০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৮৫.৯২	১৪.০৮	১০০.০০	৮৬.০৮	১৩.৯২	১০০.০০	৮৫.৯৫	১৪.০৫	১০০.০০	৮৪.৪৩	১৫.৫৭	১০০.০০	৮৫.৯৩	১৪.০৭	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪,৫৮৯.৮৯	৮৬৪.৯১	৫,৪৫৪.৮১	৪,৫৩৮.০০	৭৮৩.৮৬	৫,৩২১.৮৬	৪,৫৪১.৯৬	৫১৯.০৮	৫,০৬১.০৪	৪,১৯৪.৮০	৩১৮.৬১	৪,৫১৩.৪১	৪,১৬৯.৭৯	১৫৪.০৬	৪,৩২৩.৮৫
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	৩২.৯৯	৬.২২	৩৯.২০	৩৩.৩৬	৫.৭৬	৩৯.১২	৩৩.২০	৩.৭৯	৩৭.০০	৩৩.০২	২.৫১	৩৫.৫৩	৩৩.৬৪	১.২৪	৩৪.৮৮
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৮৫.০০	৮৮৩.৬৭	১,৮৬৮.৬৭	৯১৪.৩৪	১,০১৪.৭৫	১,৯২৯.০৯	৯৯১.৮৫	৮১০.২৯	১,৮০২.১৪	৬৮৮.৯৮	৮০০.৪৩	১,৪৮৯.৪১	৬৪০.৫৪	৭০৩.৮৯	১,৩৪৪.৪৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৫২.৭১	৪৭.২৯	১০০.০০	৪৭.৪০	৫২.৬০	১০০.০০	৫৫.০৪	৪৪.৯৬	১০০.০০	৪৬.২৬	৫৩.৭৪	১০০.০০	৪৭.৬৪	৫২.৩৬	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	২৬০.৫২	১৮৫.৩০	৪৪৫.৮২	২৩৬.৮৫	২৩২.৯৯	৪৬৯.৮৪	২৬৩.২৯	১৭৩.৪৭	৪৩৬.৭৬	১৭৯.৬৭	১৩৬.৪৬	৩১৬.১৩	১৬৯.৫৯	৯০.০৩	২৫৯.৬২
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	১৩.৯৪	৯.৯২	২৩.৮৬	১২.২৮	১২.০৮	২৪.৩৬	১৪.৬১	৯.৬৩	২৪.২৪	১২.০৬	৯.১৬	২১.২৩	১২.৬১	৬.৭০	১৯.৩১
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৬,১৬২.৭৬	৩,৪৯৫.৭৫	৯,৬৫৮.৫১	৫,৮৬৬.৮৩	২,৯৮৬.৩০	৮,৮৫৩.১৩	৫,৪০৭.৬৫	২,৫৯৭.৭৩	৮,০০৫.৩৮	৫,১০৯.৮৫	২,৩৩০.৬৫	৭,৪৪০.৫০	৪,৮৬১.৪৯	২,৪২৫.৩৯	৭,২৮৬.৮৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৬৩.৮১	৩৬.১৯	১০০.০০	৬৬.২৭	৩৩.৭৩	১০০.০০	৬৭.৫৫	৩২.৪৫	১০০.০০	৬৮.৬৮	৩১.৩২	১০০.০০	৬৬.৭২	৩৩.২৮	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১,২৫২.১০	৯১৫.৪২	২,১৬৭.৫২	১,১৮৭.০৮	৩৭১.৫৩	১,৫৫৮.৬১	১,১১০.১৩	৫৩৭.৮৭	১,৬৪৭.৯৯	১,০৩৫.৬৫	৪৭৪.১৮	১,৫০৯.৮৪	১,০১১.৫০	৪৭০.৬০	১,৪৮২.১০

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (কোটি টাকায়)														
	অর্থবছর ২০১৮-১৯			অর্থবছর ২০১৭-১৮			অর্থবছর ২০১৬-১৭			অর্থবছর ২০১৫-১৬			অর্থবছর ২০১৪-১৫		
	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	১২.৯৬	৯.৪৮	২২.৪৪	১৩.৪১	৪.২০	১৭.৬১	১৩.৮৭	৬.৭২	২০.৫৯	১৩.৯২	৬.৩৭	২০.২৯	১৩.৮৮	৬.৪৬	২০.৩৪
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৫১৩.৯০	১,৬৯৫.১১	২,২০৯.০১	৪৭০.৫৩	১,৪১৪.৩৭	১,৮৮৪.৯০	৪৫৮.৪৫	৯১৯.২৪	১,৩৭৭.৬৯	৩২৭.৬৭	১,০২৩.১৭	১,৩৫০.৮৪	৩৩০.০১	১,১৮৬.৬৩	১,৫১৬.৬৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২৩.২৬	৭৬.৭৪	১০০.০০	২৪.৯৬	৭৫.০৪	১০০.০০	৩৩.২৮	৬৬.৭২	১০০.০০	২৪.২৬	৭৫.৭৪	১০০.০০	২১.৭৬	৭৮.২৪	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৫১.৩৯	২৮৮.১০	৩৩৯.৪৯	৪৭.৮১	২৫৫.০৩	৩০২.৮৫	৪৬.৩৭	১৩১.৩৯	১৭৭.৭৬	৩৩.২১	১৪৪.৭৯	১৭৮.০০	৩৩.০২	১৫২.০৬	১৮৫.০৮
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	২.৩৩	১৩.০৪	১৫.৩৭	২.৫৪	১৩.৫৩	১৬.০৭	৩.৩৭	৯.৫৪	১২.৯০	২.৪৬	১০.৭২	১৩.১৮	২.১৮	১০.০৩	১২.২০
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১,৪৪৪.৮৬	৩,৫১৯.৬৯	৪,৯৬৪.৫৫	১,১৬৫.৮৪	২,৫৬৯.০০	৩,৭৩৪.৮৪	১,২৬৬.৭৫	১,৮৫৩.৫৩	৩,১২০.২৮	৯৯৫.২৩	১,৯২৪.৪৩	২,৯১৯.৬৬	৯৫১.৬৪	১,১০৭.৮২	২,০৫৯.৪৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২৯.১০	৭০.৯০	১০০.০০	৩১.২২	৬৮.৭৮	১০০.০০	৪০.৬০	৫৯.৪০	১০০.০০	৩৪.০৯	৬৫.৯১	১০০.০০	৪৬.২১	৫৩.৭৯	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪৪.৭১	৫৭১.১৬	৬১৫.৮৬	৩৬.০৫	৯০.১৪	১২৬.১৯	৩৬.৭১	৭৩.৬৩	১১০.৩৪	২৯.০৮	১৮.৮৯	৪৭.৯৭	২৭.৭৩	৭.২৮	৩৫.০১
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.৯০	১১.৫০	১২.৪১	০.৯৭	২.৪১	৩.৩৮	১.১৮	২.৩৬	৩.৫৪	১.০০	০.৬৫	১.৬৪	১.৩৫	০.৩৫	১.৭০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২,৯৮১.১৩	৫০৯.০৩	৩,৪৯০.১৬	২,২৭৩.৭৬	৩০২.০৯	২,৫৭৫.৮৫	১,৯৫১.০০	২০০.৩০	২,১৫১.৩০	১,৪৮০.৫৬	১৯৮.৭৭	১,৬৭৯.৩৩	১,৩৫৬.৮০	২২৩.৮৫	১,৫৮০.৬৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৮৫.৪২	১৪.৫৮	১০০.০০	৮৮.২৭	১১.৭৩	১০০.০০	৯০.৬৯	৯.৩১	১০০.০০	৮৮.১৬	১১.৮৪	১০০.০০	৮৫.৮৪	১৪.১৬	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৩৫০.৯০	৫২.৪৫	৪০৩.৩৬	৩৫০.৯০	৩৫০.৯০	৭০১.৮০	৩৫০.৯০	৩৫০.৯০	৭০১.৮০	৩৫০.৯০	৩৫০.৯০	৭০১.৮০	৩৫০.৯০	৩৫০.৯০	৭০১.৮০
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	১০.০৫	১.৫০	১১.৫৬	১৩.৬২	১৩.৬২	২৭.২৫	১৬.৩১	১৬.৩১	৩২.৬২	২০.৯০	২০.৯০	৪১.৭৯	২২.২০	২২.২০	৪৪.৪০
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৬৪.৭১	১,৮১৯.৯১	১,৯৮৪.৬২	১১৩.০৪	২,১১১.২৯	২,২২৪.৩৩	৬২.২৫	১,৯১১.০০	১,৯৭৩.২৫	৪৩.৪৪	১,৯৯৩.৯৭	২,০৩৭.৪১	৩৩.৩১	২,২২২.৯২	২,২৫৬.২৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৮.৩০	৯১.৭০	১০০.০০	৫.০৮	৯৪.৯২	১০০.০০	৩.১৫	৯৬.৮৫	১০০.০০	২.১৩	৯৭.৮৭	১০০.০০	১.৪৮	৯৮.৫২	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪.৪৬	২১৫.০৫	২১৯.৫০	৩.৩৭	১৯২.০৮	১৯৫.৪৪	৩.৩৫	৩৪.০৫	৩৭.৪১	২.০৭	৪৬.০৪	৪৮.১২	১.৪৭	২৫.৫৬	২৭.০২
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.২২	১০.৮৪	১১.০৬	০.১৫	৮.৬৪	৮.৭৯	০.১৭	১.৭৩	১.৯০	০.১০	২.২৬	২.৩৬	০.০৭	১.১৩	১.২০
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩,৬৮৫.০০	২৫,৪৬৮.১৯	২৯,১৫৩.১৯	৩,১৪৭.৮৮	২১,৫২৬.২৩	২৪,৬৭৪.১১	২,৭৭৪.০৩	১৮,৫৫২.২৫	২১,৩২৬.২৮	২,২১৮.৩৭	১৬,৬৫৩.৫৩	১৮,৮৭১.৯০	১,৯৩৮.৭৭	১৩,৫২৯.২৩	১৫,৪৬৮.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১২.৬৪	৮৭.৩৬	১০০.০০	১২.৭৬	৮৭.২৪	১০০.০০	১৩.০১	৮৬.৯৯	১০০.০০	১১.৭৫	৮৮.২৫	১০০.০০	১২.৫৩	৮৭.৪৭	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	২৯৫.৫২	১,৭২৯.২১	২,০২৪.৭৩	২৫৭.৯৮	১,৫২২.৮২	১,৭৮০.৮০	২২৫.৫২	১,১৮৬.৫৫	১,৪১২.০৭	১৭৫.৩৫	৯৭৪.০২	১,১৪৯.৩৭	১৫৯.৬১	৬৪২.২৪	৮০১.৮৪
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	১.০১	৫.৯৩	৬.৯৫	১.০৫	৬.১৭	৭.২২	১.০৬	৫.৫৬	৬.৬২	০.৯৩	৫.১৬	৬.০৯	১.০৩	৪.১৫	৫.১৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (কোটি টাকায়)														
	অর্থবছর ২০১৮-১৯			অর্থবছর ২০১৭-১৮			অর্থবছর ২০১৬-১৭			অর্থবছর ২০১৫-১৬			অর্থবছর ২০১৪-১৫		
	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩২০.০৯	৯৮৯.০৪	১,৩০৯.১৩	৩০০.৯৩	৮৪৯.২৬	১,১৫০.১৯	২৯৪.৯৭	৫৪৪.৬৬	৮৩৯.৬৩	২৬৮.৬৩	৫১০.৪০	৭৭৯.০৩	২৫৯.১৭	৪৭৫.৯৬	৭৩৫.১৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২৪.৪৫	৭৫.৫৫	১০০.০০	২৬.১৬	৭৩.৮৪	১০০.০০	৩৫.১৩	৬৪.৮৭	১০০.০০	৩৪.৪৮	৬৫.৫২	১০০.০০	৩৫.২৫	৬৪.৭৫	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৩২.৫৮	৫০.২৬	৮২.৮৩	৩০.৭৬	৪১.৪২	৭২.১৮	৩০.৮৭	৪৮.০৬	৭৮.৯২	২৭.২৩	২৭.৬২	৫৪.৮৫	২৬.৩১	২২.৫০	৪৮.৮১
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	২.৪৯	৩.৮৪	৬.৩৩	২.৬৭	৩.৬০	৬.২৮	৩.৬৮	৫.৭২	৯.৪০	৩.৫০	৩.৫৫	৭.০৪	৩.৫৮	৩.০৬	৬.৬৪
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪,১৫৪.১৯	৮,৩১২.০২	২২,৪৬৬.২১	১৩,২৭১.৪০	৮,৭৫১.৮৮	২২,০২৩.২৮	১৪,৪৫২.৮২	৭,৭০৯.৭৬	২২,১৬২.৫৮	৮,৯৬২.৭০	৫,৫৪১.৭০	১৪,৫০৪.৪০	৭,৮৯৮.৪৪	৫,৭৭৮.০৯	১৩,৬৭৬.৫৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৬৩.০০	৩৭.০০	১০০.০০	৬০.২৬	৩৯.৭৪	১০০.০০	৬৫.২১	৩৪.৭৯	১০০.০০	৬১.৭৯	৩৮.২১	১০০.০০	৫৭.৭৫	৪২.২৫	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৫৪২.০৭	৬৯২.৭৮	১,২৩৪.৮৫	৫২৭.৪৬	৭২৭.০৮	১,২৫৪.৫৪	৫৭৫.৪৯	৫৩৯.৫৯	১,১১৫.০৮	৩৫৫.৮৬	৪৪১.৫৬	৭৯৭.৪২	৩১৪.১২	৪১৮.৪৫	৭৩২.৫৭
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	২.৪১	৩.০৮	৫.৫০	২.৪০	৩.৩০	৫.৭০	২.৬০	২.৪৩	৫.০৩	২.৪৫	৩.০৪	৫.৫০	২.৩০	৩.০৬	৫.৩৬
ভূমি মন্ত্রণালয়	১,১০২.৯৩	১,০১৭.৬২	২,১২০.৫৫	৯৯৯.৯৩	৮৫৮.৬২	১,৮৫৮.৫৫	১,০৭৭.৭৫	৪১৩.২৮	১,৪৯১.০৩	৬৮৭.৫৭	২০১.৮৮	৮৮৯.৪৬	৬৫৯.৩৫	১৭৪.৯০	৮৩৪.২৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৫২.০১	৪৭.৯৯	১০০.০০	৫৩.৮০	৪৬.২০	১০০.০০	৭২.২৮	২৭.৭২	১০০.০০	৭৭.৩০	২২.৭০	১০০.০০	৭৯.০৪	২০.৯৬	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১৪.৮০	৭৯.৬৫	৯৪.৪৪	১৩.৬৬	১১৭.০০	১৩০.৬৬	১৫.৩৪	২৬.৮২	৪২.১৫	৯.৪৩	০.৮৩	১০.২৬	৯.০৫	০.৭৫	৯.৮০
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.৭০	৩.৭৬	৪.৪৫	০.৭৩	৬.৩০	৭.০৩	১.০৩	১.৮০	২.৮৩	১.০৬	০.০৯	১.১৫	১.০৮	০.০৯	১.১৭
শিল্প মন্ত্রণালয়	২৯৩.০০	১,০৫৮.৫৭	১,৩৫১.৫৭	৩০৪.৭৫	১,৫২০.১৫	১,৮২৪.৯০	২৪১.৬৫	১,৪৭১.৬৩	১,৭১৩.২৮	১৩৯.৭৬	১,২৩২.৫৭	১,৩৭২.৩৩	১৭৩.৫৯	১,৫৬১.৩৫	১,৭৩৪.৯৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	২১.৬৮	৭৮.৩২	১০০.০০	১৬.৭০	৮৩.৩০	১০০.০০	১৪.১০	৮৫.৯০	১০০.০০	১০.১৮	৮৯.৮২	১০০.০০	১০.০১	৮৯.৯৯	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১০.০১	৪০.৫২	৫০.৫৩	১০.৫৮	১৮.১১	২৮.৬৯	৮.৩৯	১১.৬৮	২০.০৭	৫.০৪	০.৪৮	৫.৫২	৫.৮৫	০.১৮	৬.০৩
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.৭৪	৩.০০	৩.৭৪	০.৫৮	০.৯৯	১.৫৭	০.৪৯	০.৬৮	১.১৭	০.৩৭	০.০৩	০.৪০	০.৩৪	০.০১	০.৩৫
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	৯,১২৫.৬৮	৯,০৪০.৬৩	১৮,১৬৬.৩১	৮,৩৫২.৭৯	৭,৮৫০.৫৭	১৬,২০৩.৩৬	৮,৫৫২.০০	৫,৭৪১.২৪	১৪,২৯৩.২৪	৫,৫৩৫.১৪	৪,৬২৪.৫১	১০,১৫৯.৬৫	৫,১৯২.৮৩	৩,৭৫২.৮৩	৮,৯৪৫.৬৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৫০.২৩	৪৯.৭৭	১০০.০০	৫১.৫৫	৪৮.৪৫	১০০.০০	৫৯.৮৩	৪০.১৭	১০০.০০	৫৪.৪৮	৪৫.৫২	১০০.০০	৫৮.০৫	৪১.৯৫	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১২৭.৬০	৪৩৪.০২	৫৬১.৬২	১১৩.৮৭	৩৭০.০১	৪৮৩.৮৮	১৩১.১৪	৯৬.০০	২২৭.১৫	৮৩.২৩	৩৩.৩৫	১১৬.৫৭	৭৮.৫৭	২৪.৬৩	১০৩.২০
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.৭০	২.৩৯	৩.০৯	০.৭০	২.২৮	২.৯৯	০.৯২	০.৬৭	১.৫৯	০.৮২	০.৩৩	১.১৫	০.৮৮	০.২৮	১.১৫
বিদ্যুৎ বিভাগ	৪৩.২৬	২২,৮৯২.৬০	২২,৯৩৫.৮৬	৪৯.১৫	১৮,৮৪৫.২৭	১৮,৮৯৪.৪২	২২.৭১	১৩,০৪০.০৯	১৩,০৬২.৮০	১৮.৪০	১৬,৪৮৫.১৭	১৬,৫০৩.৫৭	১১.২৮	৯,২৭২.৮৯	৯,২৮৪.১৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০টি নির্বাচিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট (কোটি টাকায়)														
	অর্থবছর ২০১৮-১৯			অর্থবছর ২০১৭-১৮			অর্থবছর ২০১৬-১৭			অর্থবছর ২০১৫-১৬			অর্থবছর ২০১৪-১৫		
	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	০.১৯	৯৯.৮১	১০০.০০	০.২৬	৯৯.৭৪	১০০.০০	০.১৭	৯৯.৮৩	১০০.০০	০.১১	৯৯.৮৯	১০০.০০	০.১২	৯৯.৮৮	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১৪.৪৫	৬৮৭.৩৪	৭০১.৭৯	১৩.৪৫	৫৮৩.১৭	৫৯৬.৬৩	৮.৮৩	৫১৭.৬৪	৫২৬.৪৭	৬.৫৭	৭৫৮.৯৬	৭৬৫.৫৪	২.৪১	৩০৬.২৫	৩০৮.৬৬
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.০৬	৩.০০	৩.০৬	০.০৭	৩.০৯	৩.১৬	০.০৭	৩.৯৬	৪.০৩	০.০৪	৪.৬০	৪.৬৪	০.০৩	৩.৩০	৩.৩২
খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৫,২৬০.৬২	৭৬৪.৭৩	১৬,০২৫.৩৫	১৩,৯৭৮.৮৬	৪২৩.২৪	১৪,৪০২.১০	১১,৬৫৭.৫৭	৪৩৯.৯২	১২,০৯৭.৪৯	১০,৫৯৩.৭৯	৬২৪.৮৯	১১,২১৮.৬৮	১০,৫৬৬.৯১	৫৮৪.১৯	১১,১৫১.১০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৯৫.২৩	৪.৭৭	১০০.০০	৯৭.০৬	২.৯৪	১০০.০০	৯৬.৩৬	৩.৬৪	১০০.০০	৯৪.৪৩	৫.৫৭	১০০.০০	৯৪.৭৬	৫.২৪	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৩৭৪.৭৫	৪৮.৬৫	৪২৩.৪১	৫২৭.৪৬	৭২৭.০৮	১,২৫৪.৫৪	৫৭৫.৪৯	৫৩৯.৫৯	১,১১৫.০৮	৩৫৫.৮৬	৪৪১.৫৬	৭৯৭.৪২	৩১৪.১২	৪১৮.৪৫	৭৩২.৫৭
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	২.৩৪	০.৩০	২.৬৪	৩.৬৬	৫.০৫	৮.৭১	৪.৭৬	৪.৪৬	৯.২২	৩.১৭	৩.৯৪	৭.১১	২.৮২	৩.৭৫	৬.৫৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৮,৮৮২.০০	৬,০১৪.১৭	২৪,৮৯৬.১৭	১৬,৯৭০.৫৬	৬,১৭৭.৩৯	২৩,১৪৭.৯৫	১৬,৩৩৪.১১	৫,৪৯৩.৯৯	২১,৮২৮.১০	১০,১০৩.০৩	৩,৭৯১.২২	১৩,৮৯৪.২৫	৯,৩৫৩.৭৪	৩,৩২০.৮৯	১২,৬৭৪.৬৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৭৫.৮৪	২৪.১৬	১০০.০০	৭৩.৩১	২৬.৬৯	১০০.০০	৭৪.৮৩	২৫.১৭	১০০.০০	৭২.৭১	২৭.২৯	১০০.০০	৭৩.৮০	২৬.২০	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	১৭৬.৩০	১৪৫.৪৭	৩২১.৭৭	১৩৫.৯৩	১০৯.৭৯	২৪৫.৭১	১২২.৪৩	১৫০.২১	২৭২.৬৫	৭৮.৯৪	৪৮.০৪	১২৬.৯৮	৭৩.২৬	৪৬.৩৬	১১৯.৬২
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.৭১	০.৬৮	১.২৯	০.৫৯	০.৪৭	১.০৬	০.৫৬	০.৬৯	১.২৫	০.৫৭	০.৩৫	০.৯১	০.৫৮	০.৩৭	০.৯৪
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫,৩৩৯.১০	২৫৩.৯৭	৫,৫৯৩.০৭	৪,৬২৬.১১	২০৭.৬২	৪,৮৩৩.৭৩	৪,১০৫.৬৭	১৬৭.৫৮	৪,২৭৩.২৫	৩,০৪৪.০৫	২১৩.৪৭	৩,২৫৭.৫১	২,৬৯৯.০৪	২০৫.৫৬	২,৯০৪.৬০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	৯৫.৪৬	৪.৫৪	১০০.০০	৯৫.৭০	৪.৩০	১০০.০০	৯৬.০৮	৩.৯২	১০০.০০	৯৩.৪৫	৬.৫৫	১০০.০০	৯২.৯২	৭.০৮	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৪৩.৭৮	২২.২৯	৬৬.০৭	৫২.৬৩	৩.৮১	৫৬.৪৩	৫৩.৮৯	-	৫৩.৮৯	৪১.২৯	-	৪১.২৯	৪০.৫৮	-	৪০.৫৮
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.৭৮	০.৪০	১.১৮	১.০৯	০.০৮	১.১৭	১.২৬	-	১.২৬	১.২৭	-	১.২৭	১.৪০	-	১.৪০
সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৩,৫৬২.৮৮	২০,৮১৭.৩৬	২৪,৩৮০.২৪	২,৮৭৬.৯৩	১৬,৮২০.২৮	১৯,৬৯৭.২১	২,৭৪৯.৬০	৮,১৬১.৩১	১০,৯১০.৯১	২,২৩৬.৭৮	৫,৬৭৫.০৫	৭,৯১১.৮৩	২,২৫০.০৩	৪,৬১৪.০৫	৬,৮৬৪.০৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা হার	১৪.৬১	৮৫.৩৯	১০০.০০	১৪.৬১	৮৫.৩৯	১০০.০০	২৫.২০	৭৪.৮০	১০০.০০	২৮.২৭	৭১.৭৩	১০০.০০	৩২.৭৮	৬৭.২২	১০০.০০
জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ	৫২.৩৬	৮৮.৬৩	১৪০.৯৯	৫২.০৮	৯৪.৬৩	১৪৬.৭১	৪৮.৬০	৮১.৬০	১৩০.২০	৩৯.৯৩	১৫.৫৭	৫৫.৫১	৩৮.৮৯	৯.৬৪	৪৮.৫৩
মোট বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্টতার শতকরা হার	০.২১	০.৩৬	০.৫৮	০.২৬	১.০৭	০.৭৪	০.৪৫	০.৭৫	১.১৯	০.৫০	০.২০	০.৭০	০.৫৭	০.১৪	০.৭১

শব্দপঞ্জি

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্লান- বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্লান (বিসিসিএসএপি) একটি ১০-বছর মেয়াদী (২০০৯-২০১৮) কর্মসূচি যার উদ্দেশ্য হলো দেশকে জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম এবং সহিষ্ণু করে তোলা। এটি ২০০৮ সালে প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে আরো অধিক সংখ্যক কার্যক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে এটি সংশোধন করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশুসহ দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনগণের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এটি ৬টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো হলোঃ (১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, (২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, (৩) অবকাঠামো, (৪) গবেষণা ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট, (৫) প্রশমন ও লো-কার্বন ডেভলপমেন্ট, এবং (৬) দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাষ্ট ফান্ড- বিসিসিএসএপি-তে চিহ্নিত প্রকল্প এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে ২০১০ সালে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাষ্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট আইন ২০১০-এর আওতায় এই তহবিল গঠন করা হয়। বিসিসিএসএপি-তে যেসকল কার্যক্রম ও কর্মসূচির প্রতি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রম ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিসিসিটিএফ গঠন করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে প্রধান করে গঠিত একটি স্বাধীন ট্রাস্টি বোর্ড বিসিসিটিএফ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রধান করে গঠিত ১৩ সদস্যের একটি কারিগরি কমিটি বিসিসিটিএফ হতে অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং প্রকল্প নির্বাচনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

জলবায়ু পরিবর্তন- জলবায়ু পরিবর্তন বলতে এমন এক ধরনের পরিবর্তনকে বুঝায় যেখানে জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের গড় পরিবর্তন হয় এবং/কিংবা এর তারতম্য দেখা দেয় এবং যা দীর্ঘসময় সাধারণত দশককাল বা তারও অধিক সময় পর্ন্তত বিদ্যমান থাকে। জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) জলবায়ু পরিবর্তনকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে তা হলোঃ "জলবায়ু পরিবর্তন হলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কাজের ফলে সৃষ্ট এমন এক ধরনের পরিবর্তন যা বায়ুমন্ডলের গঠনকে পরিবর্তিত করে, অধিকন্তু যা দীর্ঘকালে প্রাকৃতিক উপাদানের তারতম্য ঘটায়"। প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন কিংবা বাহ্যিক শক্তি যেমন- সৌর চক্রের নিয়ন্ত্রণ, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এবং বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহের নৃতাত্ত্বিক গঠনের অথবা ভূমি ব্যবহারের অব্যাহত পরিবর্তনের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হতে পারে। সাধারণত মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের দ্বারা অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস উদগিরণের ফলে বায়ুমন্ডলে সৃষ্ট পরিবর্তনের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয় বলে ধরা হয়।

ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকান্ডে প্রণোদনা এবং দিকনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (সিএফএফ) প্রণয়ন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয় মোকাবেলায় অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ যাতে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং কার্যকারিতার সাথে ব্যবহার করা যায় সে উদ্দেশ্যে এই ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়। জলবায়ু অর্থায়নকে চিহ্নিতকরণ এবং এর ব্যবহার যাচাইকরণের উদ্দেশ্যে এটি একটি স্বচ্ছ ও টেকসই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি জলবায়ু বিষয়ক আর্থিক নীতি প্রণয়নের জন্য কৌশল ও উপায় উদ্ভাবন এবং জলবায়ু তহবিলের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণে সহায়ক হবে।

ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ- ক্লাইমেট পাবলিক এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ (সিপিইআইআর) জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন ব্যবস্থা পর্যলোচনা ও যাচাই করার একটি পদ্ধতি। এতে ৩টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- (১) জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট নীতি বিশ্লেষণ, (২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিশ্লেষণ যার মাধ্যমে নীতি সঞ্চালিত হয়, এবং (৩) সম্পদ বরাদ্দকরণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ যার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক প্রকল্প, কর্মসূচি এবং নীতি বাস্তবায়নে সরকারি অর্থায়নের ব্যবস্থা করা যায়।

কনফারেন্স অব পার্টিস- কনফারেন্স অব পার্টিস (COP) হলো ইউনাইটেড নেশন্স ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)-এর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অঙ্গ। কনভেশনের সদস্য সকল দেশ COP এর প্রতিনিধি যেখানে তারা কনভেনশন এবং COP কর্তৃক গৃহীত অন্য যেকোন বৈধ পন্থার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে। প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাসহ কনভেনশনের কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে COP প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি- বিশ্বের সর্বাপেক্ষা চ্যালেঞ্জিং বিষয় পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক, জাতীয় সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিও যারা ১৮৩টি দেশে কাজ করে এরুপ ১৮টি সংস্থার অংশীদারিত্বে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) গঠিত হয়েছে। এটি ইউএনএফসিসিসি-সহ পাঁচটি প্রধান আন্তর্জাতিক কনভেশন-এর Financial mechanism হিসেবে কাজ করে। বিশ্বব্যাংক এর ট্রাস্টি এবং এর জিম্মাদারি দায়িত্ব পালনে জিইএফ কাউন্সিল-এর নিকট দায়বদ্ধ।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড- নিম্ন কার্বন নিঃসরণ এবং জলবায়ু সংবেদনশীল উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) গঠন একটি অনন্য বৈশ্বিক উদ্যোগ। উন্নয়নশীল দেশের গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ সীমিতকরণ অথবা হ্রাসকরণ এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনের অনিবার্য প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ১৯৪টি দেশের সরকার জিসিএফ প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের এই গ্রহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে এর মিশন স্থির করা হয়েছে। উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড এটি পরিচালনা করে।

কিওটো প্রটোকল- কিওটো প্রটোকল ইউএনএফসিসিসি-এর সাথে সম্পর্কিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা সদস্য রাষ্ট্রের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যতামূলক নিঃসরণ হ্রাসকরণ সীমা স্থির করে দেয়। উন্নত দেশসমূহ যেহেতু অধিক মাত্রায় গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণকারী সেহেতু 'অভিন্ন কিন্তু পৃথকীকৃত দায়িত্ব' এই নীতির আলোকে এই প্রটোকল তাদের প্রতি অধিকতর দায় আরোপ করে। ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ জাপানের কিওটো শহরে এই প্রটোকল গ্রহণ করা হয় যা ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে কার্যকরি হয়। এটি বাস্তবায়নের প্রথম প্রতিশ্রুত মেয়াদ ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) হচ্ছে মধ্যমেয়াদে আর্থিক নীতির সাথে বাজেটকে সমন্বিত করার একটি কাঠামো। সামষ্টিক আর্থিক প্রাক্কলন ব্যবস্থাকে সরকারের বিদ্যমান নীতির সাথে যুক্ত করে মধ্যমেয়াদে মন্ত্রণালয়ের বিস্তারিত বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুতির লক্ষ্যে এটি একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি। এমটিবিএফ একটি বহু-বছরভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন ব্যবস্থা যেখানে তিনটি বছরকে বিবেচনা করা হয় যার মধ্যে আসন্ন অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং পরবর্তী দুই বছরের প্রক্ষেপণ দেখানো হয়।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা- ইউএনএফসিসিসি-এর উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন, ক্রমান্বিত (progressive) এবং পৌনঃপুনিক একটি প্রক্রিয়া। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহ মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে এবং তা মেটানোর জন্য উপযুক্ত কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক প্রণীত যা জেন্ডার সংবেদনশীল, অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড-এর সহায়তায় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে এবং আশা করা হচ্ছে ২০১৮ সালের মধ্যে তা চূড়ান্ত হবে।

জাতীয়ভাবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (এনডিএ)- এনডিএ হচ্ছে একটি দেশের সরকার কর্তৃক প্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান যা সংশ্লিষ্ট দেশ ও গ্রিণ ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এনডিএ হিসেবে কাজ করে। এই কর্তৃপক্ষ দেশের জলবায়ু বিষয়ক কৌশল ও পরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব জিসিএফ কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ করে। এক্ষেত্রে এনডিএ-র ভূমিকা হ'ল প্রকল্পসমূহ যাতে অংশীজনদের সাথে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি করা হয় তা নিশ্চিত করা।

জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান- জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান (এনডিসি) হচ্ছে ইউএনএফসিসিসি-র আওতাধীন সেই কার্যক্রম যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায়, বিশেষত, গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে সাহায্য করে। বাংলাদেশ এর এনডিসি-তে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ স্বাভাবিক পর্যায় (business as usual) থেকে শতকরা ৫ ভাগের নিচে এবং উন্নত দেশসমূহ থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা পাওয়া গেলে তা শতকরা ১৫ ভাগের নিচে আনার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। বাংলাদেশ এর এনডিসি-র জন্য উন্নয়নের গুরুত্বের সাথে আপোস না করে এবং বাংলাদেশ যাতে শিল্পায়নপূর্ব তাপমাত্রার স্তর থেকে দুই ডিগ্রি কিংবা সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রির নিচে নামিয়ে আনার বৈশ্বিক প্রয়াসে অবদান রাখতে পারে সেলক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে।

প্যারিস চুক্তি- প্যারিস চুক্তি হচ্ছে ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউএনএফসিসিসি-এর কনফারেন্স অব পার্টিস-এর ২১তম অধিবেশনে স্বাক্ষরিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হ'ল বর্তমান শতাব্দীতে বৈশ্বিক উষ্ণতাকে শিল্পায়নপূর্ব উষ্ণতার স্তর থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নিচে নামিয়ে এনে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় বৈশ্বিক সাড়াদানকে জোরদার করা এবং উষ্ণতা বৃদ্ধিকে এমনকি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর মধ্যে সীমিত রাখার প্রয়াস অব্যাহত রাখা। এই চুক্তির আওতায় প্রত্যেক দেশ নিজেরাই তাদের পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রশমনে তাদের নিজস্ব অবদান সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ- ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) ১৯৯২ সালের ৯ মে গৃহীত পরিবেশ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর চুক্তিটি কার্যকর হয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হল বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস ঘনীভূত হওয়া এমন স্তরে সীমিত করা যা জলবায়ুকে মানবসৃষ্ট বিপজ্জনক হুমকি থেকে রক্ষা করবে। তবে এই ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতাভুক্ত দেশসমূহের ওপর গ্রিনহাউজ গ্যাস নি:সরণের কোন সীমা বেঁধে দেয়নি এবং এতে এ বিষয়টি কার্যকর করার কোন উপায় (mechanism) সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এনেক্স-১ পার্টিসমূহ; এনেক্স-২ পার্টিসমূহ, এনেক্স-বি দেশসমূহ, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং নন এনেক্স ১ পাটিসমূহ। বাংলাদেশ নন-এনেক্স ১ গ্রুপভুক্ত একটি দেশ।